তুমি সেই তরবারি

সৈয়দ শামসুল হক

কাশেম ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য লন্ডনে এসেছিল। কিন্তু পড়া আর হয় না। টাকায়ও কুলায় না। তাই ঢাকায় গিয়ে সাকিনাকে বিয়ে করে আনে। সাকিনা একটা কাজ করবে, সেই টাকায় কাশেম পড়বে। কিন্তু পড়ায় তার মন নেই। এদিকে বন্ধুর স্ত্রী সাকিনাকে ভালোবেসে ফেলে বেলাল। শারীরিক অক্ষমতার ক্রোধে কাশেম সাকিনাকে খাট থেকে ফেলে দেওয়ার পর বেলাল জয় করে সাকিনাকে। সৈয়দ শামসুল হকের ভাষায়, 'সাকিনা তাকে [বেলালকে] নিজের হাতে সুড়ঙ্গের ভেতরে নিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুচ্চমকের মতো অস্তিত্বের নীলিমা চিরে গড়িয়ে পড়ল শরীরের কষ। তার নিজের কিছু নেবার ছিল না। ছিল শুধু এই লোকটি যে তাকে এমন করে ভালোবাসে সেই তাকে ভালোবাসার অন্তর্গত সবকিছু দেবার ব্যাকুলতা, তার প্রথম অভিজ্ঞতার দিশারি হবার হয়তো উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাই সাকিনার পক্ষে এখন সম্ভব হলো, নিজেকেই দূর থেকে দেখা। এমন কিছু সে দেখতে পেল না, যা আগে দেখেনি; এমন কিছু ঘটল না, যা আগে ঘটেনি। সাকিনা এখন নির্মমভাবে অনুভব করল, ভালোবাসার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ভালোবাসা এর উর্ধ্বেও নয়, নিচেও নয়। ভালোবাসা এর বাইরে এবং বিযুক্ত।' বিদেশের পটভূমিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম একটি প্রেমের উপন্যাস।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

তুমি সেই তরবারি

সৈয়দ শামসুল হক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রথমা প্রকাশন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

একটি মানুষ হঠাৎ কেন বিশেষ হয়ে যায় ? কেন মনে হয় সেই তাকে ছাড়া জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই আর প্রাসঙ্গিক নয় ? সে যদি নেই, তো বুকের ভেতরে কোনো প্রেরণা নেই— কেন এমন মনে হয় ?

যেমন এখন তার, বেলালের, হচ্ছে।

নিচের তলায় অশান্ত পায়চারি করে চলে বেলাল। একটু আগে ঘুমে যে চোখ জড়িয়ে আসছিল, সেই ঘুম এখন অন্য কারো চোখের বলে মনে হয়। বসবার ঘরে কাচের গোল টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে শাদা ওয়াইনের খালি বোতলটা। আর একটা বোতল বেশি আনলে এখন পান করত বেলাল, তাহলে সুরার হাত ধরে ঘুমিয়ে পড়া সহজ হতো তার।

এইতো কিছুক্ষণ আগে ওরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ঘরে চলে গেল। সাকিনা আর কাশেম। গেল ওপরের ঘরে, ওদের শোবার ঘরে, গেল শাদা বিছানায়, লেপের গহ্বরে, একে অপরের উষ্ণতার ভেতরে। বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর, এখনো মনে হয়— গতকাল।

বেলালকে ওরা নিচে রেখে গেল ওপরের ঘরে। নিচের এই ঘর থেকে ওপরের ঘরে সিঁড়িটা খোলা খাড়া উঠে গেছে। গাঢ় সবুজ কার্পেট মোড়া সিঁড়ি। এখন তার মনে হয়, ঈর্ষার নিশানের মতো ঘন সে সবুজ। সেই সবুজ মাড়িয়ে প্রথমে উঠে যায় সাকিনা, তারপর কাশেম, অনবরত একটি ব্যবধানে। পেছন থেকে কাশেম একবার সাকিনাকে কাতুকুতু দিয়েছিল। 'যাঃ, না, না' বলে সাকিনা তখন দৌড়ে সিঁড়ির শেষ ক'টা ধাপ পার হয়ে গিয়েছিল। আর কাশেম মুখ ফিরিয়ে, নিচে বেলালকে, বলেছিল, শুয়ে পড়ো বেলাল, আর দেরি করো না।

নিচের এই বসবার ঘরের পাশেই বেলালের ঘর। কিন্তু সেখানে যাবার কোনো প্রেরণাই সে পায় না। সে দ্রুত পায়চারি করে চলে। টেলিভিশনটা খোলা আছে, কিন্তু সেদিকে দেখার চোখ এখন তার নেই। বরং টেলিভিশনটা বন্ধ করে দেয় সে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতরে ঝুলে পড়ে পিচ্ছিল স্তব্ধতা।

এমন তো কখনো তার মনে হয় নি ? মনে হয় নি, কাশেম বলে কেউ যদি না থাকত, যদি সাকিনা একা হতো, যদি এ বাড়ি তার হতো, এই আসন, এই দরোজা, এই বাতি, দেয়ালে পিকাসোর ছবির এই প্রিন্ট ? ছবির প্রিন্ট বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, সাকিনাকে সে কোথায় পাবে ?

অথচ সাকিনা তার বন্ধুর স্ত্রী। লন্ডনে তাদের এই বাড়িতে সে নিচের একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে। বছর দু'য়েক আগে কাশেমই তাকে ডেকে বলেছে, একা পড়ে থাকার চেয়ে আমাদের সঙ্গে চলে এসো। সেই বিশ্বাসের মাটিতে আজ এ কোন্ ঘাতক-ফুল ফুটলো ?

কিছুতেই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না বেলাল। তার কেবলই মনে হয়, কী করছে ওরা এখন ওপরের শোবার ঘরে। ওপর থেকে কোনো শব্দ নেই কেন ? এত নিস্তব্ধ কেন ? এমন কিছু কি ওরা করছে যার জন্যে অস্বাভাবিক এই স্তব্ধতা তাদের পালন করতে হচ্ছে ?

বস্ত্রহীন সাকিনার শরীরের ওপর শুয়ে পড়েছে কাশেম ?

নিঃশ্বাস বন্ধ করে উৎকর্ণ দাঁড়িয়ে থাকে বেলাল।

না, কোনো শব্দ নেই।

না, কোনো আলো জ্বলছে না ওপরে।

না, কোনো রেডিও চলছে না, যে-রেডিও কাশেম ঘরে গিয়েই ছেড়ে দেয় রোজ।

রান্নাঘরে গিয়ে বেলাল চোখেমুখে পানি দেয়। তবু তার চোখ বহু রাত ঘুমহীন জেগে থাকার

মতো দগ্ধ হতে থাকে।

সে এখন কী করবে ?

সন্ধেবেলা এক বোতল ওয়াইন কিনে এনেছিল বেলাল। রাতের খাবারের সঙ্গে ওরা তিনজন খেয়েছিল। এবার সাকিনাকে ঢেলে দিতে গিয়ে বেলালের হাত সাকিনার হাত ছুঁয়ে গিয়েছিল। তখন সাকিনা আর নেবে না বলে গেলাশের মুখ বাঁ-হাতে চাপা দিয়েছিল, সেটা সরিয়ে ওয়াইন ঢেলে দিতে গিয়েই ছোঁয়াছুঁয়ি। তখন কিছু মনে হয় নি, এখন বেলালের মনে হয় তার ঐ হাত, যেখানে ছোঁয়া, অন্য কারো হয়ে গেছে— সেখানে তার নিজের কোনো স্পর্শ অনুভূতি আর নেই।

হাতটাকে বেলাল এখন নিজের ঠোঁটে এনে ছোঁয়ায়। পরমুহূর্তেই বিদ্যুতের মতো সরিয়ে নেয় সে হাত। সাকিনাকে তার এত চুমো খেতে ইচ্ছে করছে কেন ? সাদা ওয়াইন কি সে আজ বেশি খেয়ে ফেলেছে ? কেন এমন ইচ্ছে করছে সাকিনাকে নিয়ে শুয়ে থাকতে, ঠিক যেমন, কল্পনায় এখন সে দেখতে পায় কাশেম শুয়ে আছে সাকিনাকে নিয়ে ওপরের ঘরে ? কেন, কেন, কেন তার ইচ্ছে করছে সাকিনার শরীরের ভেতরে উজ্জ্বল নিশান উড়িয়ে ঢুকে যেতে ?

কাবার্ড খুলে দেখে হুইস্কি ছাড়া আর কিছু নেই। ওয়াইনের পর হুইস্কি খাওয়া বিপদজনক। তবু ঢেলে নেয় বেলাল, না পানি, না সোডা, না বরফ— লম্বা একটা চুমুক দেয় সে। বুকের ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে নেমে যায় হুইস্কি, কিন্তু সে আগুনও শান্ত মনে হয়, যে আগুন এখন তার ভেতরে দাউ দাউ করে জ্বলছে তার তুলনায়। শব্দহীন, সাদা, সর্বগ্রাসী আগুন। সেই ছোটবেলা থেকে তার একটা স্বপ্ন দাবানল দেখবে, যেদিন সে শব্দটা প্রথম পেয়েছিল বইয়ের পাতায়, সেদিন থেকেই। এই কি সে দাবানল ?

গেলাশ নামিয়ে বেলাল এসে দাঁড়ায় সিঁড়ির নিচে, প্রায় তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যেন তার রাজত্ব এখন অন্য কারো হাতে চলে গেছে, যে অন্য কেউ তারই আদলে তৈরি কিন্তু এখন ভীষণ অচেনা।

কান পেতে শোনে, এখনো ওপরে ওদের ঘরে সেই স্তব্ধতা। এখনো কি কাশেম তার স্বামীত্বের দৈনিক পাওনা আদায় করে চলেছে সাকিনার কাছ থেকে ? যে-সাকিনা অনিচ্ছুক ? নাকি, সম্মত সে ? আগ্রহী সে ? সে-ই পথিকৃত ? সাকিনা ?

টুক করে বাতিটা নিবিয়ে দেয় বেলাল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে সিঁড়ির গোড়ায়। তারপর, আস্তে একটা পা রাখে সে একধাপ ওপরে। দাঁড়ায়। আবার এক ধাপ। আবার দাঁড়ায়। এমনি করে সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে সে দাঁড়ায় কান খাড়া করে।

না, কোনো শব্দ নেই। এমনকি নিঃশ্বাসেরও না।

হঠাৎ একটা নতুন অনুভূতি ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। গ্লানি। এ-কী করছে সে ? বন্ধু দম্পতির শোবার ঘরে আড়ি পাতছে সে ? দ্রুত নেমে আসে বেলাল। আরো খানিকটা হুইস্কি ঢেলে নেয় গেলাশে। সিগারেট ধরায়। প্রায় দৌড়ে যায় নিজের ঘরে। একটানে খুলে ফেলতে থাকে দিনের পোশাক শরীর থেকে। কোনো মতেই কোনো কিছু ভাববার অবকাশ নিজের মনকে আর সে দিতে চায় না। এক্ষুণি সে সবটা হুইস্কি গিলে ফেলবে, পাজামা পরবে, জোর করে আলিঙ্গন করবে ঘুমকে, তাকে আর কিছুতেই সে ছাড়বে না।

কিন্তু না। পাজামা পরবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই পাখি তাকে ঠুকরে ঠুকরে খেতে শুরু করল, যে পাখির হাত থেকে পালাবার জন্যে সে এ ঘরে এসেছিল। এবারে তার বুকের ভেতরে কে যেন এনে দিল অমিত সাহস, কে যেন নিপুণ হাতে মুছে দিয়ে গেল বাস্তবতা এবং যুক্তি।

BanglaBook.org

বেলাল স্থির পায়ে একের পর এক সিঁড়ির ধাপ ভাঙতে লাগল।

অচিরে সে পৌঁছুলো কাশেমের দরোজার বাইরে। পুরনো বাড়ি, দরোজা বন্ধ করলেও ভালো করে বন্ধ হয় না, কিছুটা ফাঁক থেকে যায়। দরোজার সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে অনুভব করা যায় দুধ মেশানো অন্ধকার। বোধহয়, ওদের জানালার পর্দা টানা নেই, রাস্তার বাতি এসে তরল করে দিয়েছে ঘরের অন্ধকার।

এবার শোনা যায়, নিঃশ্বাসের শব্দ। বোঝা যায় না, কার। কাশেম না সাকিনা ? মানুষের নিঃশ্বাস নেবার শব্দ কি এক রকম ? অথচ মানুষ বাঁচে প্রত্যেকে নিজের মতো করে।

দূরে একটা পুলিশের গাড়ি চলে গেল সাইরেন বাজিয়ে অন্ধকারের গালে চড় মারতে মারতে। দরোজার পাশে নিজেকে যথাসম্ভব সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল বেলাল, পাছে ওরা কেউ উঠে পড়ে সাইরেনের শব্দে।

না। কাশেমের কথা জানে না, সাকিনা সব সময় বলে তার ঘুম এত গাঢ় যে পা ধরে পথে টেনে নামালেও তার ঘুম ভাঙে না। সাকিনার ঘুমের ভেতরেও, অমন ঐ পাথর ঘুমের ভেতরেও কি কাশেম কখনো উপগত হয় ?

দরোজা ধীরে ধীরে খোলে বেলাল। অতি সাবধানে, একটু একটু করে, যেন সে নিয়তির নির্দেশ পালন করছে মাত্র। একবারও তার মনে হয় না, ওরা উঠতে পারে, একবারও তার ভেবে রাখবার কথা মনে হয় না যে ওরা জেগে উঠলে সে কী কৈফিয়ত দেবে।

ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ায় বেলাল।

গ্যাসের আগুনে ঘরটা গ্রীষ্মকাল হয়ে আছে। পায়ের কাছে পড়ে আছে লাল-নীল ফুল তোলা লেপ। লম্বা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে কাশেম, আর তার কোমরের ওপর পা তুলে পাশ ফিরে সাকিনা। সাকিনা তার খোঁপা খুলে ফেলেছে, খোলাচুলে মুখের অনেকখানি ঢেকে আছে তার। হাতে হীরের আংটি অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে। তার একঢালা স্বচ্ছ অন্তর্বাস উঠে এসেছে বুক অবধি। সাকিনার মুখের তুলনায় অনেক বেশি ফর্সা উরু— এখন মনে হচ্ছে মাংস আর মেদ নয়, নরোম কোনো পাথরে তৈরি।

একবার ছুঁয়ে দেখতে প্রবল আগ্রহ হয় বেলালের।

কিন্তু সে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। সাকিনার পাশে ছোট টেবিলে, ঘড়ির বুকে ঘণ্টা-মিনিটের উজ্জ্বল সংখ্যাগুলো এগিয়ে যেতে থাকে অবিরাম এবং নিঃশব্দে।

এ কি শরীরের প্রতি শরীরের দুর্বার আকর্ষণ ? বিশুদ্ধ কাম ? বিয়োগচিহ্নের দিকে যোগচিহ্নের অনিবার্য যাত্রা ?

বেলাল তার নিজের শরীরে হাত রাখে। প্রায় অন্যমনস্কভাবেই লক্ষ করে তার শিশ্ন শিথিল, এক টুকরো রবারের মতো প্রাণহীন, মাছের পাকস্থলীর মতো শীতল। বিস্ময়ে আর্ত অস্ফুট একটা ধ্বনি তার কণ্ঠ থেকে ছাড়া পায়, আর স্ফুলিঙ্গের মতো মুহূর্তেই নিবে গিয়ে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যায়।

আবার, নতুন চোখে সে তাকায় ঘুমন্ত দম্পতির দিকে, তার বন্ধু আর বন্ধু স্ত্রীর দিকে, কাশেম আর সাকিনার দিকে। কাশেমের উপুড় লম্বা দেহের ওপর সাকিনার উরুর দিকে। তারপর শুধু সাকিনার মুখের দিকে। সে-মুখে পৃথিবীর সমস্ত মমতা রূপ নিয়ে আছে, পৃথিবীর ভয়াবহ একটি শূন্যতাকে পূর্ণ করে আছে।

BanglaBook.org

২

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে, ড্রেসিং গাউনের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে সাকিনা বলল, আরে, তুমি জেগে গেছ ? ঘুম হয় নি রাতে ?

বসবার ঘরে সোফার ওপর পা লম্বা করে বেলাল চা খাচ্ছিল সাকিনার কথার কোনো উত্তর দিল না সে, একটু হাসল মাত্র।

সাকিনা আবার বলল, শনিবারের ভোরে সারা লন্ডন এখনো ঘুমিয়ে, এখুনি উঠে পড়েছ কী করতে ? কাশেম এখনো ভোঁ ভোঁ করে ঘুমোচ্ছে।

তোমাকে চা করে দিই ?

আমি নিজেই করে নিচ্ছি। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে সাকিনা আবার জিজ্ঞেস করল, রাতে ঘুম হয় নি নাকি ?

হ্যাঁ, হয়েছে।

দেখে মনে হচ্ছে না।

দেয়ালের ওপর বেড়ালের লাফ দিয়ে ওঠার মতো বেলালের একবার মনে হলো, কাল রাতে চুরি করে ওদের ঘরে গিয়েছিল সে, সাকিনা সেটা টের পায় নি তো ? ভালো করে তাকায় সে সাকিনার দিকে। না, কোনো চিহ্ন নেই।

সাকিনা চা করে বেলালের পাশে এসে বসল, একটু দূরত্ব রেখে, কিন্তু মাথাটাকে যথাসম্ভব বেলালের কাছে এনে বলল, কাল রাতে এক কেলেঙ্কারি হয়েছে জানো ?

হৃদপিণ্ড লাফিয়ে উঠল বেলালের।

কী ?

দাঁড়াও বলছি। গরম চায়ে ঠোঁট পুড়ে গেছে। সাকিনা ঠোঁট গোল করে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর জিভ দিয়ে দু'ঠোঁট ভালো করে ভেজায়, চুকচুক শব্দ করে পরীক্ষা করে কতটা পুড়েছে।

না, খুব বেশি পোড়ে নি। সেরে যাবে। কাল রাতে সে-কী ভীষণ স্বপ্ন দেখি, কালো মতো কী একটা আমাকে তাড়া করছে, কিছুতেই তাকে ছাড়াতে পারছি না। এক সময়ে আমাকে ধরে ফেলল। তারপর সে-কী ধস্তাধস্তি। যত মারি কিছুতেই ছাড়ে না। হঠাৎ দেখি, কাশেম আমাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে, আর বলছে, এই কী হলো, আমাকে মারছ কেন ? বুঝলে, ওকেই ধরে মারছিলাম।

বেলাল নিশ্চিত হলো যে, অন্তত তার ওপর তলায় যাবার কথাটা সাকিনা জানে না। সে বলল, এমনিতে তো মারবার সুযোগ পাবে না। ঘুমের ভেতরে মেরে দিলে, ভালো হলো।

মোটেই না। ওকে মারতে চাইব কেন ?

খুব ভালোবাসো ?

বাসিইতো।

তা যখন টের পেলে ওকে মারছ, তখন কী করলে ?

সাকিনা লম্বা একটা চুমুক দিল চায়ে। তার চোখ দু'টো ঝিলিক দিয়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে। কীসের সম্ভাবনায় ঈর্ষা এসে বেলালের বুকের ভেতরে দখল নিল। সে কানে কিছু শুনতে না চাইলেও তাকে শুনতে হলো।

ওকে আদর করে দিলাম।

BanglaBook.org

শুকনো গলায় বেলাল জানতে চাইল, আর ও ?

অত শুনে কী হবে ? ছেলেমানুষের অত শুনতে নেই।

বেলালের কেমন জেদ হলো। ঠিক করে কাপ নামিয়ে রেখে সে বলল, না, বলতেই হবে।

যাঃ, কিছু না। উঠে দাঁড়াল সাকিনা। সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে চেঁচিয়ে জানতে চাইল, কই, তুমি উঠেছ ? চা আনব ?

ওপর থেকে কাশেমের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন সাকিনা আবার এসে বসল, এবার বেলালের পাশে নয়, অন্য সোফায়। বলল, কাল কী ওয়াইন খাইয়েছ, আমরা দু'জনেই এমন ঘুম ঘুমোই নি। এখনো ও ঘুমোচ্ছে।

বেলাল উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে বলল, বাজার কিছু করবার থাকে, বলো। চাল, ডাল, মাংস, চা, পনির ? কিছু লাগবে ?

এত তাড়া কীসের ?

দরকার থাকলে বলো, বাজার করে দিয়ে আমাকে একটু বেরুতে হবে। কখন ফিরব, জানি না।

বোসো বোসো। এত ভোরে কেউ ঘুম থেকে ওঠে নি। জানো না বুঝি, লন্ডনে শনিবারের ভোর হয় বারোটায়।

আমাকে আর শেখাতে হবে না। তুমি এসেছ পাঁচ বছর, আমি এখানে আছি দশ বছর।

বেলাল বাথরুমে চলে গেল তৈরি হতে।

দাড়ি কামিয়ে, কাপড় পরে ফিরে এসে দেখে সাকিনা তেমনি ঠায় বসে আছে সোফার ওপর। বদল এইটুকু যে, এখন সে রেকর্ডে গান শুনছে। সাগর সেনের গলায়— 'পথিক পরাণ চল, চল সে পথে তুই, যে পথ দিয়ে গেল রে তোর বিকেলবেলার জুঁই।'

সকালবেলায় এই প্রথম নির্মলভাবে হেসে উঠতে পারল বেলাল। বলল, ব্যাপার কী ? ভোর সকালে বিকেলবেলার জুঁইকে নিয়ে পড়েছ ?

ঠোঁটের পরে আঙ্গুল তুলে নিঃশব্দে চুপ করতে বলল সাকিনা। তারপর গান শেষ হতে রেকর্ড তুলে রেখে রান্নাঘরে গেল সে। সেখানে তার নিজের আর বেলালের চায়ের কাপ দু'টো ধুতে ধুতে কুয়াশা গলায় বলল, আমার এদেশে থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না।

সাকিনার গলায় এমন একটা কিছু ছিল যা ভালো করে ধরতে পারল না বেলাল, কিন্তু তাকে খুব দুলিয়ে দিয়ে গেল। রান্নাঘরে খোলা দরোজার পাটে হাত রেখে সে দাঁড়াল। বলল, কারই বা থাকতে ইচ্ছে করে ?

তুমি দশ বছর আছো কেন ?

জানি না।

দেশে যেতে ইচ্ছে করে না তোমার ?

করে।

যাবে না ?

যাবো।

না, যাবে না। তোমরা কেউ যাবে না, কেউ যাবে না দেশে।

সাকিনার মুখে 'তোমরা' শব্দটা আলতো চমক রেখে গেল বেলালের মনে। ওর ভেতরে কি

BanglaBook.org

কাশেমও আছে ?

বেলাল বলল, বাজে কথা। দেশে সবাইকে যেতে হবে, একদিন না একদিন। তুমি যাবে, কাশেম যাবে, আমিও যাবো— যদিও স্বীকার করব এদেশে থাকতে কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গেছে, মনের মধ্যে কেমন একটা ভয় হয়ে গেছে দেশে গিয়ে বোধহয় সুবিধে করতে পারব না, অথচ কেন যে পড়ে আছি তারও কোনো মানে মোদ্দা নেই।

বোঝো তাহলে ?

বুঝি বৈকি।

সাকিনার কাপ ধোয়া হয়ে যায়। সে এখন দুধ গরম করতে থাকে। অন্যমনস্কভাবে ভেজা কাপড় দিয়ে রান্নাঘরের টেবিল মুছতে থাকে, যদিও তার কোনো দরকার বেলালের চোখে পড়ে না।

সাকিনা, আজ সকালে তুমি কিছু একটা ভাবছ।

মোটেই না।

কিছু একটা হয়েছে।

কী আবার হবে ?

নইলে এত সকালে তো তুমি ওঠো না। আমাকে জিজ্ঞেস করছিলে, ঘুম হয়েছিল কিনা। তোমার হয়েছিল তো ?

হ্যাঁ, হবে না কেন ?

তুমি কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে বড় বেশি প্রশ্ন করছ।

যাও, মেলা বোকো না। কোথায় যাচ্ছিলে যাও, বাজার আমিই করে নেব।

তা হচ্ছে না। বাজার করবার থাকলে আমার তো করবার কথা। এদেশে সবার কাজ ভাগ করা আছে। বাজার করে দিয়েই বেরুবো।

গরম দুধে কফি করে সাকিনা ওপরে নিয়ে গেল কাশেমের জন্যে। কাশেম সকালে কফি খায়, তাও গরম দুধে। অথচ এই কাশেম যখন বিয়ে করে নি, যখন গোড়ার দিকে সে আর বেলাল একসঙ্গে ছিল, তখন পানি গরম করবার কষ্টে সকালে চা পর্যন্ত খেতে ভীষণ গড়িমসি করত। বেলালকে রোজ বানিয়ে দিতে হতো। তারপর, কাশেম দেশ থেকে সাকিনাকে বিয়ে করে আনল। তখন তিন বছর দু'বন্ধু আলাদা ছিল। এরই ভেতরে একটা নবাব হয়েছে কাশেম।

হঠাৎ বেলালের মনে পড়ে যায়, কাশেম সাকিনাকে দিয়ে কী না করিয়ে নিচ্ছে। সাকিনা চাকরি করে, সে টাকায় সংসার চলে, কাশেম শুধু পড়াশোনা নিয়ে আছে, তাও পরীক্ষা দেয় না ঠিক সময়ে, দিলেও পাশ করে না। কাশেম নিজে গাড়ি চালাতে পারে না, অথচ বৌকে এদেশে এনেই ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি করে পাশ করিয়ে ছেড়েছে। এখন সে পাশে বসে থাকে আর সাকিনার দায়িত্ব তাকে বেড়িয়ে নিয়ে বেড়াবার। অফিস থেকে এসে রোজ রান্না করে সাকিনা, কাশেমের দায়িত্ব শুধু দয়া করে দুটি খাবার। আর রাতে— রাতেও সেই সাকিনা, তাকেই দিতে হচ্ছে তার শরীর, কাশেম শুধু নিচ্ছে।

ভীষণ রাগ হয়ে গেল বেলালের। কাশেমকে ধরে ঝাঁকাতে ইচ্ছে করে তার। পরমুহূর্তেই তার দৃষ্টি পড়ে নিজের অন্তঃস্থলের দিকে। সাকিনার জন্যে তার যে আকর্ষণ তা যদি কাম নয়, তাহলে তা করুণা ?

BanglaBook.org

সাকিনা হাসিমুখে নেমে আসে নিচে।

কফি দিয়ে এলাম, হাত ধরে টানলাম, উঠে এখন খাচ্ছেন।

সাকিনার গলায় এমন কিছু আছে যার উৎস ভালোবাসা থেকে। সে ভালোবাসার সমুখে বেলাল এখন বুঝে পায় না কী করবে। কাশেমকে ভালোবেসে সাকিনা যদি ক্রীতদাসীও হতে চায়, তাতেই বা বেলালের বলার কী আছে?

সাকিনা বলল, সত্যি সত্যি তুমি বেরিও না যেন। আমার সঙ্গে আগে বাজারে যাবে। তারপর যেখানে যেতে হয় যেও। বুঝেছ?

সাকিনা রান্নাঘরে গিয়ে দেখতে থাকে সংসারে কী আছে আর কী নেই। রান্নাঘরের ভেতরটা পর্যন্ত দেখা যায় বসবার ঘর থেকে। বেলাল বসবার ঘরে সোফায় এমন ভঙ্গিতে বসে যেন আধ মিনিটের জন্যে বসেছে মাত্র। কিন্তু সে জানে, সাকিনার ফর্দ তৈরি করতে লাগবে অন্তত পনেরো মিনিট।

বেলাল বলল, জানো সাকিনা, তখনকার ঐ কথার জের টেনে বলছি। শুনছো তো?

শুনছি। আমি হাতে কাজ করি আর কান দিয়ে শুনি। বলো।

প্রথম যখন এদেশে এসেছিলাম, সেই দশ বছর আগে, ব্যারিস্টারি পড়তে, তখন পুরনো এক বাঙালি, ব্যারিস্টারি পড়তে এসেছিল সেও, এখন সিভিল সার্ভিসে কাজ করে, এদেশে স্থায়ী বাসিন্দা, পড়া তার হয় নি, ঠিক আমার মতো, সে বলেছিল, বেলাল সাহেব, এই বিলেতের মাটিও বাংলাদেশের মাটির মতোই নরোম। কখন দেখবেন শেকড় বসে গেছে। আর ছাড়াতে পারছেন না। সেদিন বিশ্বাস করি নি। এখন দেখি তাই। বুঝলে সাকিনা, এখন দেখি, এ লোকটার কথাই ঠিক। দশ বছর হয়ে গেল, না পড়া শেষ করলাম, না দেশে ফিরে গেলাম, রয়ে গেলাম। কীসের জন্যে তা জানি না, আছি এইমাত্র। চাকরি করছি, পাউণ্ড পাচ্ছি, সপ্তাহের কাজের পাঁচটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না, শনি-রবি ছুটি, ছুটির দিন ঘরের দু'টো কাজ করে আর টেলিভিশনে সিনেমা দেখে কোথা দিয়ে কেটে যায় তাও বুঝি না, আবার দেখি সোমবার। আবার ঘানিকল। ভাবি, এও ভালো। যা বিদ্যে দেশে গিয়ে তো পাঁচশ টাকারও কাজ পাবো না। বন্ধুবান্ধব আমার চেয়ে অনেক ওপরে উঠে গেছে দেশে। এখানে তবু ভালো আছি। ধারে গাড়ি কিনে চালাচ্ছি, বছরের ছুটিতে ইয়োরোপ যাচ্ছি, ইংরেজ বান্ধবীদের সঙ্গে গায়ে হাত রেখে কথা বলার সুখ পাচ্ছি, কীভাবে আছি, কোথায় পড়ে আছি, দেশের কেউ জানছেও না, দেখছেও না। আসলে বিলেতে আসাটা আর থাকাটাই আমাদের দেশে বড় একটা কৃতিত্ব। সেটাই যখন হয়ে গেছে, আর চাই কী?—কই, তুমি কিছু বলছ না?

বেলালের এতক্ষণে খেয়াল হয় এক নাগাড়ে সে নিজেই কথা বলে চলেছে, যেন নিজের সঙ্গেই। সাকিনা, রান্নাঘরে টেবিলের ওপর উবু হয়ে ফর্দ লিখছে।

বেলাল উঠে এলো সাকিনার কাছে। বলল, আমাকে দিয়ে এতক্ষণ শুধু শুধু বকালে। শোনার ইচ্ছে নেই, বললেই হতো।

সাকিনা ফর্দের দিকে চোখ রেখে, আঙুলের কড়ে কী হিসেবে করতে করতে বলল, ওসব মন খারাপ-করা কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি তৈরি? আমিও। চলো বাজারে যাই।

সম্ভবত কপালে টিপ আঁকবার জন্যে সাকিনা ওপরের ঘরে ছুটলো। শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে টিপ পরতে সাকিনা খুব ভালোবাসে।

BanglaBook.org

৩

আজ বড় অবসন্ন মনে হচ্ছে কাশেমের। বড় দীর্ঘ মনে হচ্ছে এই শনিবার। এর আগে সাকিনা রাগ করলে দু'ঘণ্টা পরে সে নিজেই ভাব করে নিত। কিন্তু আজ সেই শেষরাত থেকে এখন অন্তত সাতটি ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, সাকিনা তার সঙ্গে কথা বলে নি। মাঝখানে একবার শুধু কফি দিয়ে ছোট্ট করে ডেকে গেছে। তারপর এইমাত্র বাজারে গেল, তাও না বলে, অথচ সাকিনা এক মিনিটের জন্যে বাইরে বেরুলেও সবসময় বলে বেরোয়। বরং এ নিয়ে কত ঠাট্টা যে তাকে করেছে, তবু অভ্যেসটা ছাড়ে নি। আর আজ ? দুমদাম করে ওপরে এসে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশুনি টিপ এঁকে, যেতে যেতে আয়নায় দূর থেকে আরেকবার নিজেকে চট করে দেখে নিয়ে, সাকিনা চলে গেল।

পাশে পড়ে আছে কফি। ছোঁয় নি। না, সে আজ বিছানা ছেড়েও উঠবে না। এইভাবে একটা জীবন সে শুয়ে থাকবে। কিচ্ছু করবে না। নিষ্ক্রিয়তার সাধনায় সে সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে, আর অন্য কিছুতে তার কৃতিত্ব নাইবা থাকল।

কেন তাকে সাকিনা বারবার মনে করিয়ে দেবে সে পরীক্ষায় ফেলের পর ফেল করে চলেছে ? সে কি বাচ্চা ছেলে ? তার ভবিষ্যৎ ভাবনা কি নেই ? যখন বিয়ে করে নি, তখন বলবার কেউ ছিল না, সেটাই ছিল ভালো। ভালো হয় সাকিনা যদি চলে যায়— যেমন সে এখন বাজারে গেছে বেলালের সঙ্গে, সেই যাওয়াটাই যদি শেষ যাওয়া হয়, ভালো হয়। বেঁচে যায় সে। নিজের ব্যর্থতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার কেউ আর থাকে না।

যাক, বেলালের সঙ্গেই বেরিয়ে যাক সাকিনা। এমন তো কতই যাচ্ছে লন্ডনে। এখানে বাঙালি ছেলের প্রেম দু'টো জায়গায়, এক বিদেশী মেয়ের সঙ্গে, আর পরিচিত কোনো স্বদেশবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে। আশ্চর্য, কথাটা বাবুল তাকে না বলা পর্যন্ত তার কোনোদিন চোখেই পড়ে নি যে লন্ডনে অবিবাহিত বাঙালি মেয়ে যথেষ্ট থাকলেও তাদের সঙ্গে বাঙালি ছেলের প্রেম হয় খুব কম।

বাবুলের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় নি। বিয়ে করে নি সে, বেশ আছে। এর মধ্যে একটা বাংলাদেশী রেস্তোরাঁও খুলেছে একজনের সঙ্গে ভাগে। ঝকঝকে সুট পরে, তকতকে বি-এম-ডব্লু গাড়ি চালায়, একেক ছুটিতে একেক শ্বেতাঙ্গিনীকে নিয়ে সমুদ্র তীরে বেড়িয়ে আসে। লেখাপড়া না করে বাবুলের মতো সে যদি ব্যবসাও করত, তাহলে সাকিনার কথা তাকে শুনতে হতো না। ব্যবসার কথা দু'একবার সে তুলেছেও সাকিনার কাছে, কিন্তু সে শুনতে একেবারেই নারাজ। 'ব্যবসার তুমি কী বোঝো ?' এই কথাটা সাকিনাকে কে বোঝাবে যে ব্যবসাটা মায়ের পেট থেকে শিখে কেউ বেরোয় না। দেশে চাকর বলে বাঙালির যত বদনামই থাক, বিদেশে কিন্তু বাঙালি, বিশেষ করে বাংলাদেশের বাঙালি, পশ্চিমবঙ্গের নয়, ওরা চাকুরি ভালোবাসে, বাংলাদেশের বাঙালিরা ব্যবসা করতে ওস্তাদ বলে নিজেদের প্রমাণ করেছে, অন্তত এই লন্ডনে।

BanglaBook.org

বাবুলকে ফোন করল কাশেম। ফোনটা তুলতে গিয়ে খানিক কফি চলকে পড়ে গেল কার্পেটে। সাকিনা এসে চোখ কালো করবে। তা করুক। সাকিনাকে ভয় করে না কাশেম। সাকিনার ঐ এক রোগ। ঘরদোর সারাক্ষণ পরিষ্কার করছে। তার সংসারে সবকিছু নিপাট নিভাঁজ। কাশেমের মুখে বিদ্রুপের হাসি ফুঠে ওঠে। সংসারের বড় আসবাব সে নিজেই, কিন্তু সবচেয়ে অগোছালো।

অনেকক্ষণ পর ফোনের ওপার থেকে গলা ভেসে এলো।

হ্যালো, বাবুল ? আমি কাশেম।

একমুহূর্ত চিনে উঠতে পারল না বাবুল। কোন কাশেম ? তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যায়, একসঙ্গে একইদিনে বিলেতে উড়ে এসেছিল তার সঙ্গে যে, এ সেই কাশেম।

কী খবর দোস্ত ? বাংলাদেশের কোনো খবর আছে নাকি ?

হকচকিয়ে যায় কাশেম। ইতঃস্তত গলায় জিজ্ঞেস করে, বাংলাদেশের খবর মানে ?

মানে, ক্যু, ইলেকশান, ইন্ডিয়া— নতুন কিছু শুনলি নাকি ? শালা বাঙালির কাছ থেকে ফোন এলেই বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে— এই রে, দেশে বুঝি কিছু হয়েছে।

হেসে ওঠে কাশেম।

না, না, সে-রকম কিছু হয় নি। অনেকদিন দেখি না, ভাবলাম, শনিবার দিন; একটু খবর নিই।

চলে আয় আমার রেস্তোরাঁয়। বৌকে নিয়ে আয়।

সে নেই।

নেই মানে ? ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে নাকি ?

না, বাজারে গেছে।

তাই বল। জবর ঘাবড়ে দিয়েছিলি, দোস্ত। তোর আবার সুন্দরী বৌ তো, গানটান গায়, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করে, ভাবলাম— যাক, বৌকে নিয়ে আয় যখন খুশি।

দেখি। চলে আসব আজ। অনেকদিন তোর সঙ্গে কথা হয় না। বেশ আছিস তুই। আমি শালা এখনো বই বগলে করে ইস্কুলে যাচ্ছি।

চলে আয়, চলে আয়।

টেলিফোন রেখে দিল কাশেম। বেশ আছে বাবুল। রেস্তোরাঁর নামটাও বেশ দিয়েছে। 'বুলোক কার্ট'—গরুর গাড়ি। জায়গাটাও ভালো, বেলসাইজ পার্ক। সুস্থির ধনী আর বেপরোয়া তরুণ-তরুণীদের পাড়া। জমজমাট হয়ে থাকে বাবুলের রেস্তোরাঁ। আজই সে যাবে একবার।

ভীষণ তেষ্টা পেল কফির। কাশেম নেমে এলো নিচে। অনাবশ্যক একবার উঁকি দিল বেলালের ঘরে। বেলালও বেশ আছে। ব্যারিস্টারি পড়ায় ইস্তফা দিয়ে এখন দিব্যি রেস রিলেশনস বোর্ডে চাকরি করছে। কাজের ভেতরে কিছু না— সারাদিন এখানকার বাঙালি পাড়ায় ঘুরে ঘুরে কোথায় কী অত্যাচার হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে, অবিচার হচ্ছে গায়ের রঙের জন্যে, তার খোঁজ করা আর রিপোর্ট লেখা। সে রিপোর্টে তো কচু হয়, মাঝখান থেকে টৈটে করে ঘুরে বেড়ানো হয় বেলালের, সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে টেলিভিশন দেখা, সাকিনার সঙ্গে গল্প করা— তখন কাশেমকে মনোযোগ দিয়ে ওপরের ঘরে বসে মোটা মোটা আইনের বই আর ল'রিপোর্ট পড়তে হয়, তারপর মদ খাওয়া, সাকিনার কাছে আবদার করে গান শোনা, শনিবার দিন তাকে নিয়ে বাজারে যাওয়া— বেলালও কিছু মন্দ নেই। সকলেই সুখে আছে, অসুখ কেবল তারই।

সাকিনার বানিয়ে যাওয়া কফি সে গলগল করে ঢেলে দেয় রান্নাঘরে সিংকের ভেতরে। ছোট্ট বৃত্ত তুলে সবটুকু পানীয় অদৃশ্য হয়ে যায় মুহূর্তে, তবু একটা আবছা বাদামি রঙ লেগে থাকে সিংকে ঠিক যেমন সাকিনার কথা মনে না করতে চাইলেও মনে পড়ছে তার।

রাতে কী একটা স্বপ্ন দেখছিল সাকিনা, স্বপ্নের ভেতরে অবিশ্রান্ত কিল মারছিল সে তাকে। তারপর, ভাল করে ঝাঁকুনি দিতেই জেগে উঠেছিল সাকিনা।

ও, তোমাকে মারছিলাম বুঝি, সোনা ?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, মারছিলে তো। এত কী খারাপ স্বপ্ন দ্যাখো ? অ্যাঁ ?

দেখব না ? দেখব তো। আরো দেখব।

দেখবে, দ্যাখো। আমার গায়ে হাত দিও না।

এত মেজাজ কেন, বাবু ?

ঘুমের মধ্যে মারলে কার মেজাজ ঠিক থাকে ?

একশোবার মারব।

কেন, পরীক্ষায় ফেল করি বলে ?

কেন ফেল করো ?

চেঁচিও না, নিচে বেলাল আছে।

শুনুক্ সে।

তাকে তো সব কথাই শোনাও।

কক্ষনো না।

ওর সঙ্গে হেসে অত কী কথা বলো রাতদিন ?

তোমার ছোট মন।

হ্যাঁ, আঁতে ঘা লাগলেই ছোট মন।

চুপ করো।

কেন চুপ করব ? এবার আমি চেঁচাব।

কাশেম কিন্তু চেঁচায় নি। পরীক্ষায় ফেল করবার কথাটা সে নিজেই তুলেছিল। আসলে, তার মনের মধ্যে ঘুরছিল যে সাকিনা যে-কোনো কথাতেই তার ব্যর্থতার কথাটা তুলে বসবে। সে সম্ভাবনা ঠেকাতে গিয়ে কথাটা নিজেই তুলে নিজে সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঝগড়া করেছিল।

কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে এসেছিল মন। একটু অনুতাপ যে না হয়েছিল তা নয়। পরীক্ষায় ফেলের কথা সাকিনা তুললেও কখনোই তা নিয়ে সে বেশিক্ষণ মন খারাপ করতে তাকে দেয় নি— এসে কাশেমের গা ঘেঁষে বসেছে, ছুতো করে গায়ে হাত দিয়েছে, আবার আবদার করে স্পষ্ট বলেছেও, আমাকে একটু আদর করো দিকি।

কফি বানিয়ে সোফায় বসলো কাশেম। আজ বাবুলের কাছে সে যাবে। এবং একা যাবে। আজই সে একটা কিছু ঠিক করবে। আর পড়া নয়, পড়া তাকে দিয়ে হবে না। আর দু'দিন এমনি চললে সাকিনা হয়ত বলে বসবে, আমি তোমাকে রোজগার করে খাওয়াচ্ছি।

অতীতের দিকে, নিজের বিয়ের দিনটির দিকে, ঢাকায় লেডিজ ক্লাবে বৌভাতের রঙিন সামিয়ানাটানা দিনটির দিকে বিমূঢ় বিতৃষ্ণার সঙ্গে তাকালো কাশেম।

আর কেউ না জানুক, সাকিনা এখনো টের না পাক, সে নিজে তো জানে, তার বিয়ে করবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল— বিলেতে বৌ এনে তাকে কাজে ঢুকিয়ে উপার্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া, সেই উপার্জনে ব্যারিস্টারি পাশ করবার চেষ্টা করা। সাকিনা একথা জানবার আগেই তাকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিয়ের পর সাকিনাকে এনে কাজে ঢোকাতেও কম ছলনার আশ্রয় তাকে নিতে হয় নি। এমনভাবে এগোতে হয়েছে যেন সাকিনা কিছুতেই সন্দেহ না করতে পারে। আর বুঝতে না

BanglaBook.org

পারে, নিজের পড়াশোনা নিয়ে ঢাকায় সাকিনার বাবা-মা'র কাছে সে মিছে কথা বলেছে। ব্যারিস্টারির একটা পরীক্ষাও সে পাশ করে নি, অথচ ঢাকায় বিয়ের আগে বলেছে, আর একটা পরীক্ষা দিলেই পাশ, তাতে লাগবে বড়জোর এক বছর। বিলেতে এসে প্রথম কয়েক মাস সাকিনা কেবলই জিগ্যেস করেছে, কবে তোমার পরীক্ষা ? কাশেম বলেছে, এইতো, সামনে। কিন্তু এমন করে তো বেশি দিন চলে না। একদিন তাই বাড়ি ফিরে ফাঁদতে হয়েছিল বিরাট এক কাহিনী।

শোনো সাকিনা, আমাদেরই কপাল খারাপ। আমাদেরই— কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিল কাশেম। আমাদেরই কপাল খারাপ, বুঝলে ? কোর্স আগাগোড়া হঠাৎ বদলে গেছে। আবার আমাকে গোড়া থেকে পড়তে হবে। মানে, একেবারে নতুন ছাত্রের মতো।

কাশেমের এখনো নিজেকে প্রশংসা করতে ইচ্ছে করে সেদিনের সেই অভিনয় নৈপুণ্যের জন্যে। মাথায় দু'হাত চেপে ধরে একটি ঘণ্টা সে ঠায় বসেছিল। সাকিনার হাজার অনুনয়, হাজার মিষ্টি কথা, সান্ত্বনা, কিছুতেই নিজেকে বিচলিত হতে দেয় নি সে। তারপর রাতে যখন সাকিনা তাকে আদরে আদরে ভরে দিয়েছে তখনই সে সিদ্ধান্ত করেছে, আর অভিনয় করবার দরকার নেই; সাকিনা মেনে নিয়েছে এই বিপর্যয়।

যতদিনই লাগুক, তুমি পড়ো। মন খারাপ কোরো না। তোমার মন খারাপ দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই।

সেদিন প্রাণ ভরে কাশেম তার শরীরের স্বাদ দিয়েছে সাকিনাকে। একটা মিথ্যে পার করবার পর নির্ভার শরীরে সে অনেকক্ষণ খেলা করেছে। এখনো সেই রাতটার কথা মনে আছে তার।

তারপর চাকরিতে ঢোকানো। ধার করে চলছিল কাশেমের। প্রধানত বাবুলের কাছ থেকে; কিন্তু ধার কোনো নিয়মিত পথ নয়। বিয়েই সে করেছে বিলেতবাস সহজ করবার জন্যে, পড়া করবার জন্যে, যাতে নিজেকে উপার্জনে নামাতে না হয়।

আমি বলি কী, আমি তো ক্লাশে চলে যাই। বাড়ি বসে একা একা নিশ্চয়ই তোমার খারাপ লাগে। সকলেই এখানে চাকরি করে। তুমিও একটা ধরে নাও না। পর মুহূর্তেই সে যোগ করেছিল, 'অবশ্যি, তাড়া দিচ্ছি নে, তোমার ইচ্ছে হলে করবে, না হলে না করবে।' বলতে বলতে সাকিনা একদিন কাজেও ঢুকে যায়, ন'টা পাঁচটা, কেমিস্টের দোকানে। সুগন্ধ বিক্রি করবার কাজ ছিল সেটা। এখন অবশ্য ভালো চাকরি করে সাকিনা, ইনকাম ট্যাক্স আপিসে, সরকারি চাকরি।

সাকিনার একটা গুণ, অনেক কিছুরই পূর্বাপর মিলিয়ে দেখে না; ফলে, কাশেমের অনেক ছলনাই তার চোখে ধরা পড়ে নি। সাকিনা মেনে নিয়েছে তার চাকরি করা, কাশেমের বসে বসে পড়া, পরীক্ষা দেয়া আর হয়ত ফেল করা; সাকিনা আজকাল মেনে নিয়েছে, আফিসে সে যাবে, ফিরে এসে রান্না করবে, স্বামীকে গাড়ি করে ঘুরিয়ে বেড়াবে।

কিন্তু কাশেমকে মাঝে মাঝে এক দুঃসহ গ্লানি এসে ঘুসি মেরে যায়। সাকিনা বুঝতে না পারুক, তাতে তার ছলনা তো আর ধোয়া তুলসি পাতা হয়ে যাচ্ছে না ? এইসব মুহূর্তে বড় অবসন্নবোধ করে কাশেম। যেমন আজ সকালে, যেমন আজ শেষ রাতে।

শেষ রাতে ঐ ঝগড়ার পর কাশেম নিজেই কাছে টেনে নিয়েছিল সাকিনাকে। পরপর কয়েকটা চুমো দিয়েছিল।

কিছু মনে কোরো না। খারাপ ব্যবহার করেছি।

তখন সাকিনাও তাকে আদর করেছিল অনেক। তখন সাকিনাকে জড়িয়ে ধরেছিল সে, তখন

BanglaBook.org

সে তার শরীরের ভেতরে যেতে চেয়েছিল সন্ধি শেষে উৎসবের মতো করে। সাড়া দিয়েছিল সাকিনা। সাকিনা তার শিশ্নে হাত রেখেছিল, যেন বাগানে একটা গোলাপ তোলার জন্যে সে হাত বাড়িয়েছে; পরখ করে দেখছে তোলার মতো কি-না, তুলবে কি তুলবে না। কাশেম ধীরে ধীরে ঠেলে ওপরে তুলে দিয়েছে সাকিনার অন্তর্বাস, স্তনের ওপর হাত রেখেছে, দু'আঙুলে অনেকক্ষণ ধরে বোঁটা নিয়ে পাক দিয়েছে; আর সারাক্ষণ সাকিনা তার শিশ্নকে মুঠোর ভেতরে থেকে থেকেই চেপে ধরেছে, যেন ছেড়ে দিলেই ডানা মেলে উড়ে যাবে এই পাখি তার কালো খড়ের বাসা থেকে। কিন্তু কিছুতেই তৈরি হতে রাজি হয় নি কাশেমের শরীর। বাঁ হাতে সে অনুভব করেছে সাকিনার কোমল সুড়ঙ্গ, সেখানে বাসনার জলের সিক্ততা। তার আঙুল ভিজে গিয়েছে, ভেজা আঙুল দিয়ে সে নিজেও চেষ্টা করেছে নিজেকে জাগিয়ে তোলার জন্যে। কিন্তু পারে নি। সাকিনার শরীরের ওপর লম্বা হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় সংহত করে, সে একবার, শেষবারের মতো জেগে উঠতে চেয়েছে, পাঠিয়ে দিতে চেয়েছে তার অস্তিত্বের প্রতিনিধিকে ঐ সুড়ঙ্গের ভেতরে। না, পারে নি। গ্লানি, গ্লানি। সেই ছলনার গ্লানি, মিথ্যার গ্লানি, ব্যর্থতার গ্লানি তাকে পৌরষত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে নির্মমভাবে। তাতেও কিছু হতো না; কিন্তু হলো। কারণ, কাশেম তখন নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্যে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় সাকিনাকে প্রায় খাট থেকে ফেলে দিয়ে চাপা গলায় হিসহিস করে উঠেছিল, আমার সঙ্গে ঝগড়া করে আমাকে তুমি পাবে না, এই যেমন এখন পেলে না।

হতভম্ব সাকিনা খাটের ওপর নিঃশব্দে উঠে বসেছিল। আর শুধু একটা কথাই বলেছিল, পাশ ফিরে চোখ বোজার আগে, তাও যদি পরীক্ষায় পাশ করতে পারতে।

৪

শনিবারের বাজার করা সোজা কথা নয়। সপ্তাহের এই দিনে লন্ডনের সবাই সাত দিনের বাজার করে রাখে। তাই সুপার মার্কেটগুলো সারাদিন গিজগিজ করে ভিড়ে, বিশেষ করে সকাল থেকে দুপুর আড়াইটে তিনটে অবধি। দোকানের ভেতরে মানুষের ভিড়ে হাঁটবার জো নেই। সারি সারি তাক। তাকের ওপর সাজানো সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস। মানুষেরা একের পর এক ছোঁ দিয়ে তুলছে আর ট্রলিতে ছুঁড়ে ফেলছে, এগিয়ে চলছে পরের তাকের দিকে। এক মুহূর্ত দাঁড়াবার সময় নেই।

সেফওয়ে সুপারমার্কেটে ঢুকেছিল বেলাল আর সাকিনা। বেলাল ঠেলছে ট্রলি, আর জিনিস তুলছে সাকিনা। এর ভেতরে আরেক বিপদ হয়েছে, দরকারি ফর্দটা রান্নাঘরের টেবিলের ওপরেই ফেলে এসেছে সাকিনা। তাই আবার ভেবে সব নিতে হচ্ছে, সময় লাগছে।

আজ ফর্দ ভুলে গেলে কী করে ?

মানুষের সব দিন কি সমান ?

রাতটা বোধহয় খুব ভালো গেছে তোমাদের ? বেলাল নিজের কণ্ঠে প্রবল ঈর্ষা চেপে বলে।

আবার ছেলে মানুষের কৌতূহল ? সাকিনা দুষ্টুমিভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল। তারপর, 'বাজার করো বাজার করো'— বলে সে মনোযোগ দিল পনিরের তাকের দিকে। বলো, এই রশুন দেয়া পনির তোমার পছন্দ ?

কাশেমের যা পছন্দ তাই-ই কেনো।

তা তো কিনবই। তুমিও তো বাড়িতে আছো।

BanglaBook.org

তা আছি, বাজারের তিনভাগের একভাগ পয়সা আমি দিচ্ছি। দিচ্ছি না ? বেলাল নিজেই বুঝতে পারে না কেন সে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে কথাটা মনে করিয়ে দিল। তার মনে হয়, এতে তার এক প্রকার উপশম হলো আত্মার ভেতরে কোথাও।

আমি তা ভেবে বলি নি। থাক, নিতে হবে না রশুন দেয়া পনির।

মানুষের ভিড়ে বারবার ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাচ্ছিল বেলালের সঙ্গে সাকিনার শরীর। প্রথমে কিছু মনে হয় নি বেলালের। যখন খেয়াল হলো তখন ঝিমঝিম করে উঠল তার ভেতরটা। কীসের এক অনিবার্যতায় দুলে উঠল মুহূর্তের জন্যে। তারপর নিজেকে সচেতনভাবে দূরে রাখতে চেষ্টা করল সাকিনার থেকে।

বাজার শেষ হলো দেড়টা নাগাদ। এই সারাক্ষণ বেলাল কিছুতেই ভুলতে পারছিল না গত রাতের কথা, চুপিচুপি সাকিনার ঘরে গিয়ে দাঁড়াবার কথা। তার চোখের সমুখে স্থির একটা ছবির মতো, বেয়াড়া একটা ভিকিরির মতো উপস্থিত হয়েছিল সাকিনার উলঙ্গ সেই উরু, কাশেমের পিঠের ওপর—মুখের চেয়ে অনেক বেশি ফর্সা সেই উরু।

কিন্তু কাম নয়, করুণা নয়। তাহলে কী নাম এই অনুভূতির ?

সাকিনা বলল, চলো গাড়িতে জিনিস তুলে চটপট বাড়ি যাই।

আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

বাড়ি গিয়ে করে দিচ্ছি।

এখানে কোথাও খেয়ে নিলে হয় না ?

সাকিনার সঙ্গে একা আরো কিছুক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করছে বেলালের। কেন এই ইচ্ছে, কী হবে তা পূরণ হলে, ভালো করে তার জানা নেই। আসলে, সে নিজেই বুঝে দেখতে চায়, কেন সাকিনা এভাবে তার সমস্ত অস্তিত্ব হঠাৎ আচ্ছন্ন করে আছে।

সাকিনা এক পলক ভাবল। তারপর বলল, কোথায় খাবে ? বেশি দেরি করব না কিন্তু। কাশেম না খেয়ে বসে থাকবে। ও আবার খিদে একেবারেই সহ্য করতে পারে না।

আমি না হয় ফোন করে দিচ্ছি।

না, না, আমি ফোন করছি।

পেল্লায় দু'বাক্স ভর্তি জিনিস কেনা হয়েছে সংসারের। সেগুলো টেনে টেনে বেলাল তুলতে লাগল গাড়ি-পার্কে গিয়ে সাকিনার গাড়িতে। দূরে পাবলিক টেলিফোনের বুথের ভেতরে সাকিনা, তার দিকে পেছন ফিরে টেলিফোন করছে।

টেলিফোনের স্টলে পয়সা রেখে সাকিনা বাড়ির নম্বর বাজালো। বেজেই চলল টেলিফোন। ওপার থেকে কেউ ধরল না। লাইন কেটে আবার সে ডায়াল করল। অনেক সময় এমন হয়। লাইন ঠিক মতো লাগতে চায় না। আবারো বেজে চলল, কিন্তু কেউ ধরল না।

ওকে পেলাম না।

টেলিফোন বুথের ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিল বেলাল।

আমি চেষ্টা করে দেখছি।

বুথের ভেতরে সাকিনার পাশে চাপাচাপি হয়ে দাঁড়াল বেলাল। সে নিজেও ডায়াল করে কোনো উত্তর পেল না। বলল, বোধহয় সিগারেট আনতে গেছে।

বড় উদ্বিগ্ন দেখাল সাকিনাকে।

BanglaBook.org

বেলাল বলল, তুমি বড্ড বেশি ভাবো কাশেমকে নিয়ে।

ওকে নিয়ে ভাববো না তো, কাকে নিয়ে ভাববো ?

তাও বটে।

চলো বাড়িতেই যাই।

কিচ্ছু হবে না, বাইরেই খেয়ে যাই। কাশেম না হয় ভাববে, বাজারে দেরি হচ্ছে। বোলো, খিদে পেয়েছিল, খেয়ে নিয়েছ।

এসে বসল ওরা রাস্তার ওপারে উইম্পির দোকানে। এখানে শুধু আলুভাজা আর বিফ বার্গার। বেলালের ইচ্ছে ছিল ভালো কোনো রেস্তোরাঁয় বসে, কিন্তু ধারে কাছে তেমন কোনো জায়গা নেই।

আধখালা খেয়েই সাকিনা বলল, আমি আবার দেখে আসি ও কী করছে।

এখানে কোথায় টেলিফোন ?

ঐ তো রাস্তার ওপারে, একটুখানি হাঁটতে হবে।

খেয়ে চলো এক সঙ্গে যাই।

না, তুমি বসো।

সাকিনা চলে গেল। বেলালের অবাক লাগে সাকিনার এই উৎকণ্ঠা দেখে; খানিক ঈর্ষাও হয়। একটা লোক সংসারের দাসত্ব করে হাসিমুখে, সে কি ঐটুকু উৎকণ্ঠার জন্যে ? বিবাহিত জীবনে ভালোবাসার প্রকাশ কি উদ্বেগ ?

বেলাল এখনো বিয়ে করে নি, করবে বলে এখনো সে ভাবে নি। আসলে, বিয়ের জন্যে কোনো প্রেরণাই সে এতকাল অনুভব করে নি। আজ যেন মনে হয়, সে সবার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, একা এবং ভীষণভাবে একা। আজ হঠাৎ তীব্র করে তার মনে হতে লাগল, এখন, এই সাধারণ এক উইম্পির দোকানে বসে, তার যদি বৌ থাকত, এমন কেউ থাকত যে তাকে ভালোবাসে আর যাকে সে ভালোবাসে।

সাকিনা ফিরে এলো।

সাকিনাকে একেবারে নতুন মনে হলো তার— যেন সে কারো স্ত্রী নয়, স্বতন্ত্র এবং সম্পর্কহীন একটা মানুষ হয়ে সাকিনা তার চোখে ধরা পড়ল।

সাকিনা বলল, পেলাম না।

কোথায় গেল ?

বাইরে গেছে। কিন্তু কোথায় ?

তুমি বড্ড বেশি ভাবছ। খাও দিকি। তুমি খাও, তারপর একটা আইসক্রিম খাবে। পছন্দ করো তো ?

সাকিনা নীরবে খাওয়া শেষ করল।

বেলাল বলল, কাশেমকে তুমি খুব ভালোবাসো, সাকিনা।

প্রশ্নের কিছুটা আভাস থাকলেও বেলালের কথাটা শোনালো একটা ঘোষণার মতো।

সাকিনা উত্তর দিল না।

বেলাল আবার বলল, খুব ভালোবাসো। ভালোবাসার কথা শুনেই এসেছি এতকাল, চোখে দেখি নি। তোমার ভেতরে দেখলাম।

BanglaBook.org

একটা কথা জিজ্ঞেস করি ?

করো। কী কথা ?

তোমার তো চোখে অনেক কিছু পড়ে, তুমি তো রাতদিন অন্যের সমস্যার সমাধান করে বেড়াও।

তার মানে ?

বাঃ, তুমি সোস্যাল ওয়ার্কার না ?

প্রশংসা না ঠাট্টা করছ, বুঝতে পারছি না। ভূমিকা ছেড়ে প্রশ্ন করো।

আচ্ছা, তোমার কী মনে হয়, আমি ওকে যতটা ভালোবাসি, ও-ও আমাকে ততটা বাসে ?

কাশেম ?

আর কে ? তোমার কী মনে হয় ? বলো না ?

বেলাল চুপ করে রইল খানিক। সে জানে, সাকিনা শুনতে চায়, কাশেমও তাকে একই মাত্রায় ভালোবাসে।

চুপ করে আছো কেন ? কাশেম তো তোমার পুরনো বন্ধু। এতদিনেও তাকে চেনো না ?

চিনি, কিন্তু তোমাদের দু'জনের ভেতরে যা আছে তার কতটা আমি জানি ?

আজ দু'বছর আছো তো আমাদের সঙ্গে। এটুকুও বলতে পারছ না, ও আমাকে ভালোবাসে কি-না ?

সত্যি, কী উত্তর হতে পারে বেলালের কিছুতেই মাথায় এলো না। অথচ, ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে সাকিনা। কাশেম সত্যিই ভালোবাসে সাকিনাকে, এ কথাটা বেলালের জানা থাকলেও এখন স্বীকার করতে তার কষ্ট হতো, ঈর্ষায় কণ্ঠ রুদ্ধ হতো তার।

বেলাল বলল, কেন প্রশ্ন করছ ?

যে জন্যেই করি, উত্তর থাকলে দাও।

প্রশ্নটা যখন তোমার মনে এসেছে, নিশ্চয়ই তার কোনো কারণ আছে। হয়ত, সে কারণটা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। হয়ত, অবচেতন মনে নিশ্চয়ই এমন কিছু হয়েছে যাতে তোমার মনে হয়েছে কাশেম তোমাকে ভালোবাসে না। বলো আমাকে, কী হয়েছে ?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে, ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছে সাকিনা বলল, না, উত্তর আমি চাই না। জানতে চাই না। এমনিই কথা বলার কিছু ছিল না, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। তুমি সিরিয়াসলি নিও না। আমি জানি ও আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। চলো, ওঠো।

আর একটু বোসো, সাকিনা।

দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বেলাল প্রায় সাকিনার হাতের ওপর হাত রেখে অনুনয় করে, আর একটু বোসো।

বাবা, সোয়া দু'টো বাজে।

আজ সকালে— বলে বেলাল খানিক চুপ করে রইল, তারপর আবার শুরু করল, আজ সকালে তুমি বলছিলে দেশের জন্যে তোমার মন খারাপ করছে।

তা বলি নি তো। বলেছিলাম, এদেশে আমার থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না।

ভীষণ রাগ হয় বেলালের, সাকিনার ওপর, এক মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু সে হেসে ফেলে।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, আমারই ভুল। এদেশে তোমার থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না। কেন ওকথা হঠাৎ বললে? কী ভাবছিলে? আজ সকালে তুমি ঘুম থেকেও অনেক আগে উঠেছো। কী হয়েছিল?

কিছু হয় নি তো।

নিশ্চয়ই কিছু হয়েছিল। আমি জানতে চাই।

দাবি নাকি?

কাশেম কি বলছিল এদেশ থেকে কোনোদিন সে যাবে না?

না, বলে নি।

ওর পরীক্ষা শেষ হতে কি খুব দেরি আছে?

না, এই অল্প ক'দিন।

তুমি মিছে কথা বলছ না তো?

কেন মিথ্যে বলব?

স্বামীকে ভালোবাসো, স্বামীর মুখরক্ষা করতে? কিন্তু আমি তো বাইরের কেউ নই।

তার মানে?

মানে, আমি তো তোমাদের ভালো ছাড়া খারাপ চাই নে, সাকিনা।

সেটা ভেবে দেখতে হবে।

তুমি আবার ঠাট্টা করছ, সাকিনা।

সাকিনার ঐ এক স্বভাব। আন্তরিক গলায় কেউ কোনো কথা বললে, তার সঙ্গে হেয়ালি করবার লোভ সামলাতে পারে না। সেই খেলা করাটা যে সত্যি নয়, বেলাল তা জানে, তবু এখন সাকিনার ও কথায় মনের ভেতরে দুঃখ তার শেকড় ছড়ায়।

বেলাল লক্ষ করল, সাকিনা এখন চেয়ারে নিজেকে শিথিল করে রাখল। বেলাল টের পেল, সাকিনার সেই যাবার তাড়া এখন আর নেই। একটু খুশি হলো সে। আবার সেই দুঃখ, সেই গত রাতের স্মৃতি এসে তার মনের ওপর চাদর ঢাকা দিল।

কই, কিছু বলছ না? সাকিনা জানতে চায়।

বাড়িতে তখন তোমাকে বলছিলাম, আমিও দেশে ফিরে যাবো, একদিন না একদিন। মিথ্যে বলছিলাম। কাশেমের কথা জানি না, তোমার কথা জানি না, আমি কোনোদিন আর ফিরে যাবো না।

বেলাল অবাক হলো সাকিনার মুখে হঠাৎ উদ্বেগের ছাপ দেখে। ঠিক একই মাত্রার উদ্বেগ সে লক্ষ করেছে কাশেমের জন্যেও। তাহলে ঐ যে উদ্বেগ, ওটা কি ভালোবাসার—কাশেমের জন্যে, স্বামীর জন্যে, ভালোবাসার অনন্য প্রকাশ নয়! সকলের জন্যেই সাকিনা অমন উদ্বিগ্ন হতে পারে?

আবার তুমি চুপ করে গেলে। উদ্বেগের বদলে সাকিনার মুখে এখন প্রশ্রয়ের আলো।

না, কই, চুপ করি নি। ভাবছি, হ্যাঁ, সত্যি কথাই তোমাকে বলেছি, আমার আর দেশে ফেরার ইচ্ছে নেই। আমার কী মনে হয় জানো, সাকিনা? মনে হয়, আমার মৃত্যু হয়ে গেছে। এদেশে কত আশা করে এসেছিলাম। ব্যারিস্টারি পড়ব, দেশে গিয়ে প্র্যাকটিস করব, রাজনীতি করব, বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, বৌ হবে। কয়েকবার ফেল করবার পর, বাবা টাকা পাঠানো বন্ধ করলেন। তখন খুব রাগ হয়েছিল তাঁর ওপর। এখন বুঝি। কত কষ্ট করে বাবাকে টাকা

BanglaBook.org

পাঠাতে হতো।

থাক না। ওসব কথা থাক। চলো, বাড়ি যাই। নাকি, কাশেমকে আরেকটা ফোন করব?

করো। আমি আর কিছুক্ষণ বসতে চাই। আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।

তোমাদের আজ কী হলো বলো তো?

লঘু গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করে সাকিনা গেল ফোন করতে।

বাবা টাকা পাঠানো বন্ধ করবার পর বেলাল ভেবেছিল কিছুদিন চাকরি করে টাকা জমিয়ে তারপর জমানো টাকায় পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে বাবাকে তাক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু চাকরি করতে গিয়ে সময়ের এত অপচয় হলো, টাকা এত কম জমলো, মন এতটাই মরে গেল যে, পড়াশোনায় আর ফিরে যাওয়া হলো না। কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গেল সেই জীবনে। মাস গেলে টাকা। সপ্তাহান্তে ছুটি। দিনের শেষে কাজ থেকে ফিরে পাবে বসে সুরাপান, রাতে টেলিভিশন দেখা। মাঝে মাঝে লন্ডনের বাঙালি রাজনীতি করা— মানে, আড়াইজন নিয়ে সভা করা, দেশের সরকারের সমালোচনা করা এবং খুব একটা ভালো কাজ করা গেল— এই তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে মাংসের কারি রান্না করে বন্ধুদের সঙ্গে খাওয়া। মাঝে মাঝে এক পশলা বৃষ্টির মতো শ্বেতাঙ্গিনী বান্ধবী কারো সঙ্গে কয়েকটা মাস মেতে থাকা।

সাকিনা ফিরে এলো। তার মুখের দিকে প্রশ্ন নিয়ে, উদ্বেগের ছোঁয়া নিয়ে তাকাল বেলাল।

না, বাসায় নেই। কোথাও গেছে।

তোমার জন্যে আইসক্রিমটা এবার বলি।

তুমি খাবে না?

আমি চা খাবো।

চা এলো, আইসক্রিম এলো, কিন্তু আর কোনো কথা হলো না। বেলালেরও মনে কেমন এক ভাবনা হতে শুরু করল, কাশেমটা গেল কোথায়? এ রকম না বলে তো সে কখনো বাইরে যায় না। নাকি, সত্যি সত্যি রাতে দু'জনের ভেতরে কিছু হয়েছে? কী হতে পারে? সেটা জানবার জন্যে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ব্যাকুল হয়ে থাকে বেলাল। কিন্তু সাকিনা কোনো ইঙ্গিত দেয় না।

তোমার না কোথায় যাবার কথা ছিল? সাকিনা হঠাৎ জানতে চাইল।

কোথায়?

বারে, সকালেই তো বললে, বাজার করেই কোথায় নাকি বেরুবে। তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

বেলাল আসলে আজ দূরে থাকতে চেয়েছিল, সাকিনার থেকে। দূরে থেকে সে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখতে চেয়েছিল। তার চেয়ে এখন অনেক বেশি কাম্য মনে হলো সাকিনার সঙ্গ, বিশেষ করে, অপ্রত্যাশিতভাবে কাশেম যখন বাসায় নেই।

বেলাল বলল, হ্যাঁ, যাবার কথা আছে। একটু দেরি হলেও ক্ষতি হবে না। চলো, বাড়িতে ফিরে যাই।

আমার কিন্তু আর একটু বসতে ইচ্ছে করছে।

বসো।

তুমি ঐ কথাটা কিন্তু শেষ করলে না।

BanglaBook.org

কোন কথা ?

ঐ যে তুমি আর দেশে ফিরে যাবে না। কেন যাবে না ? এখানে কী আছে যে তুমি থাকবে ? কিছুই নেই। এখন পর্যন্ত কিছু নেই। এখানে যে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকি, সে মাটিও আমার নয়। পথে কোনো গোলমাল হলে উঁকি দিয়ে দেখি না, কারণ, আমার তা কিছু নয়। কাগজে এদের কোনো সমস্যার কথা পড়লে আমার আঁতে ঘা লাগে না, কারণ তা আমার সমস্যা নয়। রাত দুপুরে পথের মোড়ে গুণ্ডার ভয় করে দৌড় দিই, দেশ হলে দিতাম না, গুণ্ডার সঙ্গে লড়তাম, লড়ি না, কারণ এখানকার পথের মোড় আর রাত দুপুর আমার নয়। কিছুই আমার নয় এখানে, তবু আমি এখানে থাকব, কারণ আমার যৌবনের স্মৃতি দেশে নেই। যেখানে যৌবনের স্মৃতি নেই সেখানে গিয়ে বাস করা যায় না। এখানে সমস্ত কিছুর দূরত্বের ভেতরেই আমার স্মৃতি। এই এক ধরনের আকর্ষণ, এক ধরনের জীবন। চলো, বাসায় যাই।

৫

'দিনটা কী সুন্দর!' পথে বেরিয়েই মনে হলো কাশেমের। দেশে থাকতে দিনের দিকে চোখ দেবার অভ্যেস ছিল না, দরকারও হতো না। বিলেতে মেঘ, কুয়াশা, শীত আর বরফের ভেতরে একেকটা দিন যখন উজ্জ্বল রোদ আর উষ্ণতা নিয়ে আসে তখন বিশেষভাবে সেটা চোখে পড়ে।

আগস্ট এদেশে সোনালি মাস। প্রায় রোজই থাকে রোদ্দুর, অনেকক্ষণ ধরে। বাড়ির বাইরে না বেরুনো পর্যন্ত কাশেমের চোখে পড়ে নি আকাশের এই নির্মলতা, এই নীল। দরোজার বাইরে পা রাখতেই মনটা তার প্রসন্ন হয়ে উঠল। গতরাতে সাকিনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি, তারপরে শরীরের সেই ব্যর্থতার গ্লানি তার কেটে গেল এক নিমেষে। শিস দিতে ইচ্ছে করল তার। মনে হলো সে আছে ঠিক সেই আগের মতো, যখন বিয়ে হয় নি, যখন সে একা থাকত ছোট্ট একটা ঘরে, রাতদিন আড্ডা দিয়ে বেড়াতো।

একবার মনে হয়েছিল, সাকিনার জন্যে একটা চিরকুট রেখে যায়— তার ফিরতে দেরি হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাখে নি। সাকিনা বুঝুক, তারও নিজের একটা অস্তিত্ব আছে, জগৎ আছে, মায়ের পেট থেকে পড়েই সে সাকিনাকে বিয়ে করে নি, বিয়ের এই পাঁচ বছর আগে তার সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা অস্তিত্ব ছিল, ছিল অভিজ্ঞতার উৎস এবং নিজের কিছু সিদ্ধান্ত।

এমন চমৎকার একটা দিনে ট্রেনে চড়তে ইচ্ছে হলো না তার। টিউব ট্রেন মাটির তলা দিয়ে ছুটে চলে, দু'দিকে শুধু চাপা সুড়ঙ্গের অন্ধকার, ঝুল ঢাকা দেয়াল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। টিউব স্টেশনগুলো মনে হয় বুদবুদ— বিরাট একেকটা বুদবুদ। মাটির তলা দিয়ে ছুটে এসে ভুস করে সেই বুদবুদ ঠেলে শহরে উঠে পড়া। তার চেয়ে বাস অনেক ভালো। এই সুন্দর দিনে খুশি-খুশি শহরটাকে দেখে দেখে যাওয়া যাবে গন্তব্যে।

কাশেমের পাড়া থেকে বাবুলের সেই বেলসাইজ পার্কে যেতে হলে দু'বার বাস বদল করতে হয়। তা হোক, বাসেই সে যাবে। উঠে পড়ল সে বাসে। টুটিং বেক থেকে চ্যানসারি লেন পর্যন্ত যাবে এই বাস ধরে, তারপর সেখান থেকে সে নেবে হ্যাম্পস্টেডের বাস। নেমে খানিকটা হেঁটে গেলেই বাবুলের 'বুলোক কাট' রেস্তোরাঁ।

টুটিং বেক লন্ডনের দক্ষিণে একটা এলাকা। এখানে বাইরে থেকে আসা মানুষের বসতি বেশ। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফ্রিকার লোক এখানে পথের দিকে তাকালে

BanglaBook.org

ঘনঘন চোখে পড়ে। একেক সময় ভিড় দেখে মনেই হয় না লন্ডন— শ্বেতাঙ্গদের দেশ। বরং মনে হয় শ্বেতাঙ্গরাই এখানে বহিরাগত।

দোতলা বাসের ওপর তলায় বসলো কাশেম। ওপর তলায় সিগারেট খাবার অনুমতি আছে, নিচ তলায় নেই, আর কাশেমের এখন ভীষণ সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে, একের পর এক। আজ সত্যি সত্যি তার মনে হচ্ছে, সম্ভবত এই রোদ্দুর দেখে, সাকিনাকে না বলে বেরুতে পারবার উপেক্ষা-তীব্র মেজাজে, যে, সে আবার ফিরে গেছে লন্ডনে তার প্রথম দিনগুলোর ভেতরে।

হঠাৎ বাসের ভেতরে, পেছন দিকে কী একটা গোলমালের আভাস পাওয়া গেল। ভালো করে কিছু বোঝা গেল না। কনডাকটর হঠাৎ থামিয়ে দিল বাস, আর কিছু লোক দুদ্দাড় করে নেমে পড়ল। দ্রুত উঠে দাঁড়াল কাশেম। বিলেতে আসবার সপ্তাহেই পুরনো এক ছাত্রের কাছ থেকে উপদেশ পেয়েছিল, এদেশে কোনো হাঙ্গামা দেখলেই কেটে পড়বে, কারণ তুমি যত নির্দোষই হও পুলিশ এসে তোমার গায়ের রঙ ময়লা দেখে তোমাকেই প্রথম পাকড়াও করবে।

কিন্তু দোতলা থেকে নামতে গিয়ে কাশেম প্রচণ্ড একটা ঘুষি খেল শ্বেতাঙ্গ এক তরুণের হাতে। ভাগ্যিস ঘুসিটা তার মুখে লাগে নি, যদিও সেটাই ছিল লক্ষ্য, ঘুসিটা লেগেছে কাঁধে। দেশে হলে পাল্টা রুখে দাঁড়াত সে, বিলেতে সে আরো দ্রুত নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে, মাথা নিচু করে দাঁড়াল একেবারে রাস্তায়, তারপর সেখানেও না দাঁড়িয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল বহুদূরে দূর থেকে পেছন ফিরে দেখল বাসটা তখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর বাসের পাশে একদল ইংরেজ তরুণ মারমুখো জটলা করে আছে।

আর দেখে কাজ নেই। সোজা হাঁটতে শুরু করল কাশেম।

এরকম হরহামেশাই আজকাল লন্ডনে হচ্ছে। শুক্রবার রাত থেকে শুরু হয় সাধারণত। শ্বেতাঙ্গদের হামলা চলে, কটুকাটব্য চলে, মারধোর ছিনতাই হয়— লক্ষ্য অশ্বেতাঙ্গ বহিরাগত। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের লোকের ওপরই পথেঘাটে অত্যাচারের মাত্রাটা বেশি। ইংরেজ ছোকরারা আবার আফ্রিকানদের ঘাঁটাতে সাহস পায় না বড় বেশি। সম্ভবত ওদের পেটানো লোহার মতো শরীর দেখে।

এক সময় যখন আফ্রিকানদের ওপর দল বেঁধে ইংরেজরা হামলা করেছিল, তখন দাঁত বের করে হেসেছিল ভারতীয় উপমহাদেশের লোকেরা। ভেবেছিল, আমাদের কী?— ও ইংরেজ আর আফ্রিকানদের ব্যাপার। তারপর যখন ভারতীয়দের ওপর হামলা শুরু হলো, তখন দূরে সরে থেকেছে আফ্রিকানরা। এখন তোমাদের ওপর ঠেলা তোমরাই সামলাও।

আজও লক্ষ করে দেখল কাশেম, বাসের ভেতরে কয়েকজন আফ্রিকান ছিল, তারা চোখ তুলেও দেখে নি। বাস থেকে দৌড়ে নামবার সময় কাশেমের শুধু চোখে পড়েছিল ভারতীয় চেহারার একটি লোক ইংরেজ তরুণদের ঘুসি সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। আর কুঁই কুঁই করে আওয়াজ করছে। আফ্রিকানরা চোখ না তোলার জন্যে, প্রতিবাদ না করবার জন্যে এতটুকু খারাপ লাগল না কাশেমের। এদের চুপ করে থাকাটা বোধগম্য, কিন্তু ইংরেজ যাত্রীরা চুপ করে থাকে মানবতার কোন যুক্তিতে? বাসে, ট্রেনে বা পথে মারামারি দেখলে, কালোর ওপর হামলা দেখলে ইংরেজ আরো নিবিষ্ট হয়ে যায় নিজের কাজে, খবরের কাগজের পাতায়, বন্ধুর সঙ্গে গল্পে। ট্রেনে একবার কাশেমের ওপর, সে অনেকদিন আগে, হামলা করেছিল শুক্রবারের এক সন্ধেবেলায় পাঁচজন শ্বেতাঙ্গ তরুণ আর চারজন তরুণী একসঙ্গে। গাড়ি ভর্তি ছিল লোক, সবাই শ্বেতাঙ্গ। এক তরুণ এসে কাশেমের পায়ের ওপর বুট চেপে দাঁড়িয়েছিল,

BanglaBook.org

আরেক তরুণ চেষ্টা করছিল তার গায়ে জ্বলন্ত সিগারেট নেভাতে, আরো একজন সেই ফাঁকে টানাটানি করছিল কাশেমের হাতব্যাগ কেড়ে নেবার জন্যে। আর অনবরত তাদের চার সঙ্গিনী খিলখিল করে হাসছিল। বাকি দু'জন তরুণ চোখ রাখছিল কেউ এগিয়ে এলে তার মোকাবিলা করবে বলে। কিন্তু গাড়ি ভর্তি এতগুলো লোক, অন্তত পঞ্চাশজন হবে, কেউ এগিয়ে আসে নি, এমনকি চোখ তুলে একবার কেউ দেখেও নি, ব্যাপারটা কী। কাশেম তাদের আক্রমণ ঠেকাবার চেষ্টা করে নি। জানে, করে লাভ নেই, বরং উল্টা আরো মার খেতে হবে। সে যথাসম্ভব নিরীহ মুখ করে, অপ্রস্তুত একটা হাসি ফুটিয়ে সহ্য করে গেছে হামলা, আর সারাক্ষণ ভেবেছে কী করে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এদিকে, তরুণদের একজন আবার চেষ্টা করছিল তরুণী একজনকে তার গায়ে ঠেলে ফেলে দেবার জন্যে। কাশেম বুঝতে পেরেছিল, একবার কোনো মেয়ে তার গায়ের ওপর পড়লেই চাকু বেরুবে। তরুণরা চেঁচিয়ে উঠবে যে, সে তাদের মেয়েকে অপমান করতে চেয়েছিল। গায়ে হাত দিতে চেয়েছিল। শেষ অবধি, বুদ্ধির জোরেই সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল কাশেম। গাড়ি একটা স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছিল। আপনা থেকে খুলে গিয়েছিল ইলেকট্রিকের দরোজা। সে দরোজা আবার বন্ধ হবার মুহূর্তে দৌড় দিয়ে নেমে পড়েছিল প্লাটফর্মে, যদিও সেটা তার স্টেশন ছিল না। বোকা হয়ে তরুণেরা তাকে গালাগাল দিয়েছিল, কিন্তু বন্ধ জানালার কাচের ভেতরে দিয়ে, ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে সে তিরস্কার তার কানে পৌঁছোয় নি।

কাশেম আর বাস নিল না। কাছেই ছিল টিউব ট্রেনের স্টেশন। ঢুকে পড়ল বেলসাইজ পার্কের টিকিট কিনে।

আজকাল এইসব হাঙ্গামার জন্যে লন্ডনে সে আরো অস্থির বোধ করে। সেই ছেলেটার কথা মনে পড়ে। মাহমুদ। পনেরো বছর এদেশে থাকবার পর যখন মনে হয়েছিল সে আর কোনোদিনই যাবে না, বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছিল। তার যাবার কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল কাশেম।

চলে যাচ্ছেন তাহলে?

যাবো না কেন? এখানে থেকে ইংরেজদের মার খাবার বদলে দেশের গুণ্ডার হাতে মার খাওয়া অনেক ভালো। অন্তত দাঁড়িয়ে কেউ দুটো কথা বলবে। তারপর পরম এক বিশ্ব নিন্দুকের মত মাহমুদ বলেছিল, লন্ডনে শাদার হাতে মার খাবার ভয়ে সন্ধের পর বেরোই না, অচেনা পাড়ায় পা বাড়াই না, আর ঢাকায় কারফিউ বলে বেরুতে পারব না রাত বারোটার পরে— তফাতটা কোথায় শুনি? এখানে মার খাবো নিতান্ত গুণ্ডার হাতে, ঢাকায় মার খেলে খাবো পলিটিক্যাল গুণ্ডার হাতে। সেটা বরং অনেক সম্মানের।

কাশেমের জানতে ইচ্ছে করে, মাহমুদ এখন কেমন আছে, দেশে কী করছে, সে কি জীবনের সেরা পনেরোটা বছর, যে-বছরগুলোতে মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে, সেই বছরগুলো লন্ডনে কাটিয়ে দেবার পর ঢাকায় পারছে নিজেকে মানিয়ে নিতে?

কাশেম কি পারবে, দেশে ফিরে গেলে আগের মতো আবার জীবনযাপন করতে? কোনো অসুবিধে হবে না? একা লাগবে না? নিজেকে বাইরের এবং আলাদা বলে মনে হবে না?

অবশ্য, মাহমুদের কথা আলাদা। সে এখানে কস্ট অ্যাকাউনটেন্সি পাশ করে দিব্যি কাজ করছিল। দেশেও নিশ্চয়ই কাজ করছে। বরং দেশে তার সম্মান আরো বেশি। এখানে হাজার জনের ভেতরে একজন, এখানে সে নিম্ন মধ্যবিত্ত; ঢাকায় সে দশজনের একজন, উচ্চ মধ্যবিত্ত।

BanglaBook.org

ভালোই করেছে মাহমুদ দেশে ফিরে গিয়ে। কাশেম যদি পাশটাও করতে পারত। না, পরীক্ষায় পাশ তাকে দিয়ে হবে না। বিয়ে করেই আরো ভুল হয়ে গেছে। যা ভেবেছিল, আদৌ তা হয় নি, অথচ তার মতো আরো অনেকে বিয়ে করে, লন্ডনে বৌয়ের রোজগারে পড়াশোনা সাঙ্গ করে দিব্যি দেশে ফিরে গেছে। যদিও তাদের খবর আর পায় নি— ভালো আছে তারা নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, ব্যবসা করবে সে। পড়ার ব্যর্থতা সে ঢেকে দেবে উপার্জনের প্রাচুর্য দিয়ে। সাকিনাকে সে দেখিয়ে দেবে ইচ্ছে করলে কী-না পারে সে। সাকিনাকে বড় বাড়ি কিনে দেবে সে, কিনে দেবে রান্নাঘরের আধুনিক সাজসরঞ্জাম— যার জন্যে এদেশে এসে বাঙালি মেয়েমাত্র পাগল, কিনে দেবে হিলসের ফার্নিচার, বাজার করতে গিয়ে যাবে রাণী যেখানে বাজার করতে যান সেই হ্যারডসে। তখন যেন সাকিনা আসে তার ব্যর্থতা নিয়ে বিদ্রূপ করতে।

এতক্ষণে বাজার করে বাড়ি ফিরেছে সাকিনা ? না, তার সঙ্গে কথা বলবে না। শুধু খবরটা নেবে। পাবলিক টেলিফোন থেকে ফোন করলে আগে ডায়াল করতে হয়, ওদিকে কেউ ধরলে হয়ত হ্যালোটুকু শোনা যায়, তারপরই পিপ-পিপ করে দ্রুত একটা টোন আসতে থাকে তখন স্লটে পয়সা ঢোকালে লাইন পরিষ্কার হয়ে যায়, কথা বলা যায়। বাড়িতে কেউ আছে কিনা জানবার জন্যে ঐ হ্যালোটুকু শোনাই যথেষ্ট। পয়সা আর না ঢোকালেই হলো। লাইন কেটে যাবে। বাড়িতে কেউ বুঝতে পারবে না কে ফোন করেছিল। প্রথম জীবনে লন্ডনে এরকম ফোন সে কত করেছে কেউ বাড়িতে আছে কি-না জানবার জন্যে। তারপর পয়সা খরচ না করে সোজা হাজির হয়েছে বাড়িতে আড্ডা দেবার জন্যে। অনেকে আবার শ্বেতাঙ্গিনী বালিকা-বন্ধু শনিবার রাতে বাড়ি আছে না আর কারো সঙ্গে বাইরে গেছে জানবার জন্যে ঐ রকম চুটকি ফোন করেছে নিজের জানান না দিয়ে। বান্ধবী বলতে যা বোঝায় ঠিক সেই অর্থে কাশেমের কোনো সহচরী ছিল না, দু'একবার চেষ্টা করেছিল ঘনিষ্ঠ হতে, পারে নি। বাঙালি বন্ধু যারা প্রেম করেছে এদেশের মেয়েদের সঙ্গে, লক্ষ করে দেখেছে তারা কী ঈর্ষায় ভোগে। বিশেষ করে এই জন্যে যে, এখানকার মেয়েরা বিয়ের কথা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত একাধিকের সঙ্গে বাইরে বেরুতে দ্বিধা করে না। সকলেরই পরিচয় তারা দেয় একইভাবে, 'মাই বয় ফ্রেন্ড।' ইংরেজ ছেলেরা কী করে তা সহ্য করে, আদৌ করে কি-না, কে জানে। বাঙালি কাউকে সহজভাবে এই ব্যাপারটাকে নিতে সে দেখে নি।

না, পারবে না সে সাকিনাকে ছেড়ে থাকতে। সকালে রাগের মাথায় মনে হয়েছিল একবার, যে সাকিনা বেরিয়ে যাক বেলালের সঙ্গে। এখন তা ভেবে সীমাহীন গ্লানি হলো তার। তার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে অমন ভেবেছিল ?

এখন ফোন পেলে সে কথা বলবে সাকিনার সঙ্গে।

বেলসাইজ পার্কে নেমে স্টেশনের টেলিফোন বুথে ঢুকলো। অনেকক্ষণ ধরে বেজে চলল তার বাড়ির নম্বর। কেউ ধরল না। হাতঘড়িতে দেখল, একটা দশ। স্টেশনের ঘড়িতে দেখল, একটা এগারো। এখনো তাহলে বাজার করে ফেরে নি। একটু ইতস্তত করল কাশেম। একবার মনে হলো খুব কাছে হলে এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যেত। কিন্তু টুটিং বেক এখান থেকে ঝাড়া সোয়া ঘণ্টার পথ ট্রেনে গেলে।

বৌ আনিস নি ? বাবুল তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল। নাকি সুন্দরী বৌ বলে বার করতে চাস না ?

না, তা কেন ?

BanglaBook.org

থতমত খেয়ে গেলে কাশেম কখনোই তা লুকোতে পারে না, এটা সে নিজেই ভালো করে জানে। তাই তার রাগ হয় নিজের ওপর এইসব মুহূর্তে, যেমন এখন হলো। আর সে রাগটা লাফিয়ে গিয়ে কল্পনায় সাকিনার ওপর পড়ল। সাকিনা বড্ড বেশি সবার সঙ্গে হেসে গড়িয়ে কথা বলে। লোকে যে সাকিনাকে সুন্দরী বলে, সেটা নির্দোষ বর্ণনা নাও হতে পারে, তার সঙ্গে অশ্লীল কল্পনার একটা মিশেল থাকতে পারে— আর তার জন্যে কি সাকিনা নিজেই দায়ী নয় ?— তার খোলামেলা ব্যবহার ? সাকিনা কি না জেনেই এমন করে ? না, তারও অবচেতন একটা আকাঙ্ক্ষা সবাইকে সে মাতিয়ে ধরা না দিয়ে মজা দেখবে ?

বাবুল কি ভাবছে, তার সুন্দরী বৌ একা বাড়িতে আর কারো সঙ্গে গা মিশিয়ে দিয়ে মজা করছে ? বাবুল তো জানে, বেলাল থাকে তার বাড়িতে।

কাশেম মিছে করে বলল, সাকিনা বাংলাদেশ সেন্টারে গেছে।

সেখানে আবার কী ?

বাঃ, জানিস না, সেখানে বাচ্চাদের বাংলা শেখাবার ক্লাস হয়, এদেশে যাদের জন্ম, এদেশে এসে যে বাচ্চারা বাংলা ভুলে গেছে সাকিনা তাদের সেখানে বাংলা পড়ায়। সোস্যাল ওয়ার্ক আর কী ?

তার চেয়ে নিজে বাচ্চা বানিয়ে তাকে বাংলা শেখানো ভালো নয় ? হা হা করে হেসে ওঠে বাবুল।

না, নিজের বাচ্চা এখনো নারে। আগে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েনি। তুই তো দেখছি খুব ব্যস্ত এখন। অনেক খদ্দের। পরে না হয় আসব।

বোস, বোস, কোথায় আবার যাবি ? আড়াইটের সময় শেষ অর্ডার। তিনটের সময় বন্ধ। তারপর আবার খুলছে ছ'টার সময়। মাঝখানে বসে গল্প করা যাবে। খেয়েছিস কিছু ?

না। তোর এখানে খাবো বলেই ভাবছিলাম।

তাহলে আর যাবো-যাবো করছিস কেন ? সন্ধেবেলায় ফাঁকা থাকিস যদি, আমার সঙ্গে চল। ঘরে আজ পার্টি দিচ্ছি। দু'একটা খালি মেয়ে আসছে, লাগিয়ে দিতে পারি; যদি স্বাদ বদল করবার ইচ্ছে থাকে। আবার হা হা করে হাসল বাবুল।

উপার্জনে নিশ্চিত আর স্বচ্ছল হলেই লোকে বুঝি এ রকম করে হাসতে পারে। বাবুলের এই হাসবার ক্ষমতাটিকেও এখন ভীষণ ঈর্ষা করতে থাকে কাশেম। নিজেকে তার পাশে বড় সঙ্কুচিত, অপ্রতিভ মনে হয়। সবদিক থেকে সে-ই শুধু হেরে গেছে। এমনকি সুন্দরী বৌ হওয়াটাও তার কাছে আর কৃতিত্বের কিছু নয়।

অথচ বিয়ে করে প্রথম যখন সাকিনাকে নিয়ে এসেছিল লন্ডনে, যখন সবার তাক লেগে গিয়েছিল, এমন সুন্দরী সুগায়িকা বৌ দেখে, তখন কি প্রত্যাশীলই না মনে হতো নিজেকে। আর আজ সেই সৌন্দর্যই তার কাছে তীক্ষ্ণতম বিদ্রূপের একটা উৎস বলে মনে হয়।

সেই দিনটির কথা আজো মনে আছে কাশেমের, যেদিন প্রথম সে সাকিনাকে দেখেছিল। ঢাকায়, টেলিভিশনের পর্দায়। এক বন্ধুর বাড়িতে সে ছিল সেই সন্ধেয়। কয়েক সপ্তাহের জন্যে গিয়েছিল দেশে, লক্ষ্য ছিল বিয়ে করা; কিন্তু মুখে সেটা তখনো কাউকে ঢাকায় বলে নি। সে খোঁজ করছিল এমন একটা মেয়ে, যে সপ্রতিভ, লেখাপড়া ভালো জানে, বিলেতে এসে চাকরি করতে পারবে।

বন্ধুটি টেলিভিশন ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, তোরা লন্ডনে রঙিন প্রোগ্রাম দেখিস, দ্যাখ ঢাকার প্রোগ্রাম ভালো লাগে কি-না।

BanglaBook.org

পর্দায় প্রথমেই ফুটে উঠেছিল সাকিনার মুখ। মেয়ে সম্পর্কে তার নিবিড়তম কল্পনাকেও বিমূঢ় করে দিয়ে দেখা দিয়েছিল সাকিনার উজ্জ্বল দুটি চোখ, ঈষৎ উদ্ধত চিবুক, ঠোঁটের সেই পূর্ণিমা, ভ্রূ-যুগলের সেই ডানামেলা।

কে রে ?

সাকিনা রহমান। নতুন গাইছে, দেখতে যতটা ভালো, গান অতটা কিন্তু নয়।

তোমাকে বলেছে! প্রতিবাদ করে উঠেছিল বন্ধুর বোন। সাকিনার প্রোগ্রাম দেখবে বলে সে পড়া ফেলে উঠে এসেছিল বসবার ঘরে। আমাদের সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। সকলে ওর গানের জন্যে পাগল। সানজিদা খাতুনের নিজের ছাত্রী।

এর কোনোটাতেই কিন্তু প্রমাণ হলো না মেয়েটি ভালো গায়।

চুপ করো তো। শুনতে দাও। আমার ভালো লাগে।

ভাই-বোনের ঝগড়া কিছুই কানে যায় নি কাশেমের। সে শুধু শরীরের সমস্ত প্রার্থনা নিয়ে তাকিয়ে ছিল টেলিভিশনের পর্দার দিকে।

এই মেয়েটি তার জীবনে আসতে পারে না ?

বন্ধুর বোনটিকে ধরেই এগিয়েছিল সে। প্রথমে শুনেছিল, না, ওকে এখন বিয়ে দেবে না; সবাই জানে বিয়ের কথা ওর বাবা-মা এখন মোটেই ভাবছে না। তারপরে শুনেছে কাশেম, কত ছেলে ওর জন্যে পাগল, কত বড়লোকের ছেলে, কত ভালো ছেলে! তবু দমে যায় নি কাশেম। সাকিনার বাবা-মা পর্যন্ত পৌঁছে সে ছেড়েছে। বিয়ে না হোক, প্রস্তাব দিয়ে দেখতে দোষ কী ? কাশেম তার প্রায় সমবয়সী জয়েন্ট সেক্রেটারি মামাকে দিয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। অবাক হয়েছিল কাশেম— যে বাধা, যে উপেক্ষা, যে মাত্রায় সে পাবে তার চিহ্নমাত্র না দেখে। বলতে গেলে, তার প্রস্তাব প্রায় লুফে নিয়েছিলেন সাকিনার বাবা।

বিয়ের কয়েকদিন পরে অবশ্য কারণটা জানতে পেরেছিল কাশেম। বন্দুকবাজ একটা দলের কোন এক ছাত্রের চোখ পড়েছিল সাকিনার ওপর। দু'দুবার বাড়িতে হামলাও করেছে। শেষ পর্যন্ত নাকি শাসিয়ে ফোন করেছে, একদিন মেয়ে আর ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরবে না। সেই মেয়ের শুধু ভদ্রস্থ বিয়ে নয়, একেবারে বিলেতে পর্যন্ত পাড়ি— এটাকে আল্লার আশীর্বাদ বলে মনে করেছিলেন তার শ্বশুর।

নে শালা, ভি-আই-পি ট্রিটমেন্ট, খোদ মালিকের হাতে সার্ভিস। এই বলে বাবুল নিজে কাশেমের সমুখে তন্দুরি চিকেন আর সিংহলদ্বীপের মতো দেখতে নান রুটি এনে রাখল। জানতে চাইল, ড্রিংক করবি কিছু ? লাগাব ?

বিয়ার তো খাই না।

ওরে শালা, বিয়ারে শানায় না, হুইস্কি চাই ?

কাশেম হুইস্কিও বিশেষ পছন্দ করে না। কিন্তু এখন মনে হলো, খানিক নেশা করলে বুকের ভেতরে যন্ত্রণাটার লাঘব হতো।

বাবুলের অনবরত 'শালা' সম্বোধনের জের টেনে সেও বলল, হ্যাঁ, শালা, হুইস্কিই চলুক। টিচার্স। বড় দিবি।

ড্রিংকের দামটা কিন্তু তোকে দিতে হবে। খানা আমার ওপর।

বিলেতে থাকার ফলে কোনো কোনো বাঙালি ইংরেজের এই গুণটা পেয়েছে যে মন আর পকেট আলাদা রাখতে শিখেছে। কাশেম জিগ্যেস করল, তোর এখানে ফোনটা কোথায়রে ?

BanglaBook.org

একদণ্ড বৌকে না দেখে বুঝি শান্তি নেই ? এই তো ফোনটা বরাবর বাঁ দিকে। আজ সন্ধেয় থাকতে পারবি কি-না ফয়সালা করে নিস।

বাড়ির নম্বর ডায়াল করল কাশেম। বেলা এখন সোয়া দুটো। বাড়িতে কেউ নেই। বেজেই চলল টেলিফোন।

তাহলে, তারই মতো রাগ করে সাকিনাও কি আজ কোথাও বেরিয়ে পড়ল ? কোথায় যেতে পারে ? বাজার করতে এতক্ষণ লাগবার কথা নয়। নাকি ইচ্ছে করেই ফোন ধরছে না সাকিনা ?

কাশেম ফিরে এসে চিকেনে বিরাট এক কামড় দিয়ে বাবুলকে বলল, যাবো আজ তোর পার্টিতে। দেখি তোর মেয়েগুলো কেমন। এই বলে একটা চোখ দুষ্টুমিতে ছোট করল সে।

৬

বাজার থেকে ফেরার পথে বেলাল হঠাৎ বলল, এই একটু থামো তো।

গাড়ি পাশে দাঁড় করিয়ে সাকিনা বলল, কেন ?

ওয়াইন কিনব।

আবার ওয়াইন ?

বেলাল দুটো বোতল কিনে ফিরল।

কী কিনলে ? কাল রাতের সেটা ?

না, কাল ছিল ব্লু নান; আজকেরটার নাম, যদি জর্মন জানো, তোমরা সামনে বলতে পারছি না।

বলেই ফ্যালো, জর্মন আমি জানি না।

লিব ফ্রাউ মিলশ।

বাংলায় ?

বালিকার দুধ।

যাঃ কী অসভ্য।

আমার কোনো দোষ নেই। নামটা আমি রাখি নি।

সাকিনা হঠাৎ কেমন আঁধার হয়ে গেল। বেলাল নিজের সঙ্গে বাজি ধরল, নিশ্চয়ই কাশেমের কথা আবার মনে পড়েছে তার।

কাশেমের কথা এখনো ভাবছ ?

কী করে বুঝলে ?

শিশুও বুঝতে পারত। জানো সাকিনা, তোমাকে দেখে আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে একটা বিয়ে করি।

যেন বৌকে খুব করে জ্বালাতে পারো, এইতো ?

কাশেম তোমাকে জ্বালায় ?

ওর জ্বালাবার সাধ্য কী ? আমি এত ভালোবাসি যে জ্বালাবার সময়ই পায় না।

বেলালের বুকের ভেতরটা জ্বলে যায়। বারবার এই ভালোবাসার কথা না বললেই নয় ? না

BanglaBook.org

হয় ভালোই বাসে, তাই বলে সারাক্ষণ সেটা বলতে হবে ? যেন একটা বাচ্চা মেয়ে, খেলনার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। আসলে, বেলালের সন্দেহ হয়, স্বামীকে সে জীবন্ত বড়সড় একটা খেলনার মতোই ব্যবহার করে।

কাশেম বাড়িতে নেই।

কোথায় গেল বলো তো ? এবারে প্রশ্নটা বেলাল নিজেই করে, সাকিনাকে অবকাশ দেয় না।

আর সাকিনাও তাকে অবাক করে দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত গলায় উত্তর দেয়, যেখানেই যাক, ফিরে আসতে হবে।

গাড়ি থেকে বাজার নামালো বেলাল। সাকিনা সব জিনিস, যেখানে যা থাকবার কথা, যেখানে যার লেবেল সাঁটা, সব সাজিয়ে রেখে বাথরুম ঘুরে এসে বলল, তোমার না কোথায় যাবার কথা ছিল। যাবে না ?

সাকিনা চাইছে, বেলাল না যাক ? মুখের দিকে তাকিয়ে মনোভাবটা ভালো বোঝা গেল না।

হ্যাঁ, যাবার কথা ছিল, ভাবছি যাবো না।

সাকিনা উপুড় হয়ে রেকর্ডের বাক্স থেকে রেকর্ড বাছতে বাছতে বলল, আচ্ছা, তোমার কি কোথাও যাবার জায়গা নেই ?

কেন বলছ ?

কই, কোনো শনি-রোববারেই তো তোমাকে বিশেষ বেরুতে দেখি না। কাশেম ছাড়া এই দশ বছরে তোমার কোনো বন্ধু ছিল না ? কোনো মেয়ে বন্ধুও নেই ?

শুনে অবাক হবে, না নেই।

সবার তো থাকে।

সবার কথা জানি না।

আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলবে ? সাকিনা আরো নিবিষ্ট মনে রেকর্ড পছন্দ করতে লাগল। কাশেমের কোনো মেয়ে বন্ধু ছিল ?

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল বেলাল। সত্যি কথাটা এই যে, কাশেম একাধিক মেয়েকে চিনত, কারো কারো সঙ্গে তার আলাপও ভালো ছিল, কিন্তু মেয়ে বন্ধু বলতে ঠিক যা বোঝায় তেমন কেউ ছিল না। আর, সাকিনাই বা এখন হঠাৎ এ প্রশ্ন, একেবারে ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন, কেন করবে, তার কারণটাও বোধগম্য হলো না তার।

তোমার কী ধারণা, বেলাল বলল, কাশেম হঠাৎ তার পুরনো কোনো মেয়ে বন্ধুর কাছে গেছে ? তাই জিজ্ঞেস করছ ?

আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দিলে না।

সাকিনা এতক্ষণে একটা রেকর্ড খুঁজে নিয়েছে। তার প্রতিটি বেলালের চোখের সামনে ধরে সে জানতে চাইল, বাজাই ? বাজাবো ?

আবা গোষ্ঠির নতুন রেকর্ড এটা। কাশেম বোধহয় কিনে থাকবে কারণ সাকিনা পাশ্চাত্য গান পছন্দ করে না, আর সে, বেলাল, এটা কিনেছে বলে মনে করতে পারে না।

বেলাল বলল, এ রেকর্ড এলো কোত্থেকে ?

যেখান থেকেই আসুক। শুনবে কি-না ?

তুমি তো বাংলা গান, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পছন্দ করো না।

BanglaBook.org

মানুষের কি বদলাতে নেই ?

আছে। থাকবে না কেন ? কেউ কি আমরা চিরকাল এক থাকি ?

আমারও তাই আজকাল মনে হচ্ছে।

কেন আজকাল এ রকম তার মনে হচ্ছে, তার বিস্তারিত কিছু জানাল না সাকিনা। যেমন সে সব সময় করে থাকে, নিচের ঠোঁট দাঁতে কেটে, রেকর্ড বসাতে লাগল। সেই ভঙ্গিটার দিকে তাকিয়ে বেলাল হঠাৎ বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হলো। মনে হলো, না মনে হলো না, তার স্পষ্ট উপলব্ধি হলো— কাম নয়, করুণা নয়, সাকিনাকে সে ভালোবাসে; বেলালের আত্মার ভেতরে যে ছোট্ট অথচ দীর্ঘ সুড়ঙ্গ কেটে গেছে শূন্যতা, সেখানে সম্পূর্ণ করে এক মুহূর্তে ঘনীভূত যে পূর্ণিমার পেরেক বসে গেছে তা সাকিনার।

দু'হাতে হঠাৎ নিজের মুখ ঢেকে ফেলল বেলাল। আর একই সঙ্গে তার শ্রবণ ভরে গেল সঙ্গীতে। সে অস্ফুট স্বরে আর্তধ্বনি করে উঠল।

কী কী হলো ? সাকিনা দ্রুত পায়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে আলতো করে হাত রাখলো।

হাত নামিয়ে কোমল হাসিতে মুখের সংস্কার করে বেলাল অভয় দিল, না, কিছু না।

আরো কিছুক্ষণ তার কাঁধে সাকিনার হাত পড়ে রইল। তারপর সে হাত সরিয়ে ধীরে ধীরে মোড়ার ওপর বসে বলল, যা প্রায় অবিশ্বাস্য শোনালো বেলালের কানে, তোমাকে হঠাৎ খুব সুন্দর মনে হলো।

না, না। নিষেধ করবার কিছু নেই, তবু বারবার মাথা দোলাতে লাগল বেলাল। আর বলতে লাগল, না, না। তারপর সচকিত হয়ে উঠল সে। একি অর্থহীন মাথা নাড়ছে সে ?— কীসের জন্যে 'না, না' বলছে ? তখন সে স্বাভাবিক হতে চাইল। বলল, তুমি ইংরেজি গানও যে ভালোবাসো জানতাম না।

আমার সব কিছুই কি জানো ? সাকিনার কণ্ঠে চেনা সেই লঘুতা ফিরে এলো। জানো ? বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে জানো ?

না, বাবা, পারব না। বেলাল চেষ্টা করল লঘু গলায় উত্তর দিতে, কিন্তু নিজের কাছেই অচেনা শোনালো নিজের কণ্ঠ।

মৃদু হেসে, ঘুমের ভেতরে শিশু, সাকিনা চোখ বুজলো। চোখ বুজে সে শুনতে লাগল আবার গান। গানের তালে তালে তার ডান পায়ের আঙুলগুলো কার্পেটের সঙ্গে যুক্ত-বিযুক্ত হতে লাগল।

বেলাল উঠে গিয়ে সদ্য কেনা ওয়াইনের একটা বোতল খুলে দুটো গেলাশে ঢালল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, তখনো চোখ বুজে আছে সাকিনা। যখন সে গোলাপ দুটো এনে সামনে দাঁড়াল তখন চোখ মেলে বলল, ও বাসায় নেই, ড্রিংক করব ?

কিন্তু হাত বাড়িয়ে গেলাশ হাতে নিল সাকিনা।

কেন, কাশেম কিছু মনে করবে ? না, করবে না। সারা সকাল বাজার করেছ, ক্লান্ত হয়ে গেছ। খাও। আবা-র গানের সঙ্গে মন্দ লাগবে না।

গেলাশে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে সাকিনা আবারো বলল, দুপুরে কখনো ড্রিংক করি নি যে। ও এসে পড়লে কী ভাববে। ভাববে, আমি অ্যালকোহলিক হয়ে গেছি।

লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বেলাল বলল, সব কথাতেই কাশেমের কথা তোমার মনে পড়ে ?

সেটাই স্বাভাবিক নয় কী ?

BanglaBook.org

তুমিই বলো।

বিয়ে করলে, তোমার বৌয়ের কথা মনে পড়ত না সারাক্ষণ?

বেলাল তার নতুন বোধ থেকে বলল, কিছুদিন আগে হলেও এর উত্তর দিতে পারতাম না। এখন পারব। হ্যাঁ, মনে পড়ত। ভালোবাসি বলেই মনে পড়ত। যদি বিয়ে করবার জন্যে কাউকে বিয়ে করে ফেলতাম, তাহলে মনে পড়ত না।

সাকিনা সোজা হয়ে বসল। বিয়ে করবার জন্যেই কী কাউকে বিয়ে করা যায়?

যায়। অনেকেই তা করে। চোখের ওপরেই দেখেছি। আমি পারতাম না। আমি পারি না বলেই এতদিন বিয়ে করি নি, সাকিনা।

একটা গান শেষ হয়ে আরেকটা গান শুরু হলো রেকর্ডে। বিরতির সেই সময়টুকু নীরবে অপেক্ষা করে, নতুন গান শুরু হলে সাকিনা তাকে মনে করিয়ে দিল, তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নি।

কোন প্রশ্ন?

ঐ যে ছাই। কাশেমের কোনো মেয়ে বন্ধু ছিল কিনা? তারপরেই যোগ করল, বলেই ফ্যালো না বাবা, আমি কিচ্ছু মনে করব না। মেয়েলি কৌতূহল বলতে পারো।

এতদিন তো কৌতূহল ছিল না?

তার মানে মেয়ে বন্ধু ছিল, মুখ ফুটে বলতে পারছ না?

বেলাল জানে, এ সুযোগ আর যে কেউ হলে নিতো, কিন্তু কিছুতেই সে নিতে পারবে না, মিথ্যে করে বলতে পারবে না যে কাশেমের মেয়ে ছিল। যে পূর্ণিমার পেরেক তার ভেতরে সেই সুখের কষ্ট নিয়ে মিথ্যে বলা যায় না।

বেলাল বলল, না, ছিল না। কাশেমের কেউ ছিল না। ও খুব ভালো ছেলে। অনেকে এর জন্যে ওকে বোকাও বলেছে।

কথাটা সাকিনা গান শুনতে শুনতে চোখ বুজে শোনে, আর মৃদু মৃদু হাসে— কেন, কে জানে? তখন তার সমুখে দাঁড়িয়ে বিতর্ক-সভায় বক্তৃতা দেবার সুরে বেলাল বলে, বিশ্বাস হলো না? মিথ্যে বললে বিশ্বাস করতে? সাকিনা তেমনি রহস্যময়ভাবে চোখ বুজে আপন মনে হাসতে থাকে। বেলালের আরো জেদ চেপে যায়। তোমরা কি মনে করো এদেশে মেয়ে সস্তা? পথের মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে? বাঙালি ছেলে দেখলেই তাকে বগলদাবা করে বিছানায় যাচ্ছে? ওটা নিছক বাঙালিদের ধারণা। আমাদের বাড়ির মেয়ের মতই এরা। এদের প্রকাশটা ভিন্ন বলে, আমাদের সঙ্গে মেলে না বলে বুঝতে আমরা ভুল করি। আমাদের বাপমায়েরা, এমনকি বৌয়েরা, মনে করে যে বিলেতে যাওয়া মানেই ইংরেজ মেয়ের বিছানায় যাওয়া।

তুমি খেপে গেলে যে। সাকিনা এখনো সেই রকম হাসছে। সাকিনা এখন তার শূন্য গেলাশটা বাড়িয়ে ধরল বেলালের দিকে।

এক ঝলকের মতো বেলালের মনে হলো, সাকিনা বড় বেশি তাড়াতাড়ি খাচ্ছে, এতটা ভালো নয়, নেশা চড়ে যাবে, কিন্তু নিজের মাথায় বিতর্কের ঝড়, তাই সাবধান করাটা তুচ্ছ করে দ্রুত ভরে দিল সাকিনার গেলাশ, নিজেও একটু নিল, তারপর বলল, অনেকদিন থেকে আমি দেখেছি, সাকিনা, বাঙালিরা এদেশের শাদা মেয়েদের বড় সহজলভ্য মনে করে। আমি দেখেছি, এই লন্ডনে, বাঙালি সমাজে বাঙালি মেয়ে নিয়ে যখন কথা ওঠে তখন তাদের দোষ গুণ নিয়ে আলোচনা হয়, অমুকে ভালো গান গায়, অমুকে ভালো রান্না করে; কিংবা অমুকে

BanglaBook.org

অহঙ্কারী, অমুকে মুখরা। কিন্তু শাদা মেয়ে, ইংরেজ মেয়ে নিয়ে যখন কথা ওঠে, তখন তার দোষ গুণের কথা ওঠে না, ওঠে ওর বুক ভালো, ওর কোমর সরু; ওর উপুড় ভালো, ওর চিৎ ভালো— ইয়ে, মানে শরীর ছাড়া আর কোনো আলোচনা নেই।

ওয়াইনের ঝোঁকেই কি ?— যে কথা কখনো সাকিনার সামনে সে বলে না, সেইসব উচ্চারণ করে ভীষণ অপ্রতিভ হয়ে থেমে যায় বেলাল। দিশেহারার মতো সাকিনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে খানিক। তারপর নিজের আসনে গিয়ে বসে। মনোযোগ দিয়ে হাতের গেলাশটা ঘোরায়।

তুমি কিছু মনে করলে না তো ?

না, না। তুমি ঠিকই বলেছ। তার চেয়েও অবাক, আমি জানতাম না, মানে, কখনো জানার সুযোগ হয় নি, তুমি এদেশে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারো।

মাথা ঠাণ্ডা, মানে ?

অন্তত তোমার বেলায় আমি নিশ্চিত বলতে পারি, তোমার কোনো ইংরেজ মেয়ে ছিল না, মানে ঐ মেয়ে থাকা বলতে লোকে যে রকম বলে।

ঘরের দুই প্রান্তে বসে এরপর অনেকক্ষণ নীরবে গান শুনল দু'জন।

ওয়াইনের দ্বিতীয় বোতলটা খুলল বেলাল।

আর খাবো ? সাকিনা প্রায় মিনতি করে বলে।

খাও, মাতাল তুমি হবে না।

প্রথম বোতলের তলায় তখনো খানিকটা ছিল, তার শেষ ফোঁটাটুকু ঢেলে নিল বেলাল তার নিজের গেলাশে।

হাসছ যে ? সাকিনা জানতে চায়।

হাসছি, শেষ ফোঁটা আমি নিলাম।

তাতে হাসবার কী আছে ?

এদেশে বলে, বিবাহিতা কোনো মেয়েকে ওয়াইনের শেষ ফোঁটা ঢেলে দিলে, সে বছরে তার বাচ্চা হয়।

যাঃ। আর অবিবাহিত কোনো পুরুষ নিলে ?

বললে বিশ্বাস করবে না, সে বছরে তার বিয়ে হয়।

তার মানে এ বছরে তোমার বিয়ে ? করো না একটা বিয়ে। ভারি মজা হয়। তুমি তো আর এদেশ ছেড়ে যাবে না, এবারে সংসার-টংসার করো, নিশ্চিন্ত হয়ে বোসো।

যেন এক পা ধুলো নিয়ে এক গরিব এসে রাজপ্রাসাদের সমুখে দাঁড়াল খুব ঝকঝকে একটা দুপুরে।

যেন সারাদিন খারাপ থাকবার পর হঠাৎ ভালো হয়ে গেল একটা টেলিফোন।

যেন ঘরে ফেরার পথের 'পরে চাঁদ উঠল মস্ত।

যেন কারো কপালে পড়ল লাল ফোঁটা।

বেলাল বলল, সাকিনা, আমি আর দশটা ছেলের মতোই। অসাধারণ কেউ নই। আমি বিয়ে চাই, সংসার চাই, নিশ্চিন্ত হতে চাই। ভালোবাসা চাই, ভালোবাসতে চাই।

তাহলে, এই বছরেই ?

BanglaBook.org

তাকে আমি খুঁজে পেয়েছি। কিছুদিন থেকে কেবলই মনে হয় সে আমার, কিন্তু সে আমার হবে কিনা জানি না।

ঠিক তখন বেজে উঠল টেলিফোন— যেন একটা হৃৎপিণ্ড আজীবন নিঃশব্দে চলবার পর হঠাৎ চিৎকার করে উঠল।

প্রায় একই সঙ্গে দু'জনে উঠে গেল টেলিফোনের কাছে, একই সঙ্গে হাত বাড়ালো, একই সঙ্গে রিসিভার তুলল যেন তারা। কিন্তু কানে রাখল সাকিনা। আর বেলালের হাত রিসিভার ছেড়ে খুব স্বাভাবিকভাবে আশ্রয় নিল সাকিনার কাঁধে। যেন প্রত্যাশিত। সাকিনা সরিয়ে নিল না কাঁধ, চকিত হলো না এতটুকু। প্রতিদিনের চেনা সেই দীর্ঘ টান গলায় তুলে সাকিনা সাড়া দিল, হ্যালো।

ওপার থেকে কাশেমের গলা ক্ষীণভাবে টের পেল বেলাল। পাশে থেকেও বেশ স্পষ্ট শোনা গেল, কাশেম বলছে, তুমি ফিরেছ ? জানিয়ে দেবার দরকার ছিল, আজ ফিরতে দেরি হবে, রাত হবে।

কেন ? কেন দেরি হবে ? কোথায় তুমি ?

তার উত্তরে কাশেম কী বলল ভালো করে বুঝতে পারল না বেলাল। তারপর ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। টেলিফোন রেখে দিয়েছে কাশেম।

কিন্তু রিসিভার তখনো আঁকড়ে ধরে আছে সাকিনা।

বেলাল তখন তার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে নামিয়ে রাখল এক হাতে, আর কাঁধের পরে রাখা হাতটা দিয়ে সাকিনাকে ফিরিয়ে নিল নিজের দিকে।

সাকিনাকে বেষ্টন করে, তার কাঁধে মুখ রেখে বেলাল ঠোঁট ঘষতে ঘষতে উচ্চারণ করল, তুমি, তুমি। আমি তোমাকে ভালোবাসি, সাকিনা।

সাকিনা যেন ভারশূন্য হয়ে গেছে, দু'হাতে তাকে ধরে না রাখলে এক তাল সিলকের মতো পড়ে যাবে।

তুমি কিছু বলো, সাকিনা।

সাকিনার নিঃশ্বাস পড়তে লাগল, একটু দ্রুত, তা স্বাভাবিক করবার চেষ্টায় আরো দ্রুত হয়ে উঠল নিঃশ্বাস।

কিছু বলবে না ?

কিছু বলল না সাকিনা। কোমল হাতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, খালি গেলাশ দুটো হাতে নিয়ে রান্নাঘরে গেল। সেখানে খুব বড় ধারায় কল ছেড়ে মনোযোগ দিয়ে গেলাশ ধুতে লাগল সে।

৭

দুপুর থেকে এপর্যন্ত, এখন রাত প্রায় দশটা, একটানা হুইস্কি পান করে চলেছে কাশেম। বাবুল বলল, আজ দেখি তোর বেজায় সাহস।

ভীতু ছিলাম কবে ?

যবে থেকে বিয়ে করেছিস, শালা।

খবরদার, আমি যে ছিলাম সেই আছি। হুইস্কির প্রতাপে 'স' তালব্য শ আর 'ছ'গুলো সব দন্ত-স হয়ে যাচ্ছে। আজ থেকে আমি তোর পার্টনার। গালমন্দ করলে করব না ব্যবসা তোর সঙ্গে।

BanglaBook.org

বিকেলে, রেস্তোরাঁয় বসে দু'জনের কথা হয়ে গেছে। কাশেম বাড়ি আবার বন্ধক দিয়ে হাজার দুয়েক পাউন্ড তুলবে, আর বাবুল দেবে এক হাজার— সেই সঙ্গে বাবুলের অভিজ্ঞতা। দু'জনে সমান অংশীদার হিসেবে প্রথমে ইন্ডিয়ান টেক-অ্যাওয়ে খুলবে। মানে, সেখানে বসে খাবার ব্যবস্থা থাকবে না, রান্না করা ভারতীয় খাবার লোকে কিনে নিয়ে বাড়িতে বা গাড়িতে বসে খেতে পারবে। বাবুল একটা জায়গার কথাও বলেছে। বেলসাইজ পার্ক স্টেশন থেকে কিছুদূর এগোলেই হাতের বাঁয়ে 'রাউন্ডহাউস' থিয়েটার। এককালে এটা ছিল নাকি রেলওয়ে এনজিন জিরোবার জায়গা। প্রকাণ্ড গোল ঘর। কয়লার এনজিন উঠে যাবার ফলে এটাও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তারপর নাট্যকার আর্নল্ড ওয়েস্কার সরকারের কাছে, ব্রিটিশ রেলকর্তৃপক্ষের কাছে, দেন-দরবার করে গোল এনজিন ঘরটা চেয়ে নেন, সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন আজকের দিনের 'রাউন্ড হাউস' থিয়েটার। এখন এখানে নতুন লেখকের, নতুন কোম্পানির কিংবা দেশ-বিদেশের পরীক্ষামূলক নাটকের অভিনয় হয়। ফলে তরুণ-তরুণীর ভিড় বেশি— বিশেষ করে সেইসব তরুণ-তরুণীর, যাদের বলা হয় 'ড্রপ-আউট', যারা পাশ্চাত্য সভ্যতায় বীতশ্রদ্ধ, সমাজের সনাতন মূল্যবোধে বিতৃষ্ণ। এদের অনেকেরই আবার প্রাচ্যের দিকে আকর্ষণ বড় প্রবল। বাবুল বলেছিল, ইন্ডিয়ান খাবার এদের আবার ভারী পছন্দ, তাই রাউন্ডহাউসের উল্টো দিকে যদি ঘর পাই তো ব্যবসা জমবে ভালো। সপ্তাহে অন্তত হাজার দেড়েক পাউন্ডের ব্যবসা হতে পারবে।

কিন্তু মাত্র তিন হাজার পাউন্ডে কী ব্যবসা শুরু করা যাবে ? বাবুল আশ্বাস দিয়েছে, তার নিজের রেস্তোরাঁর জন্যে এখন যাদের সঙ্গে বাকির সম্পর্ক আছে, তাদেরই বলে কয়ে ভেড়াতে হবে।

ব্যাস, আর চাই কী। কাশেম সেই বিকেল থেকেই স্বপ্ন দেখছে, তার ব্যবসা জমে উঠেছে, হাজার হাজার পাউন্ড নাড়া-চাড়া করছে, নতুন বাড়ি কিনছে, গাড়ি কিনছে, পরীক্ষায় তার ব্যর্থতার জন্যে সাকিনার অনবরত খোঁটার সোনালি জবাব দিতে পারছে।

সাকিনা কিন্তু অনবরত খোঁটা কখনোই কাশেমকে দেয় নি। এটা এখন তার হুইস্কি প্রভাবিত সিদ্ধান্ত মাত্র। হয়ত গতরাতে তার শরীরের সেই ব্যর্থতারও একটা প্রভাব পড়েছে। আর তাই সে টেলিফোনে সাকিনাকে অবলীলাক্রমে বলতে পেরেছিল বিকেলবেলায়, কোথায় আছি, ফিরতে কেন দেরি হবে, সে কৈফিয়ত তোমাকে দেবার কোনো দরকার আর দেখছি না।

বাবুল বলল, শালা, এত হুইস্কি খাস নে বলছি। ক্রিস্টিনার কাছে লজ্জা পাবি।

বুঝতে না পেরে কুতকুত চোখে তাকাল কাশেম।

ক্রিস্টিনার তোকে ভালো লেগেছে। আর একটু গরম করে দিলেই তোর সঙ্গে নির্ঘাত যাবে, শালা। বেশি হুইস্কি খেলে তোরটা দাঁড়াবে না।

কাশেম পাশ ফিরে ক্রিস্টিনার দিকে তাকালো। সে তখন দরোজায় হেলান দিয়ে শফির কাছ থেকে সিগারেটের আগুন নিচ্ছে। কাশেমের চোখে চোখ পড়তে ক্রিস্টিনা চোখের পাতা ভারী করে দৃষ্টিতে ধীর-বিদ্যুৎ পুরে দিল।

মেয়েটি জার্মান। ইংরেজি শেখার জন্যে লন্ডনে এসেছে কয়েক মাসের জন্যে। ইয়োরোপ থেকে এইরকম মেয়েরা আসে কিছুদিনের জন্যে, থাকে কোনো পরিবারের সঙ্গে, থাকাখাওয়ার বিনিময়ে বাড়ির কিছু কাজ করে দেয়, আর দুপুরে বা বিকেলে যায় ভাষা শেখার ইস্কুলে। এদের অনেকে আবার বেলসাইজ পার্কে হোস্টেলেও থাকে।

ক্রিস্টিনা তারই মতো আরো দু'টি জার্মান মেয়ের সঙ্গে খেতে এসেছিল বাবুলের রেস্তোরাঁয়।

BanglaBook.org

অনেকে জামার কাপড় ভালো বোঝে, অনেকে ইলেকট্রিকের জিনিস ভালো চেনে, বাবুল চেনে অভিযানে আপত্তি নেই এমন মেয়ে। এখন এই তিন জার্মান তরুণীর লন্ডনে বন্ধু বলতে বাবুল। আজ পার্টিতে এরা আসবে বলেই লোভ দেখিয়েছিল সে কাশেমকে। বাবুলের ওয়েস্ট হ্যাম্পস্টেডের ফ্ল্যাটে ওরা আসবার সঙ্গে সঙ্গে কাশেমকে সে জুড়ে দিয়েছিল ক্রিস্টিনার সঙ্গে। একটিকে সে রেখেছে নিজের জন্যে, আরেকটি এখনো খালি। আরেকটির জন্যে, মাথা গুনলে এখন চারজন প্রার্থী। চারজনই বাংলাদেশের ছেলে, দু'জন ছাত্র, একজন চাকুরে। আরেকজন রাজনীতি করে— অনিয়মিতভাবে লন্ডন থেকে বাংলা একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করে ; পত্রিকার নাম 'মুক্ত বাংলা।'

'মুক্ত বাংলার' সম্পাদক বশির হোসেন লম্বা এক গেলাশ মার্টিনি নিয়ে কাশেমের মোড়ার পাশে বস্তা-গদির ওপর ধপ করে বসে পড়ল। চামড়ায় মোড়া বস্তা, তার ভেতরে শোলা জাতীয় পদার্থের ছোট ছোট টুকরো পোরা। বসলে প্রথমে বজবজ করে শব্দ হয়, তারপর শরীরের খাঁজ নিয়ে বস্তাটা স্থির হয়।

সেই বস্তার ওপর জুৎ করে বসে, বস্তার গায়ে চাপড় দিয়ে, কাশেমের দিকে তাকিয়ে বশির হোসেন বলল, বাংলাদেশে এত মজার গদি পাবেন না, সাহেব।

কাশেম একটু হেসে আবার তাকাল ক্রিস্টিনার দিকে। ক্রিস্টিনা এখন শফির সঙ্গে কথা বলছে। ইংরেজি ভালো বলতে পারে না, কেবলই বাঁ হাত নাড়ছে আর শব্দ মনে করবার চেষ্টা করছে। কী বলছে ক্রিস্টিনা ?

কাশেমের দৃষ্টি অনুসরণ করে বশির হোসেন তাকালো ক্রিস্টিনার দিকে। আগাগোড়া ওজন নেবার মতো করে তাকিয়ে রইল খানিক। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, কাশেমকেই বলল, বাবুল সাহেবের টেস্ট আছে।

কাশেম ওঠার জন্যে পিঠ সোজা করতেই খপ করে তার হাত চেপে ধরল বশির হোসেন।

আরে সাহেব, আপনাকে দেখে একটু বসলাম, দেশোয়ালি ভাই, পালাচ্ছেন কোথায় ?

বসতে হলো কাশেমকে।

বশির হোসেন বলল, মেয়ে-টেয়ে আমার পোষায় না, সাহেব। সময়ই পেলাম না। সারাদিন চরকির মতো ঘুরতে হয়।

কী কাজ করেন ?

কেন, আমার কাগজ দেখেন নি ?

দেখেছি। শুধু কাগজ বের করেই চলে ?

হাসালেন সাহেব, হাসালেন। কাগজ বের করে বাংলাদেশে পেটের ভাত হয় না, লন্ডনে হবে ? দেশের জন্যে একটু ভালোবাসা আছে বলে গাঁট থেকে গচ্চা দিচ্ছি। যতদিন পারি দিয়ে যাবো। দেশ আমাকে মনে রাখলে রাখবে, না রাখলে দুঃখ নেই।

কাশেমের জানতে ইচ্ছে করছিল, গচ্চা দেবার মতো সেই পয়সাটাই বা আসে কোত্থেকে ?

বশির হোসেন নিজেই তার উত্তর দিল, এই ছোটখাটো একটা ট্র্যাভেল এজেন্সি আছে, আর দেশিভাইয়ের রেস্টুরেন্টে মাছ-মাংস সাপ্লাই দেই। কোনো মতে ডালভাত হয়ে যায়। আর ঐ যে ঘাড়ে ভূত আছে, দেশের জন্যে কিছু করব, আল্লা সেটুকু চালিয়ে নেন এইভাবে আর কী ?

হুইস্কির ঘোরের ভেতরেও কাশেমের উপলব্ধি হয়, দেশের পেশাটা নিতান্ত নিঃস্বার্থ নয়। দেশ-দেশ করে বাঙালি সমাজে ব্যাপকভাবে মেশার সুযোগ হয়, পরিচয়ের একটা সূত্র হয়, আর

BanglaBook.org

কাগজ বের করে নিজের ট্রাভেল এজেন্সি আর অন্যান্য ব্যবসার বিজ্ঞাপন বড় করে ছাপানো যায়। বিলেতে বাঙালি ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই এখনো ছাপার অক্ষরকে সমীহ করে চলার মতো সরল।

কাশেম আবার উঠতে যাচ্ছিল। ক্রিস্টিনা তার দিকে এখন 'এসো' চোখে তাকিয়ে আছে। আবারো হাত ধরে বসালো বশির হোসেন।

বসুন বসুন, সাহেব। ওসব মেয়েবাজি আপনার আমার পোষায় না। আপনাকে দেখেই বুঝেছি, আপনিও আমারই মতো।

কথাটা ঠিক বোধগম্য হলো না কাশেমের। ভালোও লাগল না। আজ সে বেপরোয়া। সাকিনা তাকে ব্যবসা করতে মানা করেছে, সে আজ ব্যবসা করবে ঠিক করেছে। সাকিনা তাকে পড়া শেষ করতে তাগাদা দিয়েছে, সে আর পড়বে না আজ ঠিক করেছে। সাকিনা তার শরীরের ব্যর্থতা দেখে পরীক্ষা ফেলের খোঁটা দিয়েছে, আজ সে প্রমাণ করবে তার শরীর এখনো সক্ষম— দোষ সাকিনার।

এরই মধ্যে ক্রিস্টিনার জন্যে তার নাভির নিচে তাপের বিকিরণ শুরু হয়ে গেছে।

বশির হোসেন কাশেমের উরুতে প্রচণ্ড চাপড় দিয়ে বলল, আসুন, আপনি আমি একটা কাজের কথা সেরে নেই। আমরা প্ল্যান করেছি, প্রেসিডেন্ট সাহেব লন্ডন যখন আসবেন আমরা কালো পতাকা দেখাবো, হাই কমিশন ঘেরাও করব। তাকে আমরা বুঝিয়ে দেব যে, দেশের মানুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখলেও বাঙালি এখনো মরে নাই, বাংলার মুক্তির জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার লোক এখনো আছে। ডিকটেটরি চলবে না। গণতন্ত্র দিতে হবে। ইলেকশন দিতে হবে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। এসব কথা আমার কাগজেই আপনি পাবেন। লিখতে ভয় পায় না বশির হোসেন, এ লন্ডনে সকলেই জানে। আল্লার রহমতে এখনো মাথা উঁচু করেই চলেছি।

বলে, বশির হোসেন কল্পনায় নিজেই নিজের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইল। তারপর যোগ করল, আপনার দায়িত্ব, বন্ধুবান্ধবকে বলে আমাদের সঙ্গে সবাই এসে যোগ দেবেন কালো পতাকা হাতে। আপনার মতো কর্মীই আজ দেশ চায়। আমার এই কার্ডখানা রাখুন। কিছু মনে করবেন না, ট্র্যাভেল এজেন্সির কার্ডখানাই দিলাম, এই নম্বরে আমাকে অবশ্যই জানাবেন ক'জন বন্ধু আসছেন।

কোথায় ?

হিথরো এয়ারপোর্টে। প্রেসিডেন্টকে কালো পতাকা দেখাতে।

দেখুন, আমি রাজনীতি করি না।

আরে সাহেব, রাজনীতি কি আমিও করি ? তাহলে কবেই দেশে গিয়ে মন্ত্রী হয়ে যেতাম। আমি করি দেশের সেবা। সেবার মন নিয়ে যদি না আসেন তো দেশের উপকার করতে পারবেন না, হয়ত নিজের বাড়িগাড়ি হবে, কিন্তু বাঙালি আপনাকে ক্ষমা করবে না।

ক্ষীণ গলায় কাশেম প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করল। বলল, কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতি লন্ডনে বসে কী করে সম্ভব ? এখান থেকে দেশের কতটুকুই বা আপনি বদলাতে পারবেন ?

আলবত পারব। এবার নিজের উরুতেই প্রচণ্ড চাপড় দিল হোসেন। এই তো আপনাদের মহাদোষ। পারিব না এ কথাটি বলিও না আর, একবার না পারিলে দেখ শতবার। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের এই বাণী ভুলে গেছেন ?

BanglaBook.org

কাশেমের সন্দেহ হলো, হয়ত নজরুল ইসলাম এই লাইনগুলো লেখেন নি। কিন্তু কবিতা সম্পর্কে তার জ্ঞান এত কম যে সন্দেহটা প্রকাশ করতে ভরসা হলো না।

ক্রিস্টিনা কাছে এসে বাঁচিয়ে দিল কাশেমকে। যাক, বশির হোসেনের বক্তৃতা তাকে আর শুনতে হবে না। কিন্তু ভুল। মুহূর্তে ক্রিস্টিনাকে কব্জা করে বসল 'মুক্ত বাংলার' সম্পাদক বশির হোসেন। হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে, বিগলিত হয়ে পাশে বসিয়ে, নিজেকে সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে জানতে চাইল, বাংলাদেশ সম্পর্কে তুমি কিছু জানো ?

ক্রিস্টিনা ভাঙ্গা ইংরেজিতে জানাল, কিছু কিছু জানে। বাংলাদেশের নেতার নামও সে করতে পারে। তারপর অনেক ভেবে ক্রিস্টিনা উচ্চারণ করল, রাখমান।

না, না, রাখমান নহে, রহমান। বশির হোসেন কাছ ঘেঁষে বসল ক্রিস্টিনার। কোন রহমান ? শেখ মুজিবুর রহমান, না, জিয়াউর রহমান ?

ক্রিস্টিনা হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইল বশির হোসেনের দিকে।

হা হা করে হেসে উঠল বশির হোসেন। বলল, বাংলাদেশে এখন রহমানের ছড়াছড়ি। ঠিক যেমন পাকিস্তানে খানের ছড়াছড়ি ছিল। আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, যত পারেন খান। নিজের রসিকতায় হা হা করে হেসে উঠল বশির হোসেন। তারপরই তার খেয়াল হলো, শেষ কথাটা তো বাংলায় বলেছে সে, ক্রিস্টিনা কিছু বুঝতে পারল না। তখন কাশেমের দিকে তাকিয়ে সে বলল, কি সাহেব, ট্র্যানস্লেশন করে দিন না ? আমার আবার ইংরেজি-টিংরেজি ভালো আসে না। দেখি, কেমন দেশপ্রেমিক আপনি।

ট্রানস্লেশন করলেই দেশপ্রেমিক হয়ে যাবো ?

মানে কথার কথা আর কী। পাকিস্তানকে নিয়ে একটু পলিটিক্যাল জোক করলাম আর কী। দিন ট্র্যানস্লেশন করে, বিদেশীরা জানুক, বুঝুক, বাঙালি এখনো পাকিস্তানকে ক্ষমা করে নাই।

ঝিম মেরে বসে রইল কাশেম।

তখন তার কোমরের কাছে তীক্ষ্ণ আঙ্গুলের খোঁচা দিল বশির হোসেন আর বলল, কী সাহেব ?

সেই খোঁচা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথায় খুন চড়ে গেল কাশেমের। হুইস্কি ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় সে হয়ত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াত না। এখন সে কেবল উঠেই দাঁড়াল না, হাতের গেলাশ বশির হোসেনের মাথার দিকে তাক করে চেঁচিয়ে উঠল, শালা।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা বাঁচিয়ে, দু'হাত তুলে, হাত তুলতে গিয়ে মার্টিনির সবটা ফেলে দিয়ে, সরু বাঁশফাটা গলায় আর্তনাদ করে উঠল বশির হোসেন, আরে, আরে, হেলপ, হেলপ।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ক্রিস্টিনাও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, ছুটে এসেছে বাবুল, শফি, গোলাম আলী, সাখাওয়াত আর সেই জার্মান দুটি মেয়ে।

বাবুল হাত চেপে ধরল কাশেমের। এই এই কী হচ্ছে ? ব্যাপার কী ?

পাকিস্তানের স্পাই। দালাল।

কে ? কার কথা বলছেন ?

এই আপনার বন্ধুটি। আমি কাগজে লিখব। বশির হোসেন কাউকে ভয় পায় না জেনে রাখুন।

আহ, থামুন, চেঁচামেচি নয়। বশির হোসেনকে পায়ের ওপর উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল বাবুল।

কিন্তু তার হাত এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়াল বশির হোসেন। আরো বেশি সরু গলায় চিৎকার করে, হাত নেড়ে সে বলতে লাগল, চেঁচামেচি কী বলছেন সাহেব ? এদের

BanglaBook.org

এক্সপোজ করবার সময় এসে গেছে। এই লন্ডন শহরে হাজার হাজার মীরজাফর আছে, তাদের মুখোশ খুলে দিতে হবে, বাবুল সাহেব, তাদের মুখোশ খুলে দিতে হবে।

বশির হোসেনকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল বাবুল, কিন্তু সে একপাও নড়ল না। তখন কাশেমের হাত ধরে সে বলল, কী ছেলেমানুষি করছিস ?

আমি তো কিছু করছি না।

আয়, চলে আয়।

কাশেমকে নিয়ে শোবার ঘরে গেল বাবুল। কাশেমের পা টলছে এখন হুইস্কির তাড়ায়। একবার মনে হলো বমি হবে, হলো না। ধপ করে সে শুয়ে পড়ল বাবুলের বিছানার ওপর। বাবুল শুধু বলল, কিছু মনে করিস না। এখানে চুপ করে থাক। মি. হোসেনের সঙ্গে আমার আবার বাকির কারবার, ওকে একটু ঠাণ্ডা রাখা ভালো। আমাদের টেক-অ্যাওয়ে বিজনেসে ও কাজে আসবে। তুই খবরদার উঠিস না।

ওঠার মতো শক্তিও কাশেমের এখন আর নেই। উঠলেই মাথা ঘুরছে, চোখের সমুখে সবকিছু দুটো হয়ে যাচ্ছে, বস্তুত ভেতর থেকে বস্তুর জন্ম হয়ে ছুটে পালাতে চাইছে, আবার ফিরে আসছে।

বাবুল দরোজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলো। যাবার আগে শুধু একবার জানতে চাইল, সত্যি করে বলতো, বৌয়ের সঙ্গে তোর কিছু হয়েছে ?

না, না।

আচ্ছা, ঘুম এলে তুই ঘুমো।

সাকিনার মুখ ভেসে উঠল কাশেমের চোখে। সাকিনার সেই সারাক্ষণের হাসিটুকু সমেত। বিছানার পাশে ঝকঝকে শাদা টেলিফোন। ফোন করবে সাকিনাকে ? রাত এখন ক'টা ? হাতঘড়ি চোখের সমুখে ভালো করে তুলে ধরেও ঠাহর হলো না।

বাড়ির নম্বর ডায়াল করল কাশেম। পাশের ঘর থেকে এখন নাচের বাজনা বাজছে। কেউ কি নাচ করছে ? না, ওরা শুনছে কেবল ?

এক ইংরেজ মহিলার গলা শোনা গেল টেলিফোনের ওপার থেকে। ক্লান্ত, বিরক্ত, বয়স্ক গলা। এসময়ে নিশ্চয়ই টেলিফোন আশা করে নি।

সরি, রং নাম্বার।

ভীষণ বমির উদ্রেগ হতে লাগল কাশেমের। আজ দুপুরে থেকে হুইস্কি খাওয়া হচ্ছে।

না, সে আর বাড়ি ফিরে যাবে না। সাকিনাকে সে দেখিয়ে দেবে, তার একটা আলাদা জীবন আছে, তার কাজ করবার ক্ষমতা আছে, সে একাই নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারবে।

সাকিনাকে আঘাত করবার ভয়াবহ প্রেরণা এলো তার ভেতরে।

সে আবার বাড়ির নম্বর ডায়াল করল।

এবারে, ওপার থেকে শোনা গেল সাকিনার গলা।

হ্যালো।

কোনো উত্তর দিল না কাশেম।

হ্যালো, হ্যালো। সাকিনার গলায় যেন অনুনয়।

কাশেম মৃদুস্বরে হেসে উঠল, হাসিটুকু দীর্ঘ করে তুলল সে, কিন্তু কোনো কথা উচ্চারণ করল

BanglaBook.org

না।

হ্যালো, হুইজ দিস ? হ্যালো।

টেলিফোন কেটে দিল কাশেম

৮

টেলিফোন রেখে দিয়ে বিহ্বল চোখে সাকিনা তাকাল বেলালের দিকে।

কে ছিল ?

নাম বলল না।

কী বলল ?

কিছু বলল না। রেখে দিল।

হয়ত রং নাম্বার।

সাকিনা তবু দাঁড়িয়ে রইল টেলিফোনের পাশে।

বেলাল বলল, চলে এসো। বোসো।

সাকিনা মোড়ার ওপর বসে পড়ল।

আমার কাছে এসে বোসো।

সাকিনা তার আসন থেকে নড়ল না। তখন বেলাল উঠে এসে তার হাত ধরল।

এসো, আমার কাছে বোসো। অনেক কথা আছে।

বেলাল তাকে ধরে সোফায় বসিয়ে দিল, নিজে বসল তার পাশে, বলল, এত ভেবো না তুমি, এত ভেবো না। যে তোমাকে নিয়ে একটুও ভাবে না তাকে নিয়ে এত ভেবো না।

সাকিনা চুপ করে রইল।

বেলাল বলল, আমার কেবলই মনে হচ্ছে, তোমারই সঙ্গে আমার সংসার। তুমি আর আমি এই সংসার করছি। এটা আমাদের বাড়ি, এটা আমাদের জীবন। তুমি শুনছ ?

হ্যাঁ, শুনছি।

আমি তোমাকে ভালোবাসি।

কেন তুমি আমাকে ভালোবাসবে ?

তোমাকে ভালোবাসি বলে।

চুপ করে রইল সাকিনা। তারপর বলল, আমি ভালোবাসি না।

ভীষণ দমে গেল বেলাল, কিন্তু সামলে নিতে পারল এক নিমেষেই। বলল, আমি তো ভালোবেসেছি। আপাতত এর চেয়ে বড় কিছু নেই, অন্তত আমার কাছে। এবং তা তোমাকে বলতে পেরেছি। অনেকে তো ভালোবাসার কথা বলতেই পারে না। আমি বলেছি, আর তুমি এখন পর্যন্ত আমাকে তিরস্কার করো নি।

সাকিনার চোখে মুখে এখনো উদ্বেগের চিহ্ন। কে ছিল টেলিফোনে ? এমন তো কখনো হয় নি। জানো, লোকটা মনে হলো, শুধু হাসছে।

সাকিনার একটা হাত বেলাল তুলে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু সাবলীলভাবে ছাড়িয়ে নিল

BanglaBook.org

সাকিনা। বলল, যাকগে, যে হোক সে হোক। দরকার থাকলে আবার ফোন করবে। তোমার খিদে পায় নি ?

না।

রাত অনেক হয়েছে। খিদে না হয় না পেল, ঘুম পায় নি ?

না।

আমি ঘরে যাচ্ছি।

না।

আটকে রাখবে ?

চিরদিনের মতো।

পারবে না।

কেন ? আমার কি জোর নেই ?

আছে। কিন্তু আমি জানি তুমি জোর করবে না।

কী করে জানলে ?

তুমি আমাকে ভালোবাসো বলে।

বেলাল এর উত্তর দিতে পারল না। সাকিনা ঠিকই বলেছে, জোর সে করতে পারবে না। মনে মনে একবার কল্পনা করবার চেষ্টা করল, কতটা খারাপ সে হতে পারে। এখুনি কি সে উঠে জড়িয়ে ধরতে পারে সাকিনাকে, তার বস্ত্রহরণ করতে পারে ?

না, না।

কী না-না করছ ? সাকিনার কথায় তার সংবিত ফিরে আসে, মনের ভাবনাটাকেই সে অজান্তে উচ্চারণ করছিল ?

সাকিনা বলল, আমি জানতাম, তুমি আমাকে এ কথা বলবে।

জানতে, আমি তোমাকে ভালোবাসার কথা বলব ? কবে থেকে জানতে ?

কিছুদিন থেকে।

সাকিনা কি জানে কাল রাতে সে তাদের ঘরে গিয়েছিল চুরি করে ? উদ্বিগ্ন চোখে বেলাল তাকিয়ে রইল সাকিনার দিকে।

সাকিনা উঠে গেল রান্নাঘরে। সেখান থেকে বলল, আমি তোমার জন্যে খাবার করছি। কিন্তু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়োগে। কাশেমের জন্যে দেরি করে দরকার নেই।

কাশেমের জন্যে আমি দেরি করছি না। তেতো গলায় বেলাল উচ্চারণ করল। কাশেমের জন্যে তুমি দেরি করো। আমার খিদে নেই। আমি শুতে চললাম।

বেলাল দুমদুম করে নিজের ঘরে গেল। ইচ্ছে করেই দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরোজা। শব্দটা গিয়ে সাকিনার বুকে ঘা দিক। সাকিনা কেন বারবার কাশেমের কথা তুলবে ? এক অর্থে বেলালের ভালোবাসাকেই কি তা তুচ্ছ করা নয় ?

চিৎ হয়ে শুয়ে রইল বেলাল। পোশাক বদলাতে ইচ্ছে করল না। মনের মধ্যে এ রকম একটা আশা হয়ত তার যে সাকিনা তাকে একটু পরেই ডাকবে, তখন পোশাকটা ভদ্রস্থ থাকাই ভালো।

BanglaBook.org

কিন্তু ডাকল না সাকিনা। এমনকি তার চলাচলেরও কোনো শব্দ পাওয়া গেল না। অধিক রাতে প্রায়ই গান করে বা গান শোনে সাকিনা, গানেরও কোনো শব্দ এলো না। রাস্তার মোড়ে রাত এগারটায় শুঁড়িখানা ভাঙ্গার কোলাহল উপচে পড়ল। এক সময়ে সে কোলাহলও নীরবতায় ডুব দিল। আর একইভাবে চিৎ হয়ে, অন্ধকারে শুয়ে রইল বেলাল।

সাকিনা এলো না, সাড়া দিল না।

এলোমেলো মনে পড়তে লাগল কাজের সূত্রে যাদের সঙ্গে পরিচয়, তাদের কথা। ব্রিক লেনের বাবর মিয়ার কাছে কাল রোববার হলেও, যেতে হবে। তার এ কাজের একটা দিক এই যে, শনি-রবি নেই, আবার সপ্তাহের মাঝেও ছুটি। বাবর মিয়া তার স্ত্রীকে বিলেতে আনতে চায়, কিন্তু নিজের বিয়েটাই প্রমাণ করতে পারছে না বলে আনতে পারছে না। আজ ছ'বছর একা আছে বাবর মিয়া। বছরখানেক আগে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যায়, কিছুদিন হাসপাতালে থাকে; এখন আবার কিছুদিন কাজ করবার পর, পুরনো অসুখটা দেখা দিয়েছে। এলাকার সামাজিক কর্মী হিসেবে বেলালের দায়িত্ব তাকে সাহায্য করা। তার সঙ্গে কথা বলেছে বেলাল বহুবার। একটা কথা এখন কানের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাবর মিয়া তার হাত ধরে অনুনয় করেছিল, আমার স্ত্রীকে এনে দিন, নইলে আমি আর বাঁচাবো না।

কেন, বাবর মিয়া তার স্ত্রীকে এমন আকুলস্বরে কাছে চায়? সে কি কেবল শরীরের ক্ষুধা, না, হৃদয় বলে একটা কিছু ব্যাপার আছে; যে হৃদয়ের ব্যাপারে অধিকার কেবল তার মতো লেখাপড়া জানা মানুষেরই নয়, আছে বাবর মিয়ার মতো অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মানুষেরও?

বাবর মিয়ার সেই আকুলতাকে এখন অন্ধকারে চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে বুঝতে চেষ্টা করে বেলাল। নিজের আকুলতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে ভালো লাগে তার। সাকিনার জন্যে তার যে শূন্যতা, সে কি বাবর মিয়ার শূন্যতার সঙ্গে তুলনীয়?

কেন এমন মনে হয়, আমার এই শূন্যতার সঙ্গে কারো শূন্যতা তুলনীয় নয়? কেন মনে হয়, আমি যেমন করে ভালোবেসেছি, আর কেউ কখনো তেমন করে ভালোবাসে নি? অথচ, তার আগেও তো কোটি মানুষ এসেছে যারা ভালোবেসেছে, ভালোবাসা পেয়েছে। সবারই কি মনে হয়েছে; আমার মতো আর কখনো কেউ ভালোবাসার জামা গায়ে পরে নি?

অথচ মানুষ তার সেই বিশিষ্ট ভালোবাসাকেই ভাষা দিতে গিয়ে সবচেয়ে পুরনো, ব্যবহারে ব্যবহারে সবচেয়ে দীপ্তিহীন সেই 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' ছাড়া আর কোনো কথা খুঁজে পায় না। সাকিনাকেও তো সে নতুন কিছু বলতে পারল না, একেবারে নিজের কোনো বাক্যবন্ধ, কোনো শব্দ, কোনো উচ্চারণ তার জিহ্বায় এলো না?

বাবর মিয়াও তো তার হাত ধরে কেঁদে বলেছিল, সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে।

মানুষের এ কী মন্দভাগ্য যে, নিজের একান্ত নিজস্ব কথাটি বলবার জন্যে হাত বাড়াতে হয় অন্যের উদ্ভাবিত শব্দের ভাঁড়ারের দিকে।

এমনকি দূরত্ব আর না-পাবার যন্ত্রণায় যে আর্তধ্বনি তার করতে ইচ্ছে করে, সেই আর্তধ্বনি তো কেরানির সংসারে মাছ বেড়ালে নিয়ে যাবার পর আর্তধ্বনির চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়?

বেলালের হঠাৎ মনে পড়ে যায় মি. সেনের কথা।

মি. চাণক্য সেন। বহুদিন আগে বিলেতে এসেছিলেন ভারতীয় হাই কমিশনের কাজ নিয়ে। এখন তিনি চাকরি ছেড়ে স্কুল মাস্টারি করছেন। দিব্যি জমিয়ে আছেন শেফার্ডস বুশে।

শেফার্ডস বুশে বাড়ি কিনেছি কেন জানেন? মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন বিলেতে, থাকতেন

BanglaBook.org

এই শেফার্ডস বুশ পাড়ায়। রবীন্দ্রনাথ থাকতেন হ্যাম্পস্টেড পাড়ায়। পারলে সেখানেই বাড়ি কিনতাম। কিন্তু সেখানে কিনতে হলে টাটা কি বিড়লার ঘরে জন্ম নিতে হবে। তাই গরিব মানুষ, শেফার্ডস বুশেই আস্তানা গেড়েছি।

মজার মানুষ মি. সেন। বিয়ে করেন নি। মেয়ের দোষ যাকে বলে, তাও নেই। মাঝে মাঝে কবিতা লেখেন 'পূর্ণিমা-রাতে তোমারে নেহারি' জাতীয়। মাঝখানে কলকাতায় গিয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে একখানা বইও ছাপিয়েছেন— 'সুদূরপ্রিয়া' নামে। আলাপ হলেই এক কপি নিজ হাতে লিখে দেবেন, 'অমুককে কবির শুভেচ্ছাসহ।' কান্তিমান হস্তাক্ষরে স্বাক্ষর করবেন 'চাণক্য সেন।' সপ্রতিভভাবে লজ্জিত হয়ে বলবেন, পড়ে দেখবেন। অনেকে বলেন, মশাই, প্রেম করেন নি, বিয়ে করেন নি, আপনি প্রেমের কী বোঝেন ? আমি বলি প্রেম ভালোবাসা হচ্ছে মানুষের একটা থিয়োরি মাত্র। তার জন্যে প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞানের দরকার হয় না। মশাই, একটা মেয়ে মানুষের সঙ্গ করলেই কি প্রেমের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হওয়া যায় ?

মি. সেনের সঙ্গে বেলালের প্রথম আলাপ হয়েছিল বিলেতে আসবার কয়েক মাস পরেই। কলকাতার ছেলে অমিত, সেও ব্যারিস্টারি পড়ছিল। বছরখানেক থেকে— এখন পাস করে ফিরে গেছে, সেই অমিত বেলালকে নিয়ে গিয়েছিল স্ট্র্যান্ডে 'ইয়েটস ওয়াইন লজ'-এ।

'এখানে বহু রকমের ওয়াইন পাবেন, বেলাল বাবু। সারা ইয়োরোপের সেরা লেবেল।' সেই অমিতের বিজ্ঞাপনে রাজি হয়ে সেখানে সে গিয়েছিল। ওয়াইন রসিকদের ভিড়ে ঠাসাঠাসি, তারই ভেতরে কোনো রকমে একটু ঠেস দেবার জায়গা করে দু'বন্ধুতে পান করছিল, এমন সময় ভুঁড়ি দিয়ে ভিড় ঠেলে এক বাঙালি মধ্যবয়সী অতি সুদর্শন ভদ্রলোকের আবির্ভাব। মাথার মাঝখানে ছোট্ট টাক, কিন্তু টাক ঘিরে কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল, হালকা নীল রঙের থ্রিপিস সুট পরনে, রুপোর চেনে পকেট ঘড়ি।

আপনারা বাঙালি ? একেবারে শাদা বাংলায় ইংরেজদের ভিড়ে প্রশ্ন করেছিলেন মি. সেন। হ্যাঁ-সূচক উত্তর পেতেই ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। ঝাড়া দু'সপ্তাহ বাংলা বলি নি, মশাই। আপনাদের দেখেই মনে হলো বাঙালি তরুণ, বুক ঠুকে ঢুকে পড়েছেন ওয়াইন চেখে দেখতে। নতুন এসেছেন তো ? দেখেই বুঝতে পেরেছি। বলতে হবে না। চোখে এখনো বাংলার সেই নদী, সেই ধান খেতের ছায়া দুলছে মশাই, দেখেই বুঝতে পেরেছি। ভাবলাম, দেশের দুটো কথা কইগে। তা কদ্দিন আসা হলো ? মাস তিনেক ? কী খাচ্ছেন এটা ? আরে ছ্যাঃ, এ যে আপনাকে মেডিক্যাল দিয়েছে, মশাই, আসল মাল তো নয়। নাঃ, ইংরেজের সেই সততা আর নেই, বুঝলেন। এখন বাঙালির মতোই আলসে আর বাটপাড় হয়েছে, জানলেন। রঙটাই শুধু শাদা। ফেলে দিন, ফেলে দিন। আমি আপনাদের দিচ্ছি, চেখে দেখুন। লাল, না শাদা ?

তখন পর্যন্ত বেলালের জ্ঞান নেই ওয়াইন লাল হয়, শাদা হয়, আবার গোলাপিও হয়। অমিত কিছুদিন আগে এলেও আর জানা থাকলেও মি. সেনের কথার তোড়ে বেচারা বোবা হয়ে গিয়েছিলো।

আচ্ছা, শাদাই হয়ে যাক। বাঙালির মাছ-ভাতের পেট, শাদাই সহ্য হবে। বলে মি. সেন দুটি গ্লাশ ধরিয়ে তাদের নাড়িনক্ষত্রের খবর নিয়ে ট্র্যাফালগার স্কোয়ারের পাশ দিয়ে ঝাড়া এক মাইল হাঁটিয়ে, ভারতীয় এক রেস্তোরাঁয় তুলে খাওয়াতে খাওয়াতে একটা জ্ঞান দিয়েছিলেন, যেটা এখনো মনে আছে বেলালের।

দেখুন মশাই, পড়তে আসা হয়েছে, পড়ায় গাফিলতি করবেন না। বাবা বাড়ি বেচে, জমি

BanglaBook.org

বেচে, পেনসনের টাকা ভাঙ্গিয়ে পড়তে পাঠিয়েছেন, যে ছেলে বিলেতে থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে চিত্তরঞ্জন দাস হয়ে ফিরবে, বৃদ্ধ বয়সে তাদের দয়া করে কষ্ট দেবেন না। অবশ্যি, তাঁরা সেকালের লোক, তাঁদের ধারণা মহাত্মা গান্ধীর মতো, মহম্মদ আলী জিন্নার মতো সব ছেলেই ব্যারিস্টার হয়ে, বক্তা হয়ে, রাজনীতি করে, কেউকেটা হয়ে বসবে। সেদিন যে আর নেই, এখন যে দেশে রাজনীতি করছে উকিল মোক্তার আর কন্ট্রাকটর, তাঁদের সেটা চোখেই পড়ে না। তা যাকগে মশাই, সকলেই একটা জায়গায় ফেঁসে যায়, একটা ধারণা মাথায় বসে যায়, আপনাদের বাবাদের আর কী দোষ দেব।

খেতেও পারেন মি. সেন। ঐটুকু বলবার ফাঁকেই আস্ত আধখানা মুরগির তন্দুরি সাবাড় করে ফেলেছিলেন, হাত বাড়িয়েছিলেন ভূনা ভেড়ার মাংসের পুরো বাটিটার দিকে।

কথা শুনে আর খাবার বহর দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিল অমিত আর বেলাল।

সে কী মশাই, আপনারা খাচ্ছে না ? খান, খান। থাকেন তো বেড-সিটারে, খান নিজের হাতে রান্না করা ডাল আর ডিমভাজা; নয়তো ফিশ ফিঙ্গার আর বিফ বার্গার। খান, ভালো করে খান। হাত গুটিয়ে বসে থাকাটা কাজের কথা নয়। বাঙালির সুনাম নষ্ট করবেন না। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে পড়েন নি ?— গায়ে তেল মেখে পুকুরে চান করতে যাবার আগে দেড়কাঠা মুড়ি আধসের খেজুর গুড় দিয়ে খেয়ে বাবু গেলেন চান করতে। এসে তিনপো চালের ভাত আর সেই পরিমাণ মাছ। কোন বইয়ে বলুন তো ? পড়েন নি ? কী পড়েছেন তাহলে ? এই আমাদের এক মহৎ দোষ, জানলেন। এদেশে এসে সাহেব হয়ে তো যাইই, দেশে থাকতেই ইংরেজি উপন্যাস ছাড়া পড়ি না। তা যাকগে, খান, আগে খেয়ে নিন, দুটো কথা বলব, শুনতে মিঠে লাগবে না, আপনাদের দেখে ভালো লেগেছে, না বললেও শান্তি পাবো না। আগে খেয়ে নিন জমাটি করে।

কী কথা বলবার জন্যে এত ভূমিকা, অমিত-বেলাল বুঝতে পারছিল না। সহজ হয়ে বসে থাকতে পারছিল, সে কেবল পেটে খানিক ওয়াইন যাবার কৃপায়। খাওয়া শেষে চিমনি গেলাশে ব্র্যান্ডি নিয়ে মি. সেন একবার অমিতের দিকে, একবার বেলালের দিকে সহাস্য তাৎপর্য নিয়ে তাকালেন।

ভাবছেন, মি. সেন না জানি কোন তেতো কথা বলেন। হয়ত ভাবছেন, রাজনীতি। শুনে দেখবেন, বাঙালি সমাজে এখানে অনেকেই বলে, মাস্টারি নাকি একটা ভাঁওতা, আসলে আমি ইন্ডিয়ান হাইকমিশনেই আছি, ভোল পালটে গুপ্তচরগিরি করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ এ রকম কথা শুনবেন। পাকিস্তানিরা বলে আমি নাকি ঢাকার ছেলেদের মাথায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ ঢোকাচ্ছি, পাকিস্তান ভাঙবার জন্যে তাদের তৈরি করে দেশে ফেরত পাঠাচ্ছি। তবে, মিথ্যে বলব না, দেশে আমি সব ছোকরাকেই যেতে বলি, আর এটাও বলব আপনাদের দু'জনকে দেখে মনে হচ্ছে এক মায়ের দুই ছেলে ; আপসোস হচ্ছে, হায়রে বাঙালি যদি এক থাকতে পারত, কিন্তু এক থাকবে কী করে ? এই তো আমার বাপ-পিতামো ছিলেন ময়মনসিংহে, জমিদারি ছিল; দেখেছি তো, মুসলিমদের কী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন গুরুজনেরা ? মুসলিম চাষার ছেলে লেখাপড়ায় একটু ভালো হলেই দাদুকে দেখেছি মশাই, ধরে এনে চাষের কাজে লাগিয়ে দিতেন। তা তারা যদি পাকিস্তান চায় তো তাদের দোষ ? আমি বলি বাঙালি হিন্দুর শিক্ষা হচ্ছে, আরো হোক। হিন্দিওয়ালাদের হাতে মার খেয়ে লাথি খেয়ে শিক্ষা হোক তারা কী করে ছিল মুসলিমদের। তা যাকগে রাজনীতি। চাণক্য সেনকে স্পাই বলে বলুক লন্ডনের বাবুরা, যত পারে বলুক, আমি মশাই ইস্কুলে পড়াই, বাড়ি ফিরে বোতল খুলি, ব্রাহমস-বেঠোফনের মিউজিক শুনি, কবিতা লিখি, তাতেই আমার সুখ।

BanglaBook.org

আরেক পাত্র ব্র্যান্ডির জ[illegible] দিয়েছিলেন মি. সেন। আসল কথায় তখনো আসেন না। ব্র্যান্ডি এলে, চিমনি-গেল[illegible]তের তেলোয় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেশ গরম করে, তারিয়ে একটা চুমক দিয়ে বলেছিলেন[illegible] খাবেন বডি টেম্পারেচারে। তবে মশাই, এসব বেশি শিখবেন না। পড়তে এসেছেন[illegible], পাশ করবেন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন। ব্যাস। কম দিন তো হলো না[illegible]ছর লন্ডনে। বাঙালি যারাই পড়তে আসে, তাদের এক ডজনের ভেতরে দু'জন ফ[illegible]রে পাশ করে দেশে ফিরে যায়। তার বাকি দশজন ? শুনুন তাহলে। বিলেত বাসের[illegible] 'ফেজ' তাদের। হাসবেন না, মন দিয়ে শুনে যান, কপাল খারাপ থাকলে নিজে[illegible]ই দেখবেন চাণক্য সেন ঠিক বলেছিলো।

তিনটে ফে[illegible]কম ? দুরুদুরু বুকে জানতে চেয়েছিলেন বেলাল। তার বাবা তাকে বিলেতে পড়তে প[illegible]লেন ধানের জমি বিক্রি করে। বাবার কথা মনে পড়েছিল, মাকে তিনি বলেছিলে[illegible]লাল ফিরে এসে আবার জমি করবে ব্যারিস্টারির টাকায়।

তিনটে[illegible] কী রকম ? সেই কথাই তো বলছি। শুনলে তেতো লাগবে। আপনাদের জীবনে না হয়[illegible]গবান না করুন, সেই জন্যেই তো ধরে বেঁধে বসালুম আপনাদের। পয়লা ফেজ, ধরুন[illegible]র তিন-চার। বাবা টাকা পাঠাচ্ছেন, আপনিও পড়ছেন। কিন্তু আসলে কী পড়ছেন ? বন্ধু[illegible]ছে, দেশে ছাত্র থাকা কালে যে স্বাধীনতা পান নি সেই স্বাধীনতা পেয়েছেন, মদ ধরে[illegible] হয়ত বান্ধবীও জুটেছে; ভাবছেন, এবার প্রিপারেশন ভালো হয় নি, সামনের যাত্রায় প[illegible]দেব। কিন্তু পরীক্ষা আর আপনার ঐ তা-না-না-না করে দেয়া হলো না। এদিকে, বা[illegible]কা বন্ধ করে দিলেন। তিনি তো আর টাটা-বিড়লা নন মশাই। আপনি তখন পুরনো ব[illegible]ছে গিয়ে পড়লেন বুদ্ধির জন্যে। আসলে, এই পুরনো বন্ধুগুলো হচ্ছেন কুনকে হাতি। [illegible]খেদায় আটকে পড়া বুনো হাতিকে যারা দলে টানে, সেই নচ্ছার এগুলো। পুরনো বন্ধু [illegible]কে সাহস দিলেন, মাংস রান্না করে খাওয়ালেন, বিয়ার খাওয়ালেন আর বললেন— [illegible] চাকরি ধরো, টাকা জমিয়ে সেই টাকায় একটা বছর চোখ বুঝে নাক-কান গুঁজে [illegible]ানা করে পরীক্ষা দাও। আপনার পছন্দ হয়ে গেল কথাটা। আশার আলো দেখতে [illegible]ন। লেগে গেলেন চাকরিতে। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল লন্ডনে আপনার ছাত্র জীবনের দ্বিতীয় [illegible]। কোথা দিয়ে যে তিন-চার-পাঁচ বছর বেরিয়ে গেল, আপনি টেরও পেলেন না। লক্ষ [illegible] দেখেছি, এই দ্বিতীয় ফেজের শেষ দিকে, মানে, আপনার বিলেত বাস যখন বছর [illegible]াতেক হয়ে গেছে, তখন মনে একটা অনুতাপ আসে; দেশের জন্যে খুব একটা টান হয়। [illegible] হয়, হায়রে, অমূল্য সময় নষ্ট করেছি, বাবা-মার মন ভেঙে দিয়েছি, এবার যে জন্যে [illegible]সছি সেই কাজ করতে হয় অর্থাৎ পড়ে একটা পাশ করতে হয়। কিন্তু চাকরি করে টাকা [illegible]মিয়ে যে পড়া যায় না, সেটা ততদিনে আপনার মালুম হয়ে গেছে। আপনি চারদিকে চোখ [illegible]লিয়ে দেখলেন, অনেকে যা করেছে, আমিও তাই করি না কেন ? বুঝতে পারলেন না ? [illegible]শে গিয়ে বিয়ে করে, বৌকে এদেশে চাকরিতে ঢুকিয়ে সেই টাকায় লেখাপড়া করবার চেষ্টা করেছে অনেকে। আপনারও অগতির গতি। বয়সও হয়েছে, বিয়ের বাজনাটাও বেশ লোভনীয় মনে হচ্ছে, আপনি ধারধোর করে রওয়ানা হলেন দেশের দিকে। শুরু হলো আপনার তিন নম্বর ফেজ। আমাদের দেশে নিতান্ত অভিশাপ না থাকলে তো কেউ আর মেয়ের বাপ হয় না, মশাই। মেয়ের বাপ আপনাকে পেয়ে হাতে স্বর্গ পেলেন। এমন সোনার চাঁদ ছেলে, এমন ভবিষ্যৎ, আজ বাদে কাল ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরবে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে ফিরবে, এমন ছেলে হাতছাড়া করা যায় ? হয়ে গেল আপনার বিয়ে। ফিরলেন বৌ নিয়ে লন্ডনে।

BanglaBook.org

বৌকে জল ধরালেন, মানে মদ, ধোঁয়া ধরালেন শখ করে, মানে সিগারেট; একটু আধটু নাচেও টানলেন, বৌটি বেশ সড়গড় হয়ে উঠল, সুন্দরী হলে তো কথাই নেই— পপুলার, আর আপনি তখন তিন নম্বর ফেজের মধ্যগগনে। বৌ চাকরি করছে, রান্না করছে, আপনাকে খাওয়াচ্ছে, আপনি ইভনিং ক্লাশে যাচ্ছেন, ফিরে এসে বাড়িবাড়ি নেমতন্ন খেয়ে বেড়াচ্ছেন। ইন্দিরা গান্ধীর নিকুচি করছেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র আদৌ আসবে না বলে বুক চাপড়াচ্ছেন। আসলে, দেশ যে কত খারাপ সেখানে আদৌ ফিরে যাওয়া যায় না, এই রকমটা নিজেকে বোঝাচ্ছেন। তারপর ?

নাটকীয়ভাবে থেমেছিলেন মি. চাণক্য সেন।

বিহ্বল চোখে তাকিয়ে ছিল বেলাল আর অমিত।

আপনারা কী করে বলবেন ? আপনারা তো আর দেখেন নি, দেখেছি আমি। তারপর, তিন রকম আছে। এক, বৌয়ের গুঁতোয় সত্যি সত্যি পরীক্ষায় পাশ করে দেশে ফিরে যায়। দুই, পরীক্ষা আর দেয়া হয় না, দেশেও কালোমুখ দেখাতে সাধ হয় না, দু'জনেই বিলেতে প্রবাসী বাঙালির সংখ্যা বাড়ায় আর মিনি-প্রবাসী উৎপাদনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তিন, নিজের ভবিষ্যৎ আর বৌ দুটোই হারায়।

বৌ হারায় কী রকম ?

কেউ ভাগিয়ে নিয়ে যায়। বাড়িতে খরচ কুলাবার জন্যে একটা ঘর ভাড়া দেয়া হয় কোনো অবিবাহিত ছাত্রবন্ধুকে। স্বামীর পড়াশোনা নিয়ে খিটিমিটি, ভালোবাসা কর্পূর। তখন বন্ধুটির সহানুভূতি মিঠে মনে হয়, রান্নাঘরে গাঁ ঘেঁষাঘেঁষি, একটু ড্রিংক করে হাত ধরে টানাটানি, একসঙ্গে অ্যাডালট মুভি, ব্যাস, আর চাই কী। জানাজানি হয়ে গেলে ছাড়াছাড়ি; জানাজানি না হলে আরো চমৎকার, পাণ্ডবের সংসার।

রাত হয়ে গিয়েছিল অনেক। রেস্তোরাঁ বন্ধ করবার সময়। পথে বেরিয়ে মি. সেন বলেছিলেন, ঘাবড়ে গেলেন না তো, মশাইরা। ভালো ভেবেই বললাম। কেউ শোনে, কেউ শোনে না। আমার কী মশাই। আমার পড়তেও নেই, বিয়ে করতেও নেই। দেখে দেখে মেনা ধরে গেছে বলেই, আর আপনাদের দেখে আমার সেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় বলেই, না বলে পারি না। নতুন এসেছেন, ঠিক ঠিক পা ফেলে চলবেন। ঐ যে তিন ফেজের কথা বললাম, তার একটাও যেন আপনাদের জীবনে যেন না আসে, হুঁশিয়ার থাকবেন।

মি. সেনের নিজের জীবনটা খুব জানতে ইচ্ছে করেছিল বেলালের। কিন্তু কী করে একটা হঠাৎ-আলাপ-হওয়া মানুষকে জিজ্ঞেস করা যায় ?

বিয়ে করেন নি কেন ? বিলেত ছেড়ে নিজে তিনি দেশে ফিরে যান নি কেন ? তারও কি কোনো কাহিনী আছে ?

সাকিনার যখন কোনো সাড়া নেই, সাকিনাকে যখন সে তার ভালোবাসার কথা বলেছে, সে যখন অন্ধকারে নিজের ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, তখন মি. চাণক্য সেনের ঐ শেষ কথাটা বিদ্যুতের মতো তার মনে পড়ে গিয়েছিল। বন্ধু স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার কথাটা। কিন্তু, এই মুহূর্তে তারো চেয়ে বড় হয়ে মনে পড়তে লাগল মি. সেনের নিজের কী হয়েছিল তা জানা হয় নি। বহুবার এরপর দেখা হয়েছে, কিন্তু কখনোই কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি।

BanglaBook.org

৯

বাবুলের শোবার ঘরে আফ্রিকা ছায়া ফেলে আছে।

দেয়ালে দুটো প্রকাণ্ড ঢাল ; তাদের গায়ের খয়েরি আর চুনশাদা রঙে জ্যামিতিক নকশা আঁকা। দুটো ঢালের মাঝখানে লম্বা দুটো বর্শা ক্রস করে রাখা। জানালার পর্দায় আকাসিয়া গাছের প্রিন্ট। মেঝের দুধসর রঙের কার্পেটের ওপর পাতা ঘন ধূসর ভালুকের ছাল। ঘরের এক কোণে রাখা কাঠের খোলে তৈরি আফ্রিকার দুটো ঢোল, এ দুটো আবার কাজ করে রেকর্ড প্লেয়ারের স্পিকার হিসেবে। বিছানার কভারে বাঘের গায়ের ডোরা কাটা।

নিগ্রো এক তরুণীর সঙ্গে বাবুল কিছুকাল ছিল। তারই প্রভাব এখনো বাবুলের শোবার ঘরে। এশিয়ার মানুষ যাদের বলা হয়, তামাটে রঙের মানুষ, তাদের সঙ্গে নিগ্রো মেয়ের সম্পর্ক কেন, নিগ্রো ছেলেদের বন্ধুত্বও একটা অতি বিরল ব্যাপার। এক ধরনের পারস্পরিক অবিশ্বাস আছে, তার চেয়ে দুঃখের, আছে ঘৃণা। তামাটের পাশ থেকে বাসে-ট্রেনে অনেক সময় শাদারা যেমন উঠে যায়, নিগ্রো এসে বসলেও সেই একই অস্বস্তিতে উঠে যায় তামাটেরা। বাঙালিরা যখন দুঃখ করে বলে, শাদারা তাদের পছন্দ করে না, বাবুল তখন প্রায়ই বলে, 'এতে অবাক হচ্ছো কেন ? তুমিও তো আফ্রিকার ভূষোকালো মানুষ দেখলে পালাই-পালাই করো আর বলো যে গায়ে তাদের মোষের মতো দুর্গন্ধ।'

বাবুলের আফ্রিকান মেয়েটি ছিল বায়াফ্রার। সেখানে গৃহযুদ্ধের সময় মেয়েটি তার বাবা-মার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল। লন্ডনে অভাবের তাড়নায় ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় পরিবার, মেয়েটি এসে ওঠে বাবুলের কাছে।

বাবুল তাকে বিয়ে করবার কথা কখনো ভাবে নি। বাবুল বলত, এত করেছি কালোই বা বাদ থাকে কেন ?

কাশেম যখন বিয়ে করে এলো, এখানে রিসেপশন দিল, তখন বাবুল এসেছিল বায়াফ্রার মেয়েটিকে নিয়ে। মেয়েটি কি গভীর কৌতূহলের সঙ্গে সাকিনাকে দেখছিল, দেখছিল তার বিয়ের গয়না, লাল শাড়ি আর হাতের মেহেদি।

এখনো আবছা মনে পড়ে মেয়েটির কথা। বাবুলের কি মনে পড়ে ?

কী করে বাবুল পারে একটি মেয়ের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো থেকে, অবলীলাক্রমে তাকে ভুলে যেতে ? বিছানায় কি জড়িয়ে থাকে না ঘ্রাণ ? হৃদয়ে কি কোনো স্মৃতি ?

সাকিনাকে সেও কি ছেড়ে থাকতে পারবে ? আর, অন্য কোনো মেয়ের শরীরে অন্ধকারে হাত দিয়ে কি তার মনে হবে না, কী ভীষণ অচেনা ?

কাশেমের মাথায় হাত রাখলো ক্রিস্টিনা।

কে ?

আমি ক্রিস্টিনা। নিদ্রা যাইতেছ ?

কাশেম কোনো উত্তর করল না।

ক্রিস্টিনা জিজ্ঞেস করল, এখন কীরূপ বোধ করিতেছ ?

কাশেম চুপ করে রইল।

আমি তবে যাই।

কাশেম তার হাত ধরল। জানতে চাইল, পার্টি শেষ ? ক'টা বাজে ?

BanglaBook.org

কেউ কেউ এখনো রহিয়া গিয়াছে। সেই পাষণ্ড ব্যক্তি যাহার সহিত তোমার বিতণ্ডা হয়, সে চলিয়া গিয়াছে। রাত্রি বর্তমানে বারোটা উত্তীর্ণ।

রাত বারোটা শুনে একবার উঠে বসবার চেষ্টা করল কাশেম— যেন এক্ষুণি তার বাড়ির দিকে যাত্রা না করলেই নয়। কিন্তু আধো উঠে বসেই আবার সে ঢলে পড়ল বিছানায়। মাথাটা ভীষণ ভারী মনে হচ্ছে, আর, না সে যাবে না, সাকিনার কাছে যাবে না। এখন থেকে সে একা। তার যা খুশি সে করবে, কারো কথা ভেবে সে কিছু করবে না।

ক্রিস্টিনা, তোমার কথা কিছু বলো।

ক্রিস্টিনার হাত সে ছেড়ে দিল না, নিজের মুঠোর ভেতরে নিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে রইল। ঘরের ভেতরে ছোট্ট একটা আলো জ্বলছে, দেয়ালে ঝোলানো আফ্রিকান একটা মুখোশের ভেতর থেকে। সেই মুখোশের কাটা দুটো চোখ আর ঠোঁটের ভেতর থেকে গড়িয়ে পড়ছে মৃদু আলো। সে আলোয় চেনা কিছুও অচেনা হয়ে যায়, আর অচেনা তো স্বপ্নের মতো মনে হয়।

ক্রিস্টিনার হাত টেনে কাশেম নিজের কপালের ওপর রাখল। অস্ফুট স্বরে বলল, তোমার হাত কী ঠাণ্ডা। খুব ভালো লাগিতেছে।

অনেক হুইস্কি পান করিয়াছ।

সারাদিন।

দুষ্ট ছেলে।

তোমার হাত ভালো লাগিতেছে।

হঠাৎ সাকিনার কথা মনে পড়ে গেল তার। মাঝে মাঝে রাতে সাকিনা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, যখন ঘুম আসে না; আর তখন গুনগুন করে গান করে সাকিনা।

ক্রিস্টিনার হাতটা হঠাৎ ফেলে দিল কাশেম।

কী হইল ?

সাকিনাকে সে আঘাত করবে। কাশেম ক্রিস্টিনার হাত এবার আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতনভাবে ধরল, এনে রাখল নিজের কপালে।

তুমি আমাকে আঘাত করিতেছ।

ভীষণ জোরে চেপে ধরছিল সে হাত। মুঠো আলগা করে দিল কাশেম।

কেন এ ঘরে আসিলে, ক্রিস্টিনা ?

বাবুল বলিল তোমাকে দেখিতে।

বাবুলের সব সথা তুমি শুনিয়া থাকো ?

উহার অর্থ ?

বাবুল যদি কহিল আজ রাত্রে হস্টেলে ফিরিতে পাইবে না, থাকিয়া যাইবে ?

হস্টেল এতক্ষণে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বাবুল যদি কহিল আর কক্ষনো জার্মানি ফিরিয়া যাইতে পারিবে না, ফিরিবে ?

জার্মানিতে আমার বাবা মা রহিয়াছে না ? ভাই রহিয়াছে না ?

আর কে রহিয়াছে ?

আর কেহ নয়।

BanglaBook.org

ক্রিস্টিনা এখন নিজেই গা মাথা গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে কাশেমের শরীর থেকে এক চিমটি চামড়া তুলে নিয়ে আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে খেলা করছে।

হঠাৎ এক ঝলক আলো এসে পড়ল ঘরে। দরোজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে বাবুল।

কাশেম ?

কী রে ?

ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে উঠে বসে কাশেম।

থাক, থাক, উঠতে হবে না। শুয়ে থাক। বাংলায় বলে বাবুল। লজ্জা পাচ্ছিস ? লজ্জা করে কী হবে ? আর বিরক্ত করব না, চালিয়ে যা।

বাংলায় কাশেম বলল, কখনো এসব করি নি। কেমন লাগছে।

শ্যালা, ন্যাকামি হচ্ছে ?

সত্যি বলছি। কক্ষনো করি নি।

বৌয়ের সঙ্গে তো করেছিস ? একই ব্যাপার।

কাশেমের মনে পড়ে যায়, বাবুল সব সময়ই সাকিনা যে সুন্দরী সে কথাটা উল্লেখ করে। বাবুলের কী ইচ্ছে হয়, এখন হচ্ছে, সাকিনার জন্যে ?

বাবুল বিছানার কাছে এসে, পাশের ছোট্ট টেবিলের দেরাজ খুলে, ক্রিস্টিনাকে আড়াল করে, চকচকে এতটুকু একটা প্যাকেট বার করল। ইংরেজিতে একে বলে— ফরাসি চামড়া ; আর ফরাসিরা বলে— ইংরেজের ওভারকোট। প্যাকেটটা হাত আড়াল করে কাশেমকে দেখিয়ে, এক চোখ টিপে, বালিশের নিচে রেখে দিতে দিতে বাবুল বলল, শালা, লাগতে পারে। অমনি ফাঁসিয়ে দিও না, ঝামেলায় পড়বে। এ মাগিরা এমনিতে ভালো, অমনিতে রক্ত চুষে ছাড়ে।

ক্রিস্টিনার দিকে তাকিয়ে বাবুল ইংরেজিতে বলল, আমার বন্ধুটিকে দেখিও। বেচারা বড় একা বোধ করিতেছে।

আস্তে করে দরোজা ভেজিয়ে বাবুল একটু বেসামাল পায়ে বেরিয়ে গেল।

ক্রিস্টিনা বাংলা বোঝে না, 'মাগি' শব্দের তাৎপর্য সে কল্পনাও করতে পারবে না ; তবু কাশেম ভীষণ অনুতপ্ত বোধ করতে লাগল। ক্রিস্টিনার দিকে ভালো করে তাকাতে পারল না অনেকক্ষণ। তার কেমন মায়া করতে লাগল এই বিদেশী মেয়েটির জন্যে— যার বাবা আছে, মা আছে, ভাই আছে, তাদের কথা লন্ডনের এই ব্যাচেলর ফ্ল্যাটে বসে, সুরা সঙ্গীত আর ফরাসি চামড়ার ভেতরে থেকেও যে মেয়ে ভাবছে।

কী ভাবিতেছ ?

ক্রিস্টিনার কথায় আরো লজ্জা পেল কাশেম।

না, কিছু নহে।

মাথাটা ভীষণ ভারী লাগছে কিন্তু মাথা এলিয়ে দিতেও, ক্রিস্টিনার উপস্থিতিতে, এখন তার খুব সঙ্কোচ হতে লাগল।

ক্রিস্টিনা বলল, তোমার কপাল খুব উষ্ণ দেখিলাম। অপেক্ষা করো।

সে হাতব্যাগ খুলে একটা রুমাল বের করে, পাশের টেবিলে রাখা পানির বোতল থেকে ভিজিয়ে কাশেমের কপালে চেপে ধরল। বলল, এত হুইস্কি পান করিতে নাই।

ভারী আপন মনে হলো মেয়েটিকে। কাশেম তার কোলের 'পরে হাত রাখল। ক্রিস্টিনার পরনে

BanglaBook.org

জীন ; তাই তার শরীরের কোমলতাটুকু এসে পৌঁছুলো না কাশেমের হাতে, কেবল মনে হলো সুগোল একটা নলের গায়ে হাত রেখেছে সে।

ক্রিস্টিনা বলল, জানো আমার বাবা অত্যন্ত হুইস্কি পান করে। এই লইয়া মার সঙ্গে প্রত্যহ কলহ। বাবা মাকে প্রহার করে। আমাকে প্রহার করে, গুনটারকে প্রহার করে।

গুনটার কে ?

আমার ভাই। গুনটার এখন মানসিক হাসপাতালে।

মানসিক হাসপাতালে কেন ?

আমাদের বাড়িতে কেহ সুস্থ থাকিতে পারে না।

ইংরেজি ভালো জানে না ক্রিস্টিনা, মাঝে মাঝে ভুল শব্দ ব্যবহার করছে, কখনো জার্মান শব্দ, কখনো চুপ করে থাকছে কথার মাঝখানে— শব্দের অভাবে ; তবুও সব মিলিয়ে একটা সাঁকো দাঁড়িয়েছে, হোক তা দুর্বল এবং সরু, ভাবনার পারাপার চলছে।

কাশেম একবার অক্সফোর্ড স্ট্রিটের ল্যাংগোয়েজ ল্যাবরেটরিতে বিদেশী কোনো ভাষা শেখার কথা ভাবছিল। তখন যদি জার্মান শিখত তাহলে আজ ক্রিস্টিনার কথাগুলো আরো স্পষ্ট করে সে বুঝতে পারত, সে তার নিজের ভাষাতেই কথা বলতে পারত।

গুনটার কতদিন হাসপাতালে ?

দেড় বৎসর।

নিরাময় হইবে না ?

নিরাময় হয়, আবার অসুস্থ হয়।

আবার রুমাল ভিজিয়ে ক্রিস্টিনা চেপে ধরল কাশেমের কপালে।

আরাম ?

হুঁ ?

এত হুইস্কি পান করিও না। আমার বাবাকে দেখিয়াছিতো ? কী ভীষণ বাজে নেশা। প্রভাতে হুইস্কি পান না করিলে শীতেও ঘাম ঝরিতে থাকে। বাবার অপর নেশা ঘোড়া। ঘোড়াদৌড়। ইংরেজিতে কী বলে জানি না, খেলাটার একটা নাম রহিয়াছে। ঘোড়ার পিছনে ছোট খোলা গাড়ি, অনেকটা রথের অনুরূপ। সেই রথে বসিয়া ঘোড়া ছুটাইতে হয়। জার্মানিতে সবার খুব পছন্দ। বহু লোকে বাজি ধরে। আমার বাবা ঘোড়াকে ট্রেনিং দেন, রথে চড়িয়া ছোটান। তবে নিজের ঘোড়া তো নহে ; বাজির পয়সা পায় ঘোড়ার মালিক। আমার বাবা শুধু মাহিনা পান, আর জিতিলে কমিশন। ছবি দেখিবে বাবার ?

ক্রিস্টিনা হাতব্যাগ থেকে জার্মান একটা খবরের কাগজের কাটিং বের করে দেখালো। মধ্য বয়সী বিরলকেশ এক ভদ্রলোক রথে বসে আছে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে কিছু লোক।

সেবার বাৎসরিক দৌড়ে আমার বাবা ফার্স্ট হইয়াছিলেন।

গর্বে জ্বলজ্বল করে ওঠে ক্রিস্টিনার মুখ। তখন মনে হয়, কাশেম এই মেয়েটিকে যেন একটা জীবন জুড়ে চেনে।

আমার বাবা কী বলেন জানো ? বলেন, মরিয়া গিয়া আরেক জন্মে আমি ঘোড়ার পিঠের জ্বিন হইতে চাই ?

বাঃ, মজার তো ?

BanglaBook.org

জ্বিন কেন জানো ? বাবা বলেন, ইহাতে আমার সারা জীবনের নেশা ঘোড়ার পিঠের উপর থাকিতে পারিব। আর সে ঘোড়ায় কোনো রমণী চড়িলে তাহার নিতম্বের নিচে থাকিতে পারিব। বাবার দ্বিতীয় নেশা, রমণী।

খুব লজ্জিত দেখালো ক্রিস্টিনাকে।

মাকে লইয়া বাবা যে কেন সুখী নন, জানি না।

আবছা করে কাশেমের নিজের কথা মনে পড়ল, বাবা-মার কথা মনে পড়ল। তার নিজের মা সুখী না অসুখী ? আশ্চর্য, কোনোদিন এ প্রশ্ন তার মনে আসে নি। মা, মা ; বাবা, বাবা ; তাদের ভেতরে সুখ-অসুখের কোনো অবকাশ থাকতে পারে, এটা যেন ছেলেমেয়ের মনেই আসে না।

সে নিজে কি সাকিনার সঙ্গে সুখ পেয়েছে ?

সাকিনাকে যখন সবাই সুন্দরী বলত, তাকে ঈর্ষা করত, তখন এক প্রকার সুখ হতো, তার মনে পড়ে যায়। এখন কেউ 'সুন্দরী' বললে কাঁটার মতো বেঁধে। একটা বিকেলে নিজেকে ভারী সুখী মনে হয়েছিল। সেদিন খুব বিষ্টি হচ্ছিল। সেদিন কোনো বন্ধুর টেলিফোন আসছিল না। সেদিন বাড়ির কাজ করতে, রান্না করতে ইচ্ছা করছিল না। সাকিনা বলেছিল, চলো, আজ আমরা দুজনে খুব সেজে কোনো রেস্তোরাঁয় যাই। সাকিনা সেদিন ভীষণ সেজেছিল, ঠিক বিয়ের দিনের মতো। লাল শাড়ি, সব গয়না। আর কাশেম নিজে পরেছিল তার তুলে রাখা কালো ভেলভেটের সুট। দু'জনে গাড়ি করে গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। 'চলো, অনেক দূরে কোথাও যাই।' চার নম্বর মোটরওয়ে দিয়ে চলে যাওয়া যেত ব্রিস্টল কিংবা কারডিফ। 'যাবে ? যাই ?' 'না, সাকিনা ; সে অনেক দূর। বেশি পাগলামি হয়ে যাবে।' এয়ারপোর্টের তিন নম্বর ডিপারচার লাউঞ্জ, যেখান থেকে আন্তঃমহাদেশীয় বিমানগুলো যাত্রা করে, সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তারা। 'দেশে যেতে ইচ্ছে করছে'। 'যাবো, একদিন আমরাও যাবো। এই ডিপারচার লাউঞ্জে একদিন, শিগগিরই একদিন যাবার জন্যে আসব।' তারা বসেছিল লাউঞ্জের ওপরতলায় রেস্তোরাঁয়। সেদিনটা ভারী সুখী মনে হয়েছিল নিজেকে। অথচ এমন কিছু কারণ ছিল না সুখী বোধ করবার।

সুখবোধ তাহলে সম্পূর্ণ নিজের ভেতরে ? বাইরের কোনো কারণ বা আয়োজনের দরকার করে না।

সুখ কি একটা সুন্দর সম্ভাবনার দরোজায় দাঁড়িয়ে থাকা মুহূর্তের নাম ?

ক্রিস্টিনা কাছে। এখন তার মনে হচ্ছে, সে সুখী।

দরোজায় টোকা পড়ল। ক্রিস্টিনা টুক করে কাশেমের কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে একটু সরে বসল। দরোজা আধো খুলে কৌতূহলী মুখ বাড়িয়ে দিল বাবুল।

শালা, এখনো কিছু না ?

শোন, শোন। কাশেম তাকে ভেতরে ডাকল, কিন্তু সে এলো না।

বড্ড টাইম নিচ্ছিস রে।

ক্লিক করে দরোজা বন্ধ করে বাবুল চলে গেল।

কী বলল ? জানতে চাইল ক্রিস্টিনা।

মিছে করে কাশেম বলল, আমি কেমন আছি জিজ্ঞাসা করিল।

এখন আর খারাপবোধ হইতেছে না ?

BanglaBook.org

না। মাথাটা কেবল ধরিয়া রহিয়াছে।

ক্রিস্টিনাকে কাছে টানল কাশেম। সে সরে এলো কাছে। আরো কাছে টানল। আরো কাছে এলো ক্রিস্টিনা। একেবারে কাশেমের বুকের কাছে তার কোমর এসে পড়ল। তার কোমর জড়িয়ে হাত রাখল কাশেম। ক্রিস্টিনা একবার নিজের পা থেকে বুক পর্যন্ত দেখে কাশেমের কপালে ভেজা রুমালের ওপর হাত রাখল। বাবুল যত উস্কানি দিচ্ছে, কাশেমের ততই মায়া বাড়ছে মেয়েটি জন্যে।

লন্ডনে তুমি কী করিতেছ, ক্রিস্টিনা ?

ইংরেজি শিখিতেছি।

ইংরেজি শিখিয়া কী করিবে ?

আমার কাজে লাগিবে।

জার্মানিতে ইংরেজি কী কাজে লাগিবে ?

ক্রিস্টিনা হেসে ফেলল। মিথ্যা কথা বলিতেছি, ইংরেজি জানিলে কাজের অনেক সুবিধা আছে। ট্র্যাভেল এজেন্সিতে কাজ করা যায়, এয়ারপোর্টে কাজ করা যায়, পোস্টাপিসে, আন্তর্জাতিক টেলিফোনে কাজ করা যায়।

তুমি কোথায় কাজ করিবে ভাবিতেছ ?

আমি ম্যাসার হইতে চাই।

ম্যাসার ? সে আবার কী ?

জানো না বুঝি ? এত চমৎকার ইংরেজি বলো, ম্যাসার বোঝো না ?

ক্রিস্টিনা হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। আফ্রিকান মুখোশের কাটা চোখ— ঠোঁটের ভেতর থেকে চুইয়ে পড়া আলোয় এই প্রথম একাকী ঘরে একটা মেয়ের মতো হলো মনে ক্রিস্টিনাকে— যে মেয়ে একজন পুরুষের শরীর ঘেঁষে বসে আছে, যার দুধফর্সা হাত কামড়ে দেখতে ইচ্ছে করছে— সত্যি কি-না।

কিন্তু সেই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি হলো কাশেমের। একটু ভয়ও করল। সে কখনো কোনো মেয়েকে এমন একটা একা ঘরে এতটা কাছে পায় নি। বাবুল আর অন্য কারো কারো কাছে সে শুনেছে শাদা মেয়ে সহজলভ্য ; শুনেছে, তারা শরীর দিতে কুণ্ঠিত নয়, মুহূর্তের ভালো লাগার উপহার হিসেবে। তার নিজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সাহসও হয় নি কখনো। তার জীবনে সাকিনাই প্রথম মেয়ে।

গ্লানিটুকু মুছে ফেলতে চেষ্টা করল কাশেম। প্রায় বিশ্বাসও হলো, এরা সহজলভ্য। নইলে হাত ধরে টানলে কাছে আসবে কেন ? একা ঘরে শায়িত একটা পুরুষের কোল ঘেঁষে বসবে কেন ? ক্রিস্টিনা যদি রাজি থাকে, ক্রিস্টিনার তো বয়স হয়েছে, তাহলে গ্লানি কোথায় ? সাকিনার জন্যে ? সাকিনার মুখখানাও এখন ভালো করে মনে করতে পারে না কাশেম— পাঁচ বছর বিবাহিত কাল কাটিয়ে দেবার পরও, প্রতিটি দিন একসঙ্গে থাকবার পরও। কাশেম আবারো তাকিয়ে দেখে ক্রিস্টিনার দুধফর্সা হাত। নিজেকে জয় করবার চেষ্টা করে। সাকিনা তাকে আঘাত করছে, এখন তার পাল্টা অধিকার আছে সাকিনাকে আঘাত করবার। তার নিজের যা ভালো লাগে সে এখন থেকে তাইই করবে, সাকিনা যদি পারে নিজের ভালো লাগার ক্ষেত্র খুঁজে নিক। সে তাতে এতটুকু কিছু মনে করবে না।

ম্যাসার বোঝো না ? ইহা বোঝো ?

BanglaBook.org

ক্রিস্টিনা হঠাৎ উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ে কাশেমের দুটো কাঁধ দ্রুত কোমল দুটি হাতে টিপে দিতে লাগল। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গেল কাশেম। তাহলে কি সত্যি যে এরা অচেনা পুরুষের গায়ে হাত দিতে দ্বিধা করে না ? ভালো লাগলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ?

কাশেম তার হাত দুটো খপ করে ধরে ফেলল , বুঝতে পারল না, কী তার করা উচিত। একবার যেন নিজের বুকের ওপর টানবার চেষ্টা করল সে ক্রিস্টিনাকে, কিন্তু সাহস হলো না, আকর্ষণ ঢিলে করেছিল, বরং হাত ছাড়িয়ে দিল সে ক্রিস্টিনার।

ইহাকে কী বলে ? ম্যাসাজ। ক্রিস্টিনা বাচ্চা ছেলেকে বোঝাবার মতো করে বলল, ম্যাসাজ করিবার ডিগ্রি আছে আমার।

এতক্ষণে কাশেমের মনে পড়ল, ম্যাসাজ যারা পেশাগতভাবে করে তাদের বলে ম্যাসার। সে জানতে চাইল, ইহার জন্যে ইস্কুল আছে নাকি ?

নিশ্চয়ই আছে। অ্যানাটোমি ফিজিওলজি পড়িতে হয়। নহিলে জানিবে কী প্রকারে, কীভাবে ম্যাসাজ করিতে হয় ?

তুমি ম্যাসার ?

হ্যাঁ। কিন্তু কী জানো, নামকরা ম্যাসাজ-পারলরে কাজ পাইতে হইলে বিদেশী ভাষা জানা চাই। ফরাসি জানি ; এখন ইংরেজি শিখিতেছি। দেশে গিয়া কাজ লইব। ভাগ্যে থাকিলে কখনো নিজে ম্যাসাজ পারলর খুলিতে পারিব।

লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলল ক্রিস্টিনা।

কাশেম নিজেই অবাক হয়ে গেল, যখন সে দেখল এতক্ষণ সে ক্রিস্টিনার হাতের ওপর হাত ঘষে খেলা করছে। হাতটা ছেড়ে দিল সে। আবার নিল একটু পরে। ক্রিস্টিনা তাকে খেলা করতে দিল কিছুক্ষণ। উঠে বসতে চেষ্টা করল কাশেম কিন্তু মাথাটা তখনো ঘুরছে। আবার সে শুয়ে পড়ল। একবার ওঠার চেষ্টায় তার চোখ এখন ঝাপসা মনে হলো। চারদিকের সব কিছু কেমন উধাও হয়ে গেল। মনে হলো, সারা বিশ্বে ক্রিস্টিনা আর সে ছাড়া আর কেউ নেই। আরো মনে হলো, ক্রিস্টিনার সঙ্গে তার কবে থেকেই কথা হয়ে আছে একসঙ্গে শোবে বলে।

ক্রিস্টিনা বলল, আমার ড্রিংক ফুরাইয়া গিয়াছে। লইয়া আসি। তুমি কিন্তু কিছুই পাইবে না।

কী পান করিতেছ ?

হুইস্কি।

হুইস্কি ? বিশ্বাস করতে পারল না কাশেম। এবারে সত্যি সত্যি সে উঠে বসল বিছানার ওপর। মাথা টাল খেয়ে উঠলেও দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সামলে নিল। তুমি হুইস্কি পান করিতেছ ?

হাঁ, নিট পান করিতেছি।

তোমার বাবাকে দেখিয়াও ?

বাবার উপর জেদ করিয়াই শুরু করিয়াছিলাম। এখন হুইস্কি ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগে না।

ক্রিস্টিনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনেকক্ষণ লাগল তার ফিরে আসতে। বাবুল নিশ্চয়ই প্রগ্রেস-রিপোর্ট নেবার জন্যে আটকেছিল ওকে। সেই অনেকক্ষণ একা তার ভীষণ খারাপ লাগল। যেন, গভীর রাতে শেষ বাসটাও চলে গেছে ; হিম বাতাসের ভেতরে একা সে দাঁড়িয়ে আছে বাসস্টপে।

মেয়েটি ফিরে আসতেই কাশেম তাকে হাত বাড়িয়ে ধরল। কোলের কাছে বসিয়ে গলা বেষ্টন

BanglaBook.org

করে জিগ্যেস করল, তোমার মাথা ঘুরিতেছে না ?

এক বোতল পান করিলেও আমার মাথা ঘোরে না।

কাশেম সরে বসে ক্রিস্টিনাকে টানল। সেও তখন বিছানার ওপর জুতোসুদ্ধ পা তুলে পাশাপাশি ঠেস দিয়ে বসল, ছোট্ট একটা চুমুক নিয়ে তাকিয়ে রইল নিজের গেলাশের দিকে।

কাউকে কখনো ভালোবাসো নাই ? কাশেম জানতে চাইল।

না।

বাসো নাই ?

বলিলাম তো, না।

কেন ?

কাশেম তার গেলাশসুদ্ধ হাত টেনে হুইস্কিতে চুমুক দেবার চেষ্টা করল।

না, পান করিও না।

ভালোবাসো নাই কেন ?

কেন আবার ? কেউ নাই বলিয়া। কাউকে ভালো লাগে নাই বলিয়া।

কোনো পুরুষও তোমাকে ভালোবাসে নাই ?

কাশেম জোর করে ক্রিস্টিনার গেলাশ থেকে একটা চুমুক নিল। নির্জলা হুইস্কি। ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল সারা শরীর। গলা বুক পুড়ে গেল। তাড়াতাড়ি গেলাশ রেখে ক্রিস্টিনা তাকে জড়িয়ে ধরল, বলল, বলিলাম, পান করিও না। এখন হইল তো ?

তাকে শুইয়ে দিল ক্রিস্টিনা।

বলো, কোনো পুরুষ তোমাকে কখনো ভালোবাসে নাই ?

একজন, সে হয়ত। আমার খুব বন্ধু ছিল। মুখে কখনো বলে নাই।

কোথায় সে ?

এখন সুইৎসারল্যান্ডে।

কাশেম তার নিজের শরীরের ভেতরের উত্তাপ টের পায়। মনে হয়, জীবনে সে কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গ করে নি, এমন কি তার স্ত্রীরও না। সে টের পায়, তার শিশ্ন নড়েচড়ে উঠছে। মিথ্যে বলেছিল বাবুল, হুইস্কি খেলে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

ক্রিস্টিনাও কি এখন ভিজে যাচ্ছে ? জানতে পেলে দ্রুত এবং সহজ হতো ক্রিস্টিনাকে কাছে টানা। নিশ্চিত হওয়া যেত। ক্রিস্টিনার হাতে হাত রাখতেও এখন তার সাহস আর হচ্ছে না। সম্ভবত সে পারবে না। অথচ বাবুল তাকে কতবার বলেছে, কী অবলীলাক্রমে সে সদ্যপরিচিত মেয়ের যোনি-বারান্দায় হাত রেখেছে এবং অচিরেই পোশাকের বাধা সরিয়ে বিযুক্ত করেছে নরোম দুটি দেয়াল। কী করে বাবুল পারে ? মিথ্যে বাহাদুরি করেছে। এখন তার নিজের অসীম ভীরুতার অভিজ্ঞতায় মনে হয়, বাবুল মিথ্যেবাদী।

ক্রিস্টিনার সঙ্গে কিছু হবার আশা একেবারেই ছেড়ে দিল কাশেম। আর সঙ্গে সঙ্গে হালকা হয়ে গেল তার মন। অনেক সহজ মনে হলো ক্রিস্টিনার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে থাকা।

মানুষ যেমন বিলেত যেতে না পেরে বিলেত-ফেরত লোকের কাছে আগ্রহের সঙ্গে শুনতে চায় বিলেতের গল্প, ঠিক সেইরকম গলায় কাশেম জিগ্যেস করল, 'কারো সঙ্গে কখনো করো নাই ?' নেশার মাথায় ইংরেজি লোকচলতি শব্দটা ব্যবহার করতে তার এতটুকু সঙ্কোচ হলো না।

BanglaBook.org

আর, একই রকম সংকোচহীনতার সঙ্গে ক্রিস্টিনা বলল, কেন জানিতে চাহ, করিয়াছি কি-না ?

আমাকে বিশ্বাস করো, আমি করিতে চাই না ; শুধু কৌতূহল।

মিথ্যে কথা বলেও সুখ আছে, লক্ষ করে দেখল কাশেম। নিজেকে তার খুব বড় মনে হতে লাগল ; নিজেকে জয় করতে না পেরেও নিজেকে জয়ী বলে দেখাতে তার ভালো লাগল। সাহস করে ক্রিস্টিনার বুকের ওপরও এক পশলা হাত রাখল সে, যেন কথা বলার ভঙ্গিতেই হাতটা রাখা।

কাশেম বলল, আমাকে নির্ভয়ে তুমি বলিতে পারো, ক্রিস্টিনা। কারো সঙ্গে শয়ন করিয়াছ ?

হাঁ, একবার। একজনের সঙ্গে।

গলার ভেতরে হঠাৎ দলা পাকিয়ে উঠল কাশেমের। তার ভীষণ ঈর্ষা হতে লাগল।

সেই ছেলেটি ? সুইৎসারল্যান্ডে যে আছে ?

না। সে অন্য।

তোমার ইচ্ছায় ? অথবা জোর করিয়া ?

অর্ধেক অর্ধেক।

কী রকম ?

শুনিয়া কী হইবে ?

বলিলাম তো, কৌতূহল।

কৌতূহল ভালো নহে।

মাত্র একবার।

একশোবার বলিলে তোমার ভালো লাগিবে ?

কাশেমের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল। কী করে ক্রিস্টিনা টের পেল তার ঈর্ষা হচ্ছে ? পাশে আধো শোয়া ক্রিস্টিনাকে দেখে এখন কী দূরের মনে হচ্ছে। কোনোদিন সে ঐ বাগানে যেতে পারবে না।

কাশেম চোখ বুঁজে পাশ ফিরে শুলো।

পরমুহূর্তে তার পিঠের ওপর উবু হয়ে শরীর ঠেকিয়ে ক্রিস্টিনা জিগ্যেস করল, পাশ ফিরিলে কেন ? আমার কথা ভালো লাগিতেছে না ? কাশেমকে টেনে তার মুখ নিজের দিকে আনল ক্রিস্টিনা। বলল, তোমাকে আমার ভালো লাগে। কথা বলো আমার সঙ্গে। একবার মাত্র হইয়াছিল। আর হয় নাই। আর কাহারও সঙ্গে নয়। ঐ একবারও আমার ভালো লাগে নাই। ছেলেরা শুধু চায়, আর চায়। আমার কাছে অপমান মনে হয়। বাবার এক রক্ষিতাকে দেখিয়াছিলাম, শুধু শয়ন করিবার জন্য ব্যস্ত। অনেকে হয়ত ঐ রকম, আমি হইতে পারি নাই।

ক্রিস্টিনা কাশেমের গালে একটা চুমো দিল।

সন্ধ্যা হইতে দেখিয়াছি তোমার মন খারাপ, কী যেন ভাবিতেছ। কথা বলো, কাশেম। বলিলাম তো তোমাকে আমার ভালো লাগিয়াছে।

এতক্ষণে কাশেম বলল, বড্ড মাথা ধরিয়াছে, ক্রিস্টিনা।

এখনো কমে নাই ?

এত অল্প আলোতেও ক্রিস্টিনার চোখে গভীর উদ্বেগ কাশেম লক্ষ করতে পারল। কিন্তু এখন সত্যি সত্যি তার আরো খারাপ লাগছে। কেবল মাথাই ধরে নি, চারদিকের সমস্ত কিছু

BanglaBook.org

অনবরত দুলতে শুরু করেছে। এমনকি ক্রিস্টিনাও। আর হঠাৎ সমস্ত শরীর দিয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম বেরুচ্ছে, খিঁচুনি দিয়ে উঠেছে শূন্য পাকস্থলী।

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ক্রিস্টিনা কাশেমের শার্ট খুলে সেই শার্ট দিয়েই গা মুছিয়ে দিল তার। কাশেমের জুতো মোজা খুলে কোমরের বেল্ট আলগা করে দিল। তখন একটু ভালো লাগল কাশেমের।

তুমি বেশি ড্রিংক করিতেছ।

তুমি কত ভালো, ক্রিস্টিনা।

এখন চোখ বুঁজিয়া শুইয়া থাকো।

তুমি আমার কাছে থাকিও।

কাশেমের সত্যি সত্যি এখন ক্রিস্টিনাকে, তার শরীর নয়, উপস্থিতিকে পেতে ইচ্ছে করছে। হাত বাড়িয়ে সে হাত ধরল ক্রিস্টিনার।

আছি তো। আমি যাইতেছি না।

তোমার মতো মেয়েকে কেউ কখনো ভালোবাসে নাই কেন?

কথা বলিও না। চুপ করিয়া থাকো।

ক্রিস্টিনা কাশেমকে উপুড় করে শুইয়ে দিল।

শুইয়া থাকো। আমি দ্যাখো ম্যাসাজ করিয়া দিতেছি, এক্ষুনি চাঙ্গা হইয়া উঠিবে। ঘুমাইয়া পড়িবে।

ঘুমাইয়া পড়িলে তুমি চলিয়া যাইবে না তো?

আমি আছি।

তখন সত্যি বলিয়াছো, আমাকে ভালো লাগে তোমার?

আবার বকিতেছ?

বলো না, সত্যি বলিতেছ?

হাঁ, সত্যি।

জানো না, আমি কত খারাপ। আমার কোনো গুণ নাই। আমার কোনো গৌরব নাই। আমি অল্পতে চটিয়া যাই। আমি কারো আত্মত্যাগ বুঝিতে পারি না। আমাকে ভালো লাগার কোনো কারণ নেই কারো। তোমার কিংবা কারো।

তুমি নিজেকে করুণা করিতে শুরু করিয়াছ, কাশেম।

আমাকে করুণা করিবার মতোও কেহ নাই, ক্রিস্টিনা।

তুমি চুপ করিয়া শুইয়া থাকো।

হঠাৎ ক্রিস্টিনার গলায় অনুনয় নেই, সামাজিকতার মধুরতা নেই। আদেশের বর্ণহীন গলা শুনে কাশেম একবার নতুন চোখে তাকাল ক্রিস্টিনার দিকে। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে রইল।

তার কান্না পেতে লাগল, কিন্তু চোখ ভিজে উঠল না। চোখও এড়িয়ে যাচ্ছে তাকে? তার নিজের দেহেরই একটা অংশ তাকে উপেক্ষা করছে?

আমি তোমাকে ম্যাসাজ করিয়া দিতেছি। এক্ষুনি তোমার ঘুম আসিবে। ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া দেখিবে তোমার মন ভালো হইয়া গিয়াছে।

ক্রিস্টিনা ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে গায়ে মাখার পাউডার নিয়ে এলো। যখন কাশেমের

BanglaBook.org

খোলা পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিল পাউডার, বিস্মিত হয়ে তাকাল কাশেম।

ক্রিস্টিনা বলল, ম্যাসাজ করিতে হইলে পাউডার দিতে হয়। নিজেকে আমার হাতে ছাড়িয়া দাও দেখি। মন হইতে সব ভাবনা মুছিয়া ফ্যালো।

পিঠের ওপর চক্রাকারে হাত ঘোরাতে লাগল ক্রিস্টিনা। বৃত্তটা ক্রমশ বড় করে আনল, আবার গুটিয়ে ছোট করল, আবার বড় করল ; কাঠবেড়ালির পায়ের মতো তরতর করে আঙুলগুলো নামল গলার ওপর থেকে কোমর পর্যন্ত, আবার দৌড়ে গেল গলার কাছে। তারপর চিৎ করে দিল কাশেমকে। তার বুকের ওপর আবার ঢালল একরাশ পাউডার। আবার সে আঙুল দিয়ে আলতো চাপ দিয়ে বুকের ওপর ছোট দুটো বাদামি বৃত্তের চারপাশে বৃত্ত আঁকতে লাগল।

কাশেম তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল ক্রিস্টিনার দিকে।

এ-কী, আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছ যে ?

তোমাকে দেখিতেছি।

না, দেখিও না। ম্যাসাজ করিবার সময় নিয়ম নাই। ম্যাসারকে দেখিতে হয় না। চোখ বোঁজো।

চোখ বুঁজলো না কাশেম। তার চোখে, নিজেই সে টের পেল, আকাঙ্ক্ষা এখন জোনাকির মতো জ্বলছে নিবছে।

চোখ বন্ধ করিবে না ?

পারিতেছি না।

ক্রিস্টিনা উঠে গিয়ে, সুইচ খুঁজে, মুখোশের ভেতরে আলোটা নিবিয়ে দিল। এক মুহূর্তে ছায়া হয়ে গেল সবকিছু। কেবল জানালার স্বচ্ছ পর্দা দিয়ে বাইরের একটু আলো এখনো বাস্তবতাকে খানিক জাগিয়ে রাখল, কিংবা বাস্তবতার শেষ ধাপটিকে অসম্ভবের জলে ভিজিয়ে দিল।

ক্রিস্টিনা পাশে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল, ভালো লাগিতেছে ?

শরীরটাকে আরো শিথিল করো। মন হইতে সব ভাবনা মুছিয়া ফ্যালো। ইস্কুলে আমাদের শিখাইতো, নিজেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিতে না পারিলে ম্যাসাজে কোনো কাজ হয় না।

ক্রিস্টিনা কাশেমের ট্রাউজার ছাড়িয়ে নিল, সাবলীলভাবে ভাঁজ করে মেঝের ওপর রেখে দিল যত্ন করে। তারপর তার শরীরে ঢেলে দিল আরো খানিক পাউডার। কাশেমের মনে হলো সুগন্ধে এই ঘর পাখা মেলে দিয়েছে। তার শরীর নির্ভার হয়ে গেছে। একটু আগের সেই কান্না এখন অন্য কারো বলে মনে হচ্ছে। তার ঘুম পাচ্ছে।

সে চোখ বুঁজলো।

তার পায়ের আঙুল থেকে ক্রিস্টিনার কাঠবেড়ালি যাত্রা শুরু করল, উঠে এল কোমর পর্যন্ত, আবার নেমে গেল। আবার উঠল ; আবার নামল। আবার, আবার।

আর সেই একেকটি দৌড়ে একটু একটু করে লাফিয়ে, জেগে উঠল তার শিশ্ন, অন্তর্বাসের নাইলন সৃষ্টি করল জীবন্ত ছোট্ট এক পিরামিড।

কিন্তু কাশেম নিজে তা টের পেল না। যখন সেই পিরামিডের ওপর ক্রিস্টিনার হাত এসে স্থির হলো, তখন সে টের পেল তার শরীরের প্রস্তুতি।

কাশেম হাত দিয়ে পিরামিডের ওপর ক্রিস্টিনার হাত চেপে ধরল, কিন্তু আরেক হাতে ক্রিস্টিনা তা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

BanglaBook.org

নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া এখন আর কিছু রইল না তার শ্রুতিতে।

নিঃশব্দে ক্রিস্টিনা কাশেমের অন্তর্বাস থেকে মুক্ত করে আনল মৃদু কম্পমান তার শিশ্ন, একটা আঙুলের ছোঁয়া দিয়ে বারবার বেষ্টন করে দিতে লাগল শিশ্নের মুখ।

এখন সমস্ত কিছু বায়ুস্তরে ভাসমান।

এখন বস্তুপুঞ্জ তরল একটি প্রবাহে বহমান।

ক্রিস্টিনার হাত ধীরে, অতি ধীরে উঠছে, নামছে— যেন সে মা কিংবা চিকিৎসক।

ক্রিস্টিনার হাত ভিজে গেল, তবু সে থামল না।

প্রথমে মনে হলো এই উৎস অক্ষয় এবং চিরঅব্যয়, কিন্তু সমস্ত কিছুই এ জগতে বিনাশী এবং অচিরস্থায়ী।

ক্রিস্টিনা যখন কাশেমের দিকে তাকিয়ে দেখল, তখন সে ঘুমিয়ে গেছে। নিপুণ ম্যাসারের মতো রুমাল ভিজিয়ে মুছিয়ে দিল তার শিশ্ন, টেনে তুলে দিল অন্তর্বাস। তারপর, দরোজা খুলে বাথরুমে গিয়ে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুলো নিজের। সিংকের ওপর উপুড় হয়ে বমি করল সে অনেকক্ষণ ধরে।

তারপর সিংক ভালো করে পরিষ্কার করে আয়নায় এই প্রথম নিজেকে দেখল ক্রিস্টিনা। ঠোঁটে হাসি এনে নিজেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। এবং ভাবল, মানুষ কী অসহায় এবং কত সামান্যে তুষ্ট হয়।

১০

বেলাল তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। না, এভাবে শুয়ে থাকা যায় না। সাকিনার কাছে তার উত্তর পেতেই হবে। সাকিনা তাকে ভালোবাসে কিনা ? কিংবা বাসতে পারে কিনা ? ভালোবাসার কথা বলার আগে, বেলালের মনে হয়েছিল, সাকিনার ভালোবাসার জন্যে একটা জীবন সে অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু, আজ তাকে ভালোবাসার কথা জানিয়ে অবধি উত্তর শোনার জন্যে মন আকুল হয়ে উঠেছে। এতক্ষণ তবু নিজেকে শান্ত করে রাখতে পারছিল, কিন্তু এখন আর পারা যাচ্ছে না। কাশেম এখনো বাড়ি ফেরে নি, রাত প্রায় পৌনে দুটো, সাকিনাকে এমন করে আর একা পাওয়া যাবে না। এক্ষুনি পেতে হবে তার কাছ থেকে উত্তর, যে-কোনো উত্তর।

পৃথিবীর সমস্ত কিছুই এখন বেলালের কাছে এতটা তুচ্ছ হয়ে গেছে যে কাশেম তার এককালের বন্ধু, সেই তার বাড়ি না ফেরাতেও কোনো উদ্বেগ হচ্ছে না। বরং এমন মনে হচ্ছে কাশেম আর না ফিরুক।

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল টেলিভিশন খোলা। কিন্তু এতরাতে কোনো অনুষ্ঠান নেই বলে পর্দায় একটা নীল রং আর মৃদু একটানা একটা শব্দ। টেলিভিশন বন্ধ করতেও ভুলে গেছে সাকিনা ?

তার মতো স্থির এবং গোছালো মেয়ের পক্ষে এই ভুলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক। ব্যাকুল হয়ে উঠল বেলাল। অঘটন কিছু হয় নি তো, বেলালের এই অজান্তে ঘুমিয়ে পড়বার ঘণ্টা খানেকের ভেতরে ?

দ্রুত সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল।

সাকিনাদের শোবার ঘরের দরোজা বন্ধ। হাতলে চাপ দিয়ে দেখল, ভেতরে থেকে বন্ধ নয়,

BanglaBook.org

কেবল ভেজিয়ে দেয়া। দরোজা খুলল বেলাল।

বিছানার পাশে ছোট বাতিটা জ্বলছে। বুকের ওপর খোলা একটা বই নিয়ে ঘুমিয়ে গেছে সাকিনা। নিঃশ্বাসের তালে তালে বইটা উঠছে নামছে। মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক কম বয়সের মনে হচ্ছে সাকিনাকে।

অপলক চোখে তাকিয়ে রইল বেলাল।

এই মানুষটাকে সে ভালোবাসে।

এই তো সেই স্পন্দমান অস্তিত্ব যার জন্যে এতকাল অপেক্ষা করে ছিল সে।

কাল রাতে যখন চুরি করে সে এ ঘরে এসেছিল, তখনো ঠিক এমনি করে ঘুমিয়ে ছিল সাকিনা, কিন্তু পাশে ছিল কাশেম, আর কাশেমের ওপর তার দেহের ভার। আজ সাকিনা একা এবং আরো সুন্দর। একটা হাত পেটের ওপর খোলা নাভির ওপরে, আরেকটা হাত আছে বই ছুঁয়ে। আঙ্গুলের নখে খয়েরি রঙের প্রলেপ, মৃদু আলোতেও চকচক করছে। কপালের টিপ কখন হাত লেগে মুছে গেছে, ছড়িয়ে গেছে খানিকটা। তাহলে শুতে যাবার উদ্যোগ সে আদৌ করে নি বিছানায় আসবার সময়। তাহলে টিপ মুছে বিছানায় যেত।

পাশে ড্রেসিং টেবিলের ওপর সারি সারি সাজানো সুগন্ধ, লিপস্টিক, পলিশ, পেনসিল, কাঁটা, ইতস্তত পড়ে আছে কিছু আংটি, একটা চেন। আধোখোলা কাবার্ডের ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে, হ্যাঙ্গার থেকে ঝুলে আছে শাড়ি। ছোট টেবিলে মশলার কৌটো, এক গেলাশ পানি।

দরোজাটা নিঃশব্দে পেছনে ভেজিয়ে দিল বেলাল।

তারপর আবার তাকিয়ে রইল সাকিনার ঘুমন্ত মুখের দিকে। এই সেই মুখ যার মতো আর কারো মুখ নয়। মুখখানা এত সুন্দর বলেই কি ভালো লেগেছিল তার! হাসলে দাঁতের পাটিতে পূর্ণিমার জন্ম হয় বলেই কি মন ছুঁয়ে গিয়েছিল তার? গানের অমন উদাস-গভীর গলা বলেই কি তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করেছিল তার জীবন?

কাশেমও তো এ সবই দেখেছিল, আর বিয়ে করেছিল; সাকিনা বলে কাশেম তাকে ভালোবাসে। কিন্তু কেন তার মনে হয় তার মতো সাকিনাকে সে ভালোবাসে না? এ কি ঈর্ষার উক্তি?

বিছানার কাছে এলো বেলাল।

সাকিনাকে কোনোদিন না পেলেও সে অবিরাম ভালোবাসতে পারবে। কাশেম কি পারবে?

বারবার, প্রায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাশেমের সঙ্গে নিজের তুলনা সে করে চলে; অথচ করতে চায় না।

বিছানায় কাশেমের দিকটা শূন্য। সেখানে আস্তে আস্তে বসলো বেলাল। এই বিছানায় ওদের দুটি শরীর এক হয়ে যায়, এই বিছানায় সম্পন্ন হয় অধিকার। এখানে তার বিন্দুমাত্র স্বত্ব নেই। কী হয়, যদি সে ছিনিয়ে নেয়?

না, ছিনিয়ে নিতে সে পারবে না। সাকিনা তখন ঠিকই বলেছিল, ভালোবাসে বলেই জোর সে করতে পারবে না কখনো।

ঘুমিয়ে থাক সাকিনা। সে আজ সারা রাত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে; হয়ত এই প্রথম, এই শেষ, আর কখনো সুযোগ পাবে না সে এমন করে এ মুখখানা দেখার।

আলোয় কষ্ট হচ্ছে না ওর?

BanglaBook.org

সাকিনার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে সাবধানে বাতিটা নিবিয়ে দিল বেলাল। হঠাৎ তার মনে হলো, কাল সে এ ঘরে এসেছিল, সাকিনা জানতে পারে নি ; আজও সে এ ঘরে এসেছে, সাকিনা জানে না। কিন্তু কাল তাকে ভালোবাসার কথা বলে নি, আজ বলেছে। আজ তার খুব ইচ্ছে করল, সাকিনা জানুক সে ঘরে এসেছে, বসে আছে তার বিছানায় তারই স্বামীর অংশে।

ঘরে পর্দা টানা বলে অন্ধকার প্রায় নিরন্ধ্র। পাছে ঘুম ভেঙ্গে যায় সাকিনার তাই সে খুব হিসেব করে হাত বাড়িয়ে কোলের ওপর থেকে বইখানা আলগোছে তুলে আনল। মেঝের ওপর বই নামিয়ে রেখে আরো কিছুটা সরে বসলো সে সাকিনার কাছে।

তখন সাকিনা অস্ফুটস্বরে ম-ম-ম শব্দ করে হাত রাখলো বেলালের গায়ে। আদুরে আরো একটা শব্দ করে তাকে কাছে টানলো সাকিনা। সেই টানে বেলাল একটু এগিয়ে পরমূহূর্তেই নিজেকে শক্ত করে ফেলল।

জড়ানো গলায়, নতুন কথা বলতে শেখার মতো আধো গলায় সাকিনা বলল, এসো না ?

সে তাকে কাশেম বলে, তার স্বামী বলে ভুল করছে।

না, বেলাল তাকে ভুল করতে দেবে না ; ভুলের আদর সে নেবে না।

বেলাল ডাকল তখন, সাকিনা।

কী ?

সাকিনা।

তখন ধড়ফড় করে উঠে বসল সাকিনা। একটা হাতে হঠাৎ বেলালের কাঁধ চেপে ধরল, পরক্ষণেই ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। বলল, ও তুমি।

এত স্বাভাবিকভাবে কথাটা সে উচ্চারণ করল, যেন বেলালেরই আসবার কথা ছিল বিছানায়। সাকিনা নড়েচড়ে পা ছড়িয়ে ভালো করে শুয়ে বলল, বাতি নিবিয়ে রেখো না। এখনো তার কথায় সেই প্রথম কথা বলার অস্পষ্টতা।

সাকিনার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাতি আবার জ্বেলে দিল বেলাল। দেখল, সাকিনা চোখ বুঁজে আছে। সাকিনা কনুই দিয়ে এখন তার চোখ ঢাকল।

চোখে লাগছে ?

বাতিটা থাক।

এতক্ষণে বেলালের ধারণা হলো সাকিনা ঘুমের জন্যে নয়, শোবার ঘরে এইরকম জড়ানো গলাতেই কথা বলে। তার মনে হলো, একান্ত ব্যক্তিগত একটা কিছুর অংশ পেলো সে এখন।

কটা বাজে ?

দুটো পাঁচ। সময়টা বলেই বেলাল একটু উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করল, হয়ত এক্ষুনি সাকিনা উঠে বসবে, কাশেমের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে ; সে গেল কোথায় ? কিন্তু সময় শুনে সাকিনা তেমনি চোখের ওপর কনুই চাপা দিয়ে রইল।

অনেকক্ষণ কেউ কিছু বলল না।

সাকিনার হঠাৎ কেবলি মনে পড়তে লাগল, কাল রাতে তাকে লাথি দিয়ে বিছানা থেকে ফেলে দিয়েছিল কাশেম। মনে হতে লাগল, আর এই লোকটি এখন তার ঘরে তার বিছানার পাশে বসে আছে, একে একটু অনুমতি দিলে মমতা আর আদরে অবশ করে দেবে।

দুটো ছবি তার মনের মধ্যে স্থির হয়ে রইল অনেকক্ষণ। কোনোটাতেই তার যেন কোনো অংশ নেই, সে শুধু দর্শক। সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

BanglaBook.org

সাকিনা।

বলো।

সাকিনা।

ওঃ, বলো, আমি শুনছি। ইচ্ছে করে একটু বিরক্তি একটু অসহিষ্ণুতা সে ছড়িয়ে দিল গলায়, যেন বেলাল মনে না করে সে প্রশ্রয় দিল। অথচ, একটু যে দিতে ইচ্ছে করছে না, তা নয়। যেন যেদিকে যতে নিষেধ, সেদিকেই যাবার জন্যে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পা পড়ছে।

আর বেলাল নিজে কিছুতেই ভুলতে পারছে না কাশেমের কথা, যে কাশেমের স্ত্রীকে তার ইচ্ছে করছে নিজের অস্তিত্বের ভেতরে পুরে রাখতে।

বেলাল বলল, আমাকে বলবে সাকিনা ?— কাল তোমাদের কী হয়েছিল ?

সাকিনা উত্তর দিল না। আর বেলালের অনুতাপ হতে লাগল, কেন সে এ প্রশ্ন করতে গেল ? তার ভালোবাসায় দ্বিতীয় কোনো মানুষের অস্তিত্ব নেই, তবু কেন সে এ ভুল করল!

হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে সাকিনা কথা বলে উঠল।

সকালে তোমাকে মিথ্যে বলেছি। আমাদের ঝগড়া হয়েছে। ও আমাকে একটুও ভালোবাসে না। তোমাকে মিথ্যে করে বলেছি, ও আমাকে আদর করেছে।

কেন মিথ্যে বলতে গেলে আমাকে ?

আমি জানতাম, তুমি আমাকে ভালোবাসো। ওঃ কী ওয়াইন খাইয়েছ, এখনো মাথা টলছে। নেশা-নেশা লাগছে। একটু বই পড়তে এসে আউট হয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।

সাকিনা চেষ্টা করে নিজের অনুভূতিটাকে এমনি করে চাপা দিতে।

কিছু খেয়েছ ? খাওনি তো ? শেষে বলবে, থাকার পয়সা দিই, খাওয়ার পয়সা দিই, অথচ ঘুমোতে পাই না, খেতে পাই না। চলো, চলো, নিচে চলো।

সাকিনা বিছানা ছেড়ে উঠে, বিছানা ঘুরে এসে, বেলালের হাত ধরে টান দিল। পয়সার উল্লেখে বড় নিষ্ঠুর মনে হলো সাকিনাকে। কিন্তু সে তো জানে না, সাকিনা আপ্রাণ চেষ্টা করছে যেদিকে যেতে নিষেধ সেদিকে না যেতে।

চলো, চলো, আর বসে থেকো না। স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার কথা রবি ঠাকুরের কিছু কবিতা নয় যে গাল পেতে শুনতে হবে। এসো তো।

প্রায় তাকে টানতে টানতে নিচে নামালো সাকিনা।

বলো, কী খাবে ? বিফবার্গার ভেজে দিতে পারি, ফিশ ফিঙ্গার ভেজে দিতে পারি, আর কী দিতে পারি ? ওমলেট এত রাতে ভালো লাগবে না। টোস্ট করে স্যান্ডউইচ করে দিই ? কর্ন বিফ আছে, লেটুস পাতা আছে, টোম্যাটো আছো। একটুও সময় লাগবে না। দেব ?

তুমি ? ভেতরের রাগটাকে যথাসম্ভব গোপন করে উচ্চারণ করতে চেষ্টা করল বেলাল।

আমিও খাবো। আমি কি ভালোবাসায় পড়েছি যে না খেয়ে থাকব ? নো স্যার।

ভীষণ রাগ হতে লাগল বেলালের। মেয়েটি এমন করে কথা বলছে কেন ? এত চপলতা কীসে ? ঠাট্টা করছে তার ভালোবাসা নিয়ে ?

বেলাল বলল, যা ইচ্ছে করো।

সাকিনা হঠাৎ থমকে গেল। তার মানে ?

ভালোবাসি বলে খিদে পাবে না, তেমন বয়স আমার নেই। এত খিদে পেয়েছে, স্যান্ডউইচ

BanglaBook.org

ওমলেট সব খাবো।

তুমিও আমার সঙ্গে ঝগড়া করছ ?

না তো।

নিশ্চয়ই করছ। খিদে পেলে নিজে বানিয়ে নাও, আমি কিছু করতে পারব না।

এবারে তুমি ঝগড়া করছ।

তাহলে তোমার জন্যে বানাই।

না।

এই বললে তুমিও খাবে। না, কেন ?

যারা ঝগড়া করে তাদের হাতে আমি খাই না বলে।

হো হো করে হেসে ফেলল বেলাল।

চমকে উঠল সাকিনা। কত সহজে রাগ ভুলে হেসে উঠতে পারল বেলাল। অবিকল তারই মতো। ঠিক সে যেরকম বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে না। অথচ, কাশেম একবার রাগ করলে পড়তে সময় লাগে, পড়লেও অনেকক্ষণ ধরে গাঁ গাঁ করতে থাকে।

হাসতে দেখে বেলালকে খুব আপন মনে হয় সাকিনার। কিন্তু কপট রাগ দেখিয়ে বলে, আবার হাসা হচ্ছে ? এই ঝগড়া করে এই হাসতে লজ্জা করে না ?

সাকিনাই খাবার তৈরি করল। স্যান্ডউইচ। রান্নাঘরেই দাঁড়িয়ে খেল তারা। বেলাল বলল, ফোনে তখন কাশেম বলল, দেরি হবে। এখন তো প্রায় পৌনে তিনটে। তোমার ভাবনা হচ্ছে না ?

তোমার কী মনে হয় ?

বাড়িতে বেড়াল থাকলেও ভাবনা হয়।

কাশেম বুঝি বাড়ির বেড়াল ?

জানি তোমার স্বামী। তাই তো জিগ্যেস করছি, ভাবনা হচ্ছে না ? একবারও কিছু বলছ না। নাকি, ঠিকই জানো কোথায় গেছে, কবে ফিরবে, আমাকে শুধু শুধু ভাবিয়ে মারছ ?

না এলে তুমি খুশি হও তো ?

তুমি খুশি না হলে আমি কী করে হই ?

হঠাৎ সাকিনা বেলালের বুকের ওপর থেকে খানিকটা জামা খপ করে ধরে তাকে কাছে টেনে মাথা নামিয়ে কেঁদে ফেলল।

ফুঁপিয়ে উঠে বলল, ও কক্ষণো এ রকম করে নি।

বেলাল তাকে কিছুক্ষণ কাঁদতে দিল।

তুমি বলো, ও আমাকে ছেড়ে যায় নি। বিশ্বাস করো, ওকে আমি কিছু বলি নি।

সাকিনার মাথা বেলাল তার নিজের বুকের ওপর চেপে ধরল। সান্ত্বনা দিল না, কিছুই বলল না, একটু পরে শুধু একটা হাত রাখল তার পিঠের 'পরে। তারপর চোখের জলে লজ্জিত সাকিনা মুখ তুলল ; তখন বেলাল নামিয়ে আনল তার মুখ। কিন্তু চট করে মুখ ফিরিয়ে নিল সাকিনা। তখন গালে চুমো দিল বেলাল।

সাকিনা বলল, কাঁদলে কি আমাকে সুন্দর দেখায় ?

কেন বলছ ?

BanglaBook.org

আদর করলে যে। বলে, সাকিনা আর দাঁড়াল না, সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। যখন সে প্রায় ওপরে পৌঁছে গেছে তখন বেলাল তাকে অনুসরণ করল।

শোবার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বেলাল অনুমতি প্রার্থনা করল।

আসতে পারি ?

একবার তো এসেছিলে। তখন জিগ্যেস করো নি।

তখন তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। ভেতরে এসে দাঁড়াল বেলাল। সাকিনা তখন ঘষে ঘষে কপালের টিপ তুলছে।

সাকিনা বলল, দেখো, তোমার জামায় আমার টিপ লেগে যায় নি তো।

বুকে মাথা রাখবার সময় লেগেও থাকতে পারে, কিন্তু বেলাল তার তদন্ত করল না। বলল, লাগুক, কিছু হবে না।

তোমার বন্ধু এসে দেখলে কী বলবে ?

বন্ধুটি এসেই আমার জামা দেখবে না কিছু।

টিপ তুলে সাকিনা বলল, একটু বাইরে দাঁড়াবে ?

অপ্রতিভ হেসে বেলাল ঘরের বাইরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পর জিগ্যেস করল, তখন আমাকে ঠোঁটে চুমো খেতে দিলে না কেন ?

ঘরের ভেতর থেকে সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর এলো না। কাপড়ের খস খস শব্দ শোনা গেল। সাকিনা শোবার জন্যে তৈরি হচ্ছে কি ?

কই, উত্তর দিলে না ? বেলাল একটু উঁচু গলায় এবার বলল।

কীসের উত্তর ?

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে কেন ?

ওটা সবার জন্যে নয়।

নিজেকে ভীষণ বঞ্চিত মনে হলো বেলালের। সাকিনাকে দুর্বোধ্য বলে মনে হলো। কখনো মনে হয় তার ভালোবাসায় সম্মতি আছে সাকিনার ; আবার মনে হয়, নেই। কখনো মনে হয় সাকিনা সেই ওয়াইনের ঝোঁকেই বলছে, কখনো মনে হয় তার কথার পেছনে অনুভূতির অমৃত আছে।

ঘরের ভেতর বাতি নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের ঠেস ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল বেলাল ; বুঝতে পারল না কী এখন তার করা উচিত।

ভেতর থেকে সাকিনার গলা শোনা গেল। 'আমি শুয়ে পড়লাম। তুমিও যাও।' তার একটু পরে, 'তুমি আছো ওখানে ?'

ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল বেলাল। বলল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। বসতে পারি ? ভয় নেই, তোমার ঠোঁটে চুমো খেতে চাইব না।

পাগলের মতো কোরো না। কী আবার কথা ?

অনেক কথা। অনেক জরুরি কথা।

কাল বোলো।

কাল আমাকে কাজে বাইরে যেতে হবে।

তবু, আজ থাক। কাল বোলো।

BanglaBook.org

কাল যদি কাশেম ফিরে আসে, কোথায় কীভাবে বলব ?

ফিরে তো আসবেই।

তাহলে আমার সঙ্গে বাইরে যাবে ?

ও কিছু মনে করবে না ?

না, আমি এক্ষুনি বলতে চাই। আমি আর পারছি না, সাকিনা। তোমার এক্ষুনি শুনতে হবে। আমাকে তুমি ভালো না বাসো, সে আমি বুঝব, তোমাকে আমি মিথ্যের ভেতরে দেখতে পারব না।

বুঝতে পারলাম না।

তখন বিছানার ওপর বসল বেলাল। ঘরের দরোজা খোলা বলে সিঁড়ির আলো খানিকটা এসে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে সাকিনা বুক অবধি লেপ টেনে ছাদের দিকে চোখ রেখে শুয়ে আছে।

কাশেমকে তুমি ভালোবাসো ?

বাসি তো।

জীবন দিয়ে, মন দিয়ে, সব দিয়ে ভালোবাসো ?

শুনে কষ্ট পাবে।

তবু বলো, আমি শুনতে চাই।

হ্যাঁ, আমার সব দিয়ে ওকে আমি ভালোবাসি।

ফস করে সিগারেট ধরালো বেলাল।

সাকিনা বলল, না, সিগারেট ধরিও না। ওকেও আমি শোবার ঘরে খেতে দিই না। ঘর গন্ধ হয়ে যায়। ও টের পাবে।

যে আমি এসেছিলাম এ ঘরে ?

সাকিনা চুপ করে রইল।

বেলাল তখন বলল, না, ওকে তুমি ভালোবাসো না। বাসতে পারো না। তুমি যাকে বলছ ভালোবাসো, সেটা ভালোবাসা নয়।

কী তাহলে ?

অভ্যেস। ভালো তুমি বাসো নি, তুমি অভ্যস্ত হয়েছ মাত্র।

কেন এ কথা বলছ ? কাঁপা গলায় সাকিনা প্রশ্ন করল।

এভাবে ভালোবাসা হয় না। হতে পারে না। ভালোবাসা এ রকম নয়, সাকিনা। আমি আমার জন্য বলছি না। আমি বলছি না, আমার ভালোবাসাই ভালোবাসা। কিন্তু এটুকু আমি বলতে পারি যে, ভালো তুমি ওকে বাসো নি। এ মিথ্যে। আমার পক্ষে কিছু বলাও মুশকিল। বললেই তুমি হয়ত মনে করবে, আমার স্বার্থ আছে বলেই তোমাদের ভালোবাসাকে তুচ্ছ করছি। বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি ভালোবাসি বলেই, তোমার ভালোর জন্যেই এভাবে বলতে পারছি। তাতে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও, দেবে।

বেলাল একটু থামল, সাকিনা কিছু বলে কি-না, অপেক্ষা করল। সাকিনার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। খেয়াল হলো, সিগারেট সে নেভায় নি। কোনো অ্যাশট্রে হাতের কাছে পেল না। তখন উঠে গিয়ে বেলাল বাথরুমে সিংকের নলের ভেতর ঢুকিয়ে দিল সিগারেটটা।

BanglaBook.org

ফিরে এসে, পায়ের স্যান্ডেল খুলে বিছানার ওপর অনেকখানি উঠে বসে সাকিনার মাথায় হাত রাখল। হাত বুলিয়ে দিল খানিক। প্রায় ফিসফিস ক'রে বলল, তোমাকে আমি ভালোবাসি, সাকিনা তোমাকে আমি আঘাত দিতে চাই না। তোমার মতো একজনের জন্যে আমি সারা জীবন তাকিয়ে ছিলাম। তুমি জানো না, যেদিন প্রথম টের পেলাম আমার বুকের ভেতর কী হচ্ছে, আমি লজ্জায় মরে গি , আমি তোমার দিকে ভালো করে তাকাতে পারছিলাম না। সে আজ পাঁচ ছ'মাস আগের কথা। প্রথম মনে হয়েছিল, আমার মতো খারাপ কেউ নেই, বন্ধুর বৌয়ের দিকে চোখ পড়েছে। মনে হয়েছিলো, এ হয়ত শরীরের টান শুধু আর কিছু না। মনে হয়েছিল, তোমাকে একবার বিছানায় পেলে আমার সব ব্যাকুলতা চলে যাবে। এখন এই অন্ধকারে, তোমার বিছানায় শুয়ে, তোমার গায়ে হাত রেখেও আমি বলতে পারি, তোমার শরীর আমি চাই না। আমি চাই তোমাকে, তোমার জীবন বর্তমান, ভবিষ্যৎ, সব, সব চাই তোমার। জানি না মানুষ কেন কাউকে ভালোবাসে। কিন্তু এটুকু বুঝি, ভালোবাসা একদিনে হয় না আর ভালোবাসা যখন সত্যি সত্যি হয়, শরীরটা তখন অনেক নিচে পড়ে থাকে। তুমি কিছু বলছ না ?

কী বলব ?

তোমার কাছে আসি ?

কাছেই তো আছো।

তবু মনে হয় তোমার কাছে নেই। আমার সবচেয়ে যে কাছের, তারই কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে আছি। তোমার সঙ্গে আমার সংসার হলেও, আমার কেবলই মনে হতো আমাকে আরো কাছে যেতে হবে তোমার সেই কাছে যাবার সাধনায় আমার সারাটা জীবন কেটে যেত। জানো সাকিনা, এই ক'টা মাস যেদিন থেকে বুঝেছি যে তোমাকে ভালোবাসি, সেদিন থেকে মনে মনে আমি তোমার সঙ্গে সংসার করছি। রাতে শুতে যাবার আগে শেষ যে মুখখানা মনে পড়ে সে তোমার মুখ, সকালে চোখ মেলেই যে মুখখানা দেখতে পাই সে তোমার মুখ, সাকিনা। তুমি কিছু বলো। কিছুই নেই তোমার বলার ? এই কি আমার দায় যে আমিই শুধু বলব ?

সাকিনা কী বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।

বলো, কী বলছিলে ?

কিছু না।

এত চুপ করে থেকো না। আমি নই, অন্য কেউ যদি তোমাকে এমন ব্যাকুল হয়ে ভালোবাসত, আর আমি যদি তা জানতাম, তাহলে বলতাম, এমন চুপ করে থেকো না সাকিনা।

সাকিনা উল্টো দিকে মুখ করে পাশ ফিরে শুলো।

সুরাপান এখন না করেও নিজেকে খুব মাতাল মনে হচ্ছে বেলালের, এই অবস্থাকেই ভীষণ স্বাভাবিক মনে হচ্ছে তার। 'আমার একটু শীত করছে' বলে লেপের কোণ তুলে পা ঢুকিয়ে দিল। তারপর বুক পর্যন্ত লেপ টেনে সাকিনার মুখ নিজের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সাকিনা ফিরল না।

তখন তার পিঠের 'পরে হাত রেখে বেলাল বলল, তুমি নির্ভয়ে আমার দিকে ফিরতে পারো। নিজেই বলেছ যে তুমি জানো আমি কখনো জোর করব না। আমি তোমার শরীর চাই না ; চাই, তবে এভাবে চাই না ; আমি তোমার ভালোবাসা চাই ; কিছু বলো।

BanglaBook.org

সাকিনা উল্টো দিকে মুখ রেখেই বলল, কেন তুমি বললে, ওকে ভালোবাসি তা ভুল ?

বললে তুমি কিছু মনে করবে না তো ?

আমার পাশে আছো, কিছু মনে করি নি তো। তুমি বলতে পারো।

বেলাল কনুইয়ে ভর করে উঠে সাকিনার গালে একটা আদর করল ছোট্ট করে। সাকিনার কাছে নিজেকে খুব কৃতজ্ঞ মনে হলো। পাশে শুতে দেয়াটাও যে কত বড় দেয়া হঠাৎ চোখে পড়ল।

বলো, চুপ করে আছো কেন ?

তোমার কাছেই শুনেছি, কাশেম তোমাকে টেলিভিশনে দেখে পছন্দ করেছিল। আমার পুরনো বন্ধু হলেও সে কথা আমাকে বলে নি। লন্ডন থেকে যাবার সময় আমাদের বলে গিয়েছিল, বিয়ে করতে যাচ্ছে। তুমি সুন্দরী, যে কেউ তা স্বীকার করবে, যে কেউ তোমাকে দেখলে দ্বিতীয়বার ঘুরে দেখবে। এতে খুশি হবার মতো মেয়ে তুমি নও, তা আমি জানি। কারণ, তোমার নাক-চোখ-মুখ তুমি তৈরি করো নি, এতে তোমার নিজের কোনো কৃতিত্ব নেই, তোমার হয়ত এটুকুই যে সেই জন্মসূত্রে পাওয়া সৌন্দর্যটুকু উজ্জ্বল রুচি স্নিগ্ধ করে রাখতে জানো। কিন্তু দেখো, মানুষ যখন রূপ দেখে ব্যাকুল হয়ে ওঠে কারো জন্যে, সে কিন্তু ঐ রূপটুকুর জন্যেই ব্যাকুল হয়, হৃদয়ের জন্যে নয়, তার ভেতরের কোনো গুণের জন্যে নয়, উপার্জিত কোনো কৃতিত্বের জন্যে নয়। রূপ আমাদের আয়ত্ত্বে নয় বলেই রূপবতীকে জয় করে নেবার জন্যে, বশ করবার জন্যে আমরা খেপে উঠি। তাই দেখবে, ছেলে হোক মেয়ে হোক যার যত বেশি রূপ, সে রূপ সম্পর্কে তত বেশি উদাস। তাই দেখবে, রূপসীর স্বামী ততটা রূপবান নন, আর রূপবানের বৌ তেমন রূপসী নয়।

থামলে কেন ?

না, থামি নি। আমাকে বলতেই হবে যা আমি দেখেছি তোমাদের ভেতরে। কাশেম তোমার রূপ দেখে ভুলেছিল। বিয়ে করবার দরকার ছিল তার, নির্মম তার কারণ। মি. সেনকে তুমি চেনো ? চেনো না। তিনি তোমাকে বলে দিতেন, কাশেমের দরকার ছিল বৌ আনবার, পড়াশোনা শেষ করবার জন্যে।

তার মানে ?

বেলালের দিকে পাশ ফিরল সাকিনা। মুখের ওপরে বেলালের নিঃশ্বাস টের পেয়ে মাথা কিছুটা দূরে নিয়ে গেল সে। বলল, পড়াশোনার জন্যে ?

ইতস্তত করল বেলাল। তার উচ্চারণ করতে কষ্ট হলো এর উত্তর। সাকিনা ভীষণ আহত হবে। সে আঘাত তার নিজের বুকেই বজে উঠবে।

পড়াশোনার জন্যে, মানে কী ? বেলাল চুপ করে রইল। তখন তার বুকে ছোট্ট টোকা দিয়ে সাকিনা আবার বলল, এই, বলো না।

তবু বলতে পারল না বেলাল। মিথ্যে করে বলল, অনেকদিন পড়ায় অবহেলা করেছিল। তাই দরকার ছিল শাসনের। সেই শাসন করবার জন্যে বৌ। সেই জন্যেই দেশে গিয়েছিল। তোমাকে দেখে পছন্দ হয়েছিল। না, তোমাকে নয়, তোমার রূপ তার পছন্দ হয়েছিল। তুমি না হয়ে অন্য যে কেউ হতে পারত, যার রূপ তাকে দুলিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তোমার রূপ আর তুমি এক নও। তুমি তুমি। বুঝতে পারছ ?

সাকিনার নিঃশ্বাস পতনেরও শব্দ যেন আর শোনা যাচ্ছে না।

বেলাল বলল, না, আর বলব না। বেলাল চুপ করে রইল।

BanglaBook.org

বলো।

কী হবে বলে ? এখন তুমি ওর বৌ, সেটা তো অস্বীকার করতে পারি না।

তাতে কী ? তুমি বলো। আমি শুনতে চাই। একটু পরে সাকিনা বলল, আমার গান কিন্তু ওর ভালো লেগেছিল। গান গাইতে দেখেছিল আমাকে টেলিভিশনে।

জানি।

সেটা গুণ নয় ?

জানো সাকিনা, আমাদের দেশে পত্রিকায় পাত্রীর বর্ণনা কী লেখে ? গৃহকর্মে সুনিপুণা, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, সঙ্গীত শিল্পী। বিশেষ করে হিন্দু বাড়িতে দেখবে, মেয়ের গলা থাক আর নাই থাক, বাবা-মা গান শেখায়। সে বিদ্যেটা ছেলেকে আকর্ষণ করবার জন্যেই শেখানো হয়, গানের জগতে কোনো অবদান রাখবার জন্যে নয়।

সাকিনা মৃদু গলায় প্রতিবাদ করে উঠল। আমি কিন্তু গান শিখেছিলাম গানের জন্যে, বিয়ের জন্যে নয়। গান আমার ভালো লাগত। লেগে থাকলে নামও হতো।

লেগে থাকলে না কেন ?

বারে, বিয়ে হয়ে গেল যে। চলে এলাম যে।

তার মানেই গান তোমার কাছে দ্বিতীয় হয়ে গেল। বিয়েটাই বড়। না সাকিনা, গান যদি তোমার সত্যি সত্যি প্রাণ হতো, তুমি গান ছাড়তে পারতে না।

ছাড়ি নি তো ?

রান্নাঘরে গুনগুন করো, এখানে কারো বাড়িতে পার্টিতে অনুরোধে গান করো, সেটাকে গান করা বলে না।

আমি তা স্বীকার করি না। গান ভালোবেসে আসরে গাইতে হবে, রেকর্ড বের করতে হবে, রেডিওতে গাইতে হবে— তার কোনো মানে নেই। একটা মানুষ নিজের জন্যেও গান ভালোবাসতে পারে। পারে না ? সেটার কোনো দাম নেই ?

বেলাল চুপ করে রইল।

কই, জবাব দাও।

তর্কটা গান নিয়ে হচ্ছে না, সাকিনা। আমাকে তুমি বলো, মানুষ সুন্দর কীসে ? তার ভেতরটা সুন্দর বলে। গান জানো কি-না, রূপ আছে কি-না, ধনী কী গরিব, শ্মশানে সবার আগে কী-না এসব কিছুর কোনো যোগ নেই ভেতরের ঐ সৌন্দর্যের সঙ্গে। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বলো, কাশেম তোমাকে মুখোমুখি নয়, টেলিভিশনে কয়েক মিনিটের জন্যে দেখেই তোমার ভেতরের সেই সৌন্দর্য টের পেয়ে গেল, প্রেমে পড়ে গেল আর বিয়ে করবার জন্যে খেপে উঠল ?

সাকিনা বলল, না হয় রূপ দেখেই খেপে উঠেছিল, বিয়ের পরেও তো ভালোবাসা হতে পারে ? আর তুমি শুধু ওর দিক থেকেই বলছ, আমার যেন অস্তিত্বই নেই।

নিশ্চয়ই তোমার অস্তিত্ব আছে। তুমি আমাকে বলবে তো, যে ওকে ভালোবেসে বিয়ে করেছ ? না, সাকিনা, প্রথম দেখায় প্রেমে পড়া, এ আমি বিশ্বাস করি না। ওটা নেহাত আকর্ষণ— কারো বেলায় রূপ, কারো বেলায় টাকা, কারো বেলায় সুনাম ; কারো বেলায় অন্য কোনো বাস্তব স্বার্থের আকর্ষণ। আমাকে তুমি বোলো না যে, প্রথম দেখেই প্রেমে তুমি পড়েছিলে। তোমার

BanglaBook.org

বাবা দেখেছেন ছেলে বিলেতে আছে, ব্যারিস্টারি পড়ছে, ভবিষ্যৎ আছে ; তুমি দেখেছ, মানুষটি কুৎসিত নয়, মানুষটি সপ্রতিভ—

বিয়ের পরে ভালোবাসা হতে পারে না ?

না, পারে না। নির্মম কণ্ঠে উচ্চারণ করলো বেলাল। বিয়ের পরে দু'জন দু'জনে অভ্যস্ত হয়ে যায় মাত্র। যারা হয়, তাদের দেখে আমরা বলি, ওরা সুখী, ওদের ভালোবাসা আছে ; যারা অভ্যস্ত হতে পারে না, তারা মনে করে ভালোবাসা পেলাম না ; তাদের ছাড়াছাড়ি হয় কিংবা সারা জীবন ঝগড়া করে যায়।

তুমি নিজে তো বিয়ে করো নি, তোমার কথা মানব কেন ?

বিয়ে করি নি কিন্তু দেখেছি। ভালোবাসা ছাড়া বিয়ে করব না বলেই এতকাল করি নি যদিও আমার সব বন্ধুই প্রায় করেছে।

তোমার কাছে তাহলে ভালোবাসা কী ?

বিজ্ঞান বইয়ের মতো সংজ্ঞা দিতে পারব না। তুমি যখন আমার ভেতরটাকে ছুঁয়ে গেলে, এই ছ'মাস ধরে ভেবেছি এই কি ভালোবাসা ? এটাই যদি ভালোবাসা হয় তো এটাই ভালোবাসার উদাহরণ, সংজ্ঞা দিতে পারব না। এই তো, তোমার রেকর্ডের র‍্যাকে দেখেছিলাম সেদিন ভানুসিংহের পদাবলীর রেকর্ড। তার ভেতরে আছে, তোমার প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যাকে ভালোবাসি তার ভেতর নাকি অনন্তের সন্ধান আমরা পাই। তাহলে ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, যার ভেতর অনন্তের সন্ধান আমরা পাই তাকেই আমরা ভালোবাসি। কিন্তু সেটা একটি মেয়েই যে কেন হবে, তাও ভালো করে বুঝতে পারি না। আবার কোথা যেন পড়েছিলাম, আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে আছে নিজস্ব এক শূন্যতা, সেই শূন্যতা খুঁজে খুঁজে যখন কারো অস্তিত্ব দিয়ে ভরে যায়, তখনি ভালোবাসা সেই মানুষটির জন্যে। আবার একজন আমাকে বলেছিলেন, আমাদের ব্যক্তিত্বকে সবচেয়ে সুন্দর করে তোলে যে তাকেই আমরা ভালোবাসি; না, সাকিনা, সংজ্ঞা দিতে পারছি না, বলতে পারছি না, ভালোবাসা কী ?— কেবল কিছু উদাহরণ ছাড়া বোঝাবার মতো আমার কিছু নেই।

সাকিনার একটা হাত টেনে নিল বেলাল। সেই হাতের ওপর অনেকক্ষণ ধরে চাপ দিয়ে নীরব হয়ে রইল সে। যেন সমস্ত শব্দ আর উচ্চারণ ঘনীভূত হয়ে এক নিরেট স্তব্ধতায় পরিণত হয়েছে।

বেলাল বলল, প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ি নি আমি। অনেকদিন থেকে চেনা ছিল। তখন স্বপ্নেও ভাবি নি, এই মানুষটির জন্যেই আমার অপেক্ষা, আমার গড়ে ওঠা। একটু একটু করে সে আমার সর্বস্বের সঙ্গে এক হয়ে গেল। স্বার্থ আর বাস্তবতার কথা ভাবলে, তাকে পাবার কোনো কথা নয় আমার। তবু তাকেই আমার ভালোবাসতে হচ্ছে। এই অনিবার্যতার জন্যেই বুঝেছি, এ আমার নিয়তি, এতেই আমার পরিণতি, এখানেই আমার ভালোবাসা।

সাকিনাকে জড়িয়ে ধরল বেলাল। আবারো গাল ফিরিয়ে দিল সাকিনা। সেখানেই ঠোঁট রেখে বেলাল বলল, তুমি আমার।

ঠিক তখন নিচে বাইরের দরোজায় ক্লিক করে একটা শব্দ হলো।

BanglaBook.org

১১

রাত এখন পৌনে পাঁচটা। কিন্তু রাত নয়, লন্ডনের আকাশে ভোরের আলো গভীর হয়ে আছে। ট্যাকসির পয়সা চুকিয়ে দরোজা খুলল কাশেম। একবার ভয় হয়েছিল চাবিটা হয়ত ওখানে পড়ে গেছে। শেষে একরাশ খুচরো পয়সার ভেতরে খুঁজে পাওয়া গেল চাবিটা।

হুইস্কির নেশাটা কেটে গেছে, এখন ভয়াবহ শূন্য লাগছে মাথার ভেতরটা— সমস্ত সন্ধে এবং রাতটাকে অবাস্তব আর অন্য কারো জীবনের বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সেই বোধটাই তার ভেতরে এনে দিয়েছে আগে কখনো যার সাক্ষাৎ সে পায় নি, এক ধরনের স্বনির্ভরতা ও ঔদ্ধত্য।

বসবার ঘরের ভেতর দিয়ে ওপর যাবার মুখেই সে দেখতে পেল সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে বেলাল। একটু অবাক হলো, এই শেষরাতেও বেলালের পরনে ট্রাউজার দেখে। কিন্তু শূন্য মাথায় সে ভাবনার কোনো পরিণতি এলো না।

বেলাল স্বাভাবিকভাবে হাসবার চেষ্টা করল। বলল, একটু ওপরে গিয়েছিলাম। বাথরুমে।

ও।

তুই এই এখন ফিরলি ?

হ্যাঁ।

কাশেম তরতর করে ওপরে উঠে গেল। শোবার ঘরের দরোজা খুলে শব্দ করে খুট করে জ্বালিয়ে দিল ঘরের বড় বাতিটা।

সাকিনা ঘুমিয়ে আছে তার দিকে পেছন ফিরে। সাকিনার ঘুম যত গাঢ়ই হোক, ঘরের বড় বাতি জ্বাললে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় সব সময় ; আজ ভাঙ্গল না, কিন্তু সেটাও শূন্য মাথায় তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হলো না।

বিছানার পাশে বসে কাশেম জুতো খুলতে লাগল।

একবার তাকিয়ে দেখল সাকিনাকে। কিন্তু ঘুমন্ত সাকিনার মুখ তাকে ছুঁয়ে গেল না— না হৃদয়ে, না শরীরে।

এখন সে বিছানায় যাবে। ঘুমোবে ?

না, আজ রাতের মতো ঘুম সে ঘুমিয়েছে। ক্রিস্টিনার হাতে সমস্ত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ব্যর্থতা তরল প্রবাহ হয়ে নির্গত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেও প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল এক প্রশান্ত জলপ্রবাহে। তারপর ঘুম থেকে যখন জেগে উঠেছিল, তখন এক মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল সে বাড়িতেই আছে। তারপর, তার মনে হয়েছিল বাড়ি কাকে বলে ? যেখানে স্বচ্ছন্দে ফিরে যাওয়া যায় সেটাই তো বাড়ি।

তার কোনো বাড়ি নেই।

বাড়িতে সে ফিরে যাবে না— সেই বাড়ি, যেখানে সাকিনা।

দরোজা খুলে দেখেছিল, সোফার ওপরে বাবুল আর একটি মেয়ে কম্বল টেনে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। আর মেঝের ওপর শুয়ে আছে ক্রিস্টিনা আর একটি মেয়ে। সমস্ত ঘর শান্ত হয়ে আছে ঘুমের ভেতরে। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে রাতের পার্টির গেলাশ, প্লেট, বোতল। চুরুট সিগারেটের ধোঁয়ায় এখনো ভারী হয়ে আছে বাতাস।

একবার একটু অবাক মনে হলো তার, বাবুল তাকে নিজের ঘরে নিজের বিছানায় পাঠিয়ে নিজে কেন সোফায় শুয়ে আছে ? কী তার স্বার্থ ? বন্ধুর জন্যে আত্মত্যাগ ? কিন্তু কেউ তো বিনা

BanglaBook.org

কারণে কিছু করে বলে তার জানা নেই। সাকিনাই তার প্রমাণ। স্ত্রী, অথচ সেও তো বিমুখ; তার চেয়ে বেশি বিমুখ আর কেউ নয় আজ।

বাবুল বারবার বলে, সাকিনা সুন্দরী। যখনই দেখা হয়েছে, বাবুল সাকিনার গায়ে হাত রেখে কুশল জিগ্যেস করেছে, সামাজিক রসিকতা করেছে। সেটা এখন অত নির্দোষ বলে তার মনে হয় না। সাকিনার জন্যে তার ভেতরে একটা ইচ্ছে হয় নিশ্চয়ই। কিছুদিন আগে হলেও এই ভাবনা তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলত। আজ, এখন মনে হয়, প্রশ্রয় দিলেও কিছু এসে যায় না তার।

ক্রিস্টিনার মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসেছিল কাশেম। তার মাথায় হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে নাম ধরে ডেকেছিল। তখন উঠে পড়েছিল মেয়েটি, আর তাকে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করে কাশেম ডেকে এনেছিল শোবার ঘরে।

ঘরের ভেতরে ঢুকেই দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে সে বলেছিল, আমি তোমাকে ভালোবাসি, ক্রিস্টিনা। তুমি আমাকে যা দিয়েছ আর কেউ আমাকে দেয় নি। কেন তুমি আমাকে ফেলে একা শুতে গেছ? আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর অনবরত তার বুকে, তার পিঠে, কোমরে, পেছনে, সে সহিংস দুটো হাত দিয়ে আদর করছিল।

এসো, বিছানায় এসো।

না।

আমি তোমাকে ভালোবাসি।

না। তুমি আমাকে চেনো না, জানো না।

আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।

তুমি আমাকে চাও না, তুমি আমার শরীর চাও।

আমি তোমাকে চাই, তোমার সব চাই, ক্রিস্টিনা।

তোমার নেশা হয়েছে।

এসো বিছানায়। একবার তো এসেছিলে।

না, আসি নি।

আমাকে ধরো নি? হাতে নাও নি?

আমি ম্যাসার, আমার পারলরে এলেও তোমাকে হয়ত করে দিতাম। তার জন্যে পয়সা নিতাম।

পয়সা নিতে? ভীষণ আহত হয়েছিল কাশেম। পয়সা নিতে তুমি? তাহলে তুমি বেশ্যা।

গালে চড় বসিয়ে দিয়েছিল ক্রিস্টিনা। আর কক্ষনো বলবে না, কাউকে না। আমি বেশ্যা নই এ কথাটা জানার মতো পরিচ্ছন্ন যেদিন হতে পারবে, আশা করি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

কাউকে কিছু না বলে কাশেম টেলিফোনে ট্যাক্সি ডাকিয়ে চলে এসেছিল।

হ্যাঁ, ওভাবে বলা তার উচিত হয় নি। বাবুলকে সে বলবে ক্রিস্টিনার সঙ্গে আবার তার দেখা করিয়ে দিতে। ক্রিস্টিনাকে সে ভুলতে পারবে না। ক্রিস্টিনার কাছে আঘাত পেয়ে সে সইতে পারবে না, যদিও ক্রিস্টিনা তার হবে না।

হতে কি পারে না?

তার বিয়ে না হলে, ক্রিস্টিনাকে সে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারত। এখনো কি পারে না? এদেশে

BanglaBook.org

তো সব সময়ই বিয়ে ভাঙ্গছে, আবার বিয়ে করছে মানুষ। এদেশের মানুষদের জন্যে তার একটু ঈর্ষা হয়। কী সহজে তারা ছক ভেঙ্গে আবার ছক সাজাতে পারে। কেবল আমাদেরই দেশে বিয়ে মানেই জন্মজন্মান্তরের বন্ধন। ছেলেবেলায় ইস্কুলে যাবার পথে একটা লোকের দেখা মিলত ফুটপাতে। সে লটারির ব্যবসা করত। খোপে খোপে শস্তা জিনিস সাজিয়ে রেখে চিৎকার করে লোক ডাকত, 'চলে যায় ভাগ্য পরীক্ষা। ট্রাই করুন, চেষ্টা করুন, তদবির করুন। কেউ হাতি পায়, কেউ ঘোড়া পায়, কেউ সাইকেল পায়।' তার সেই কথাগুলো এখনো স্পষ্ট মনে আছে কাশেমের। বাঙালির বিয়েটা ঐ রকম, সাইকেল পেলে আর আর ঘোড়ার কথা ভেবো না বাপু, ঘোড়া পেলে ঘোড়া নিয়েই তুষ্ট থাকো হাতির দিকে চোখ দিও না।

ক্রিস্টিনাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করে তার। এইতো সে বাবুলের সঙ্গে ব্যবসা করবে, পাউন্ড রোজগার করবে, ক্রিস্টিনাকে নিয়ে চমৎকার থাকবে। দেশে ফিরে যাবে না সে। ব্যারিস্টারি পাস না করাটা যে কোনো অপরাধই নয়, ব্যর্থতাই নয়, সে কথাটা দেশে বাবা-মা আত্মীয়স্বজন কাউকে বোঝানো যাবে না। তার চেয়ে এই লন্ডন, এই ক্রিস্টিনা অনেক ভালো।

অনেকক্ষণ কাশেমকে বিছানার পাশে চুপ করে বসে থাকতে দেখে সাকিনা আর চোখ বুঁজে ঘুমের ভান করে থাকতে পারল না। প্রথমে ভয় ছিল, হয়ত বেলাল যে তার ঘরে ছিল সেটা কাশেম টের পেয়ে যাবে। কিন্তু যায় নি, টের পেলে এতক্ষণে তা বোঝা যেত। সাকিনা হাত রাখল কাশেমের পিঠে।

তুমি এলে ?

উত্তর দিলে না কাশেম।

উঠে বসল সাকিনা। কখন এলে ?

তবু কিছু বলল না কাশেম। বরং সে আবার জুতো পায়ে দিয়ে মনোযোগ দিয়ে ফিতে বাঁধতে লাগল। সাকিনা লেপ ঠেলে নীল স্বচ্ছ রাতের জামায় শীতে খানিকটা শিউরে উঠে দু'হাত বুকের ওপর ক্রস করে কাশেমের সমুখে এসে দাঁড়াল।

কোথায় ছিলে সারারাত ?

যেখানেই থাকি।

আপত্তি করছি না। কেবল জানতে চাচ্ছি, কোথায় ছিলে ?

সাকিনার এই আত্মসমর্পণের ভঙ্গিটা খেপিয়ে তোলে কাশেমকে। সাকিনা যদি বলত তার আপত্তি আছে, যদি হৈচৈ করে উঠত, তাহলে বরং খুশি হতো কাশেম। ক্রিস্টিনা কি বলতে পারত, শেষ রাতে সে ফিরে এলে, যে, তার আপত্তি নেই ?

সাকিনাকে শারীরিকভাবে আঘাত করবার জন্যে কাশেমের হাতের পেশি ফুলে উঠতে লাগল। কিন্তু জোর করে শান্ত করল সে নিজেকে। আর সেই সংযত হবার চেষ্টায় তার দূরত্ব আরো বেড়ে গেল, নির্মম হয়ে গেল সে।

রাগ করেছ ? বলবে না, কোথায় ছিলে ? সাকিনা তার পাশ ঘেঁষে বসলো। তার মুখে মিনতির হাসি, আপোষের কাঁপন।

যদি বলি কোনো মেয়ের কাছে ছিলাম, খুশি হবে ?

আমি তো বলি নি যে মেয়ের কাছে ছিলে।

বলো নি। কিন্তু ভাবছ।

তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না ?

BanglaBook.org

তুমি স্বপ্ন দেখছ।

এরকম করে বোলো না, আমার কান্না পাচ্ছে।

কাশেমের কাঁধে সাকিনা মাথা রাখল। মৃদু ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিল কাশেম।

তুমি সত্যি খুব রাগ করেছ।

বারবার এক কথা বলো না।

তুমি বলো, রাগ করো নি।

বলতে পারব না।

তাহলে রাগ করেছ?

সাকিনা মাথা সরিয়ে নিল আরো খানিকটা দূরে, ভালো করে দেখল কাশেমকে। নিজেকে ভীষণ উদ্বিগ্ন মনে হলো সাকিনার। গলার ভেতরে মুঠোর মতো কী একটা দলা পাকিয়ে রইল। সে বলল, সত্যি তুমি মেয়ের কাছে ছিলে?

উত্তর দিল না কাশেম।

তখন হেসে ফেলল সাকিনা। আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে বলছ। আমি জানি তুমি সে রকম মানুষই না।

কী রকম?

যারা বৌয়ের ওপর রাগ করে অন্য কারো কাছে যায়। কল্পনায় কী ঠিক করেছ? মেয়েটি ইংরেজ না বাঙালি? উঁহু, বাঙালি হবে না। বাঙালি আলাদা জাতের মেয়ে। তাহলে, বলো যে ইংরেজ মেয়ের কাছে ছিলে। কী গো? ইংরেজ?

জার্মান।

খিলখিল করে হেসে উঠল সাকিনা। চোখ গোল করে বলল, জার্মান? ওরে, বাপরে। কোন ভাষায় কথা বললে? তুমি তো জার্মান জানো না।

সে ইংরেজি জানে।

ইংরেজিতে ভালোবাসার কথা বলতে তাকে পারলে? শোনাও না, কী রকম করে বললে? বলো না? ইউ আর বিউটিফুল, আই লাভ ইউ— বললে তো? আমাকে একটু ইংরেজিতে বলো না, তুমি আমাকে ভালোবাসো।

আর প্রশ্রয় দিতে পারল না কাশেম। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সাকিনা, আমি মিথ্যে বলছি না। অন্তত এটুকু কৃতিত্ব আমায় দেবে যে, তোমার কাছে সত্যি কথাই বলছি। আমি এক জার্মান মেয়ের কাছে ছিলাম।

বিশ্বাস করি না। তুমি পারো না।

পারি, আমি পারি।

সাকিনা বসেই রইল বিছানায়। তার আরো শীত করতে লাগল। কাশেম একটা চাদর বা সোয়েটার এগিয়ে দিলে হয়ত গায়ে জড়িয়ে নিত, নিজে উঠে গিয়ে নেবার ইচ্ছে হলো না। কাশেমের চোখের দিকে তাকিয়ে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করল সে খানিক, আর অসহায়ের মতো উচ্চারণ করল, পারো?

হ্যাঁ, পারি।

জার্মান?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, জার্মান।

কী নাম ?

কৌতূহল হচ্ছে ? এখন বিশ্বাস হচ্ছে ? এখন জানতে ইচ্ছে করছে, তোমার স্বামী কার কাছে গিয়েছিল ? কে সেই মেয়ে যার কাছে অন্তত একটা রাতের মতো শান্তি পেয়েছিল ?

উঠে দাঁড়াল সাকিনা। মৃতের মতো দেখালো তার মুখ।

তুমি সত্যি বলছ ?

তোমার জন্যে কিছুমাত্র কিছু আমার থাকলে হয়ত মিথ্যে বলতাম। না, আমি সত্যি কথাই বলছি। তোমার নামের সঙ্গে তার নামের শেষ অক্ষরে মিল আছে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সে আমাকে বোঝে, আমি তাকে বুঝি।

কবে থেকে আলাপ ? যেন কারো কাহিনী শুনছে সাকিনা, প্রশ্ন করছে।

আজ সন্ধেবেলায়।

আজ ?

আজ। তাকে আমি বলেছি— ভালো লাগে, ভালোবাসি।

ঘণ্টাখানেক আগে বেলালের কথাগুলো চকিতে মনে পড়ে যায় সাকিনার। সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরে সাহস ফিরে আসে, চৈতন্য ফিরে পায় সে।

প্রথম দেখাতেই ভালোবাসা ?

নিজের গলায় বিদ্রূপের সুর দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল সাকিনা।

কেন, তুমিও তো আমাকে প্রথম দেখেই ভালোবেসে ফেলেছিলে ? মনে নেই ? ঠাট্টা করছ কেন ?

সাকিনার মনে হলো তার গলার ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। তবু জোর করে সে উচ্চারণ করল, আমারও মনে পড়ছে, তুমি বলেছিলে, আমাকে দেখেই তুমি ভালোবেসে ফেলেছিলে। আমি ভুলি নি।

ভুলতে চেষ্টা কোরো।

আমি জানতাম না, প্রথম দেখায় ভালোবাসা হয় না।

আমিও জানতাম না, প্রথম দেখায় প্রথম যা মনে হয়, তা ভুল।

জার্মান মেয়েটির জন্যে তো ভুল মনে হচ্ছে না তোমার ?

তার সঙ্গে প্রথম দেখা আর তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা, দুটোয় তফাত আছে আকাশ-পাতাল। তুমি তা বুঝবে না। সাকিনা, আমি আর পড়ব না, ব্যবসা করব। বাবুলের সঙ্গে সব ঠিক করে এসেছি। এই বাড়ি থেকে টাকা তুলতে হবে, দরকার হলে বাড়ি বিক্রি করে দেব। তুমি এ বাড়িতে থাকো বলেই জানিয়ে রাখলাম। নইলে দরকার হতো না।

অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সাকিনা। অচেনা মনে হলো মানুষটিকে। এখনো যেন একবার মনে হলো, সব মিথ্যে বলছে। কিন্তু কাশেম যখন সিগারেট ধরালো, তখন মনে আর সন্দেহ রইল না যে সব সত্যি। শোবার ঘরে সিগারেট ধরানো বারণ, আজ সেটাও কাশেম উপেক্ষা করল। ছোট্ট এই ঘটনায় সাকিনার মন হঠাৎ বরফ হয়ে গেল।

ধীর পায়ে সাকিনা নেমে এলো নিচে। তার মনে হতে লাগল, আর কখনো ওপরে ফিরে যেতে পারবে না সে।

BanglaBook.org

এসে রান্নাঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। জানালার তাকে টবে কয়েকটা গাছ, সেখানে পানি দিল ; খুলে দিল জানালার পাট। মুহূর্তে শীতের তীব্র হাওয়া এসে অবশ করে দিল তার মুখ। পেছনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল বেলাল।

ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, সচকিত চোখে, আমাদের কিছু টের পেয়েছে ?

ধীরে মাথা নাড়ল সাকিনা।

মনে হলো, তোমাকে হাসতে শুনলাম।

উত্তর দিল না সাকিনা।

কোথায় ছিল ?

জানি না।

শুয়ে পড়েছে ?

ধীর গলায় সাকিনা বলল, আজ তোমার কোথায় কাজ আছে না ? আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি ? আমি যেতে চাই।

সাকিনার কাঁধে বেলাল হাত রাখলে, সাকিনা আস্তে করে হাতটা নামিয়ে দিল।

বেলাল বলল, তাহলে ন'টার দিকে বেরুবো।

১২

সাকিনা নিজের গাড়ি নিয়েই বেরুলো। ব্রিক লেনে বেলালের কাজ ছিল বাবর মিয়ার সঙ্গে। লোকটি কাজ করত এক ইহুদির কারখানায়, জ্যাকেটের জন্যে সাইজ মতো চামড়া কাটার কাজ। সেখানে কাজে গাফিলতির জন্যে কাজ গেছে বাবর মিয়ার। বাঙালিরা বলছে, বর্ণবিদ্বেষের জন্যে কাজ গেছে। মালিক বলছে, বাবর মিয়ার কাজে মনোযোগ ছিল না, তার ঐ এক ভাবনা বৌকে এদেশে আনতে পারছে না। আপোষের কোনো সম্ভাবনা আছে কী-না, সেটাই প্রাথমিকভাবে দেখার কথা বেলালের। তার মনে হয়েছিল, মালিকের কথাই ঠিক। কারণ, বাবরের মতো আরো অনেক বাঙালি ও বাইরের অনেক লোক কম মাইনেয় বেশি কাজ করতে রাজি, সপ্তাহের সাতদিনই কাজ করতে রাজি, এরজন্যে শ্রম-বিভাগে কোনো ঝামেলা বা মামলা হবার সম্ভাবনা নেই। অতএব, মালিক যে বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে বাবরকে ছাঁটাই করবেন, তা মনে হয় না। এছাড়া, ঐ কারখানায় আরো বাঙালি আছে, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান আছে, বর্ণবিদ্বেষ থাকলে সবাইকে ছাঁটাই করবার কথা। তারচেয়ে, সমস্যাটার উৎস ব্যক্তিগত পর্যায়ে হওয়াটাই বেশি যুক্তিসঙ্গত। বাবর মিয়াকে নিয়ে এর আগেও ঝামেলা হয়েছিল। বেলাল জানে, তখন সমস্যা ছিল— বৌ আনতে না পারাটা। আজ তার সঙ্গে দেখা করে সে ব্যাপারেই নিশ্চিত হতে চেয়েছিল বেলাল।

কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সাকিনাকে নিয়ে বেরুতে হলো।

সাকিনা ভোরবেলায় বলেছিল তার সঙ্গে বেরুবে, তখন মনের মধ্যে লাফিয়ে উঠেছিল যে উত্তেজনা, তার হাত থেকে এখনো নিস্তার পায় নি বেলাল। তাহলে কি সে পেয়ে গেছে সাকিনাকে ? কাশেমের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কী হলো তার ? বেলালের এমনও মনে হলো, এই যে বেরুনো, দু'জনে একসঙ্গে এই হয়ত এ বাড়ি থেকে শেষ বেরুনো।

সাকিনাকে সে বুকের ভেতরে রেখে দেবে, যদি সাকিনাকে আর ফিরতে না হয়।

BanglaBook.org

বেরুনোর মুখে সাকিনা গলা তুলে বলেছিল, যেন ওপরে কাশেম তা শুনতে পায়, বেলাল, তুমি বেরুচ্ছ ? আমিও বেরুচ্ছি। চলো, তোমাকে নামিয়ে দেই।

একবার নিজের গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল বেলাল। কিন্তু সাকিনা বলেছিল, চলে এসো।

বড় রাস্তায় উঠে সাকিনা জানতে চাইল, কোথায় তোমার কাজ ?

ব্রিকলেনে।

কোনদিক থেকে যেতে হয় জানি না।

ভাবছি, যাবো না।

কেন ? কাল গেলেও চলবে।

ওঁ।

সাকিনাকে খুব ভাবিত মনে হলো বেলালের। জিগ্যেস করল, মন খারাপ ?

না। না, তো।

একমনে গাড়ি চালাচ্ছে সাকিনা। বেলাল জানতে চাইল, কোথায় যাচ্ছ ?

জানি না। যে রাস্তা ভালো লাগছে, সেই রাস্তা নিচ্ছি। তুমি তো কাজে যাবে না বললে ?

হ্যাঁ, যাবো না।

ক্ষতি হবে না ?

হাসল বেলাল। সাকিনার সিটের কাঁধে রাখল সে। বলল, জীবনে এমন দিন ক'টা আসে বলো, যখন ক্ষতি ক্ষতি মনে হয় না ?

কেন বলছ ?

রোববারের ভোরবেলায় পথে তেমন ভিড় নেই, না গাড়ির না পথচারীর। তরতর করে এগিয়ে চলেছে তাদের গাড়ি। সাকিনা ওয়েস্টএন্ডের দিকে মোড় নিল।

বেলাল বলল, অবশ্য, এর পেছনের কারণটা সুখেরও হতে পারে, দুঃখেরও হতে পারে।

কিছুই বুঝতে পারছি না কী বলছ।

আমার যার কাছে যাবার কথা ছিল আজ সকালে। বাবর মিয়া। তারও কাছে কিন্তু কাজের ক্ষতি, ক্ষতি বলে মনে হচ্ছে না। আমি জানি, ফ্যাক্টরিতে গিয়ে সে চুপ করে বসে থেকেছে, কাজ ফেলে রেখেছে। কেন জানো ? বৌ আনতে পারছে না বলে।

অসুবিধে কী ?

বিয়েটা হার মেজেস্টিজ সরকারের কাছে প্রমাণ করতে পারছে না বলে। একা বাবর মিয়া নয়, অনেকেরই এই দুর্গতি। তবে সবাই যে বৌয়ের জন্যে পাগল হচ্ছে তা নয়। অনেকে দিব্যি মানিয়ে আছে। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, বাবর মিয়ার ভালোবাসা কি সেই ভালোবাসা যা আমার ভেতরটা ভরে রেখেছে ? নিছক সান্নিধ্যের জন্যে ? না, তার বেশি কিছু ? শ্রেণী, সমাজ, বিদ্যা, অর্থ কোনোদিক থেকেই বাবরের সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই। অথচ আমারও তো তারই মতো মনে হচ্ছে, ভালোবাসার মানুষটিকে কাছে না পেলে সব আমার অর্থহীন।

সমুখেই আসছে ওয়াটারলু ব্রীজ। গাড়ির গতি কমিয়ে সাকিনা বলল, কোনদিকে যেতে চাও ?

চট করে কিছু বলতে পারল না বেলাল।

BanglaBook.org

গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে, সমুখের দিকে তাকিয়ে সাকিনা বলল, কই বলো।

তার উচ্চারণে অসহিষ্ণুতা লক্ষ করে একটু অবাক হলো বেলাল। কেন এই অস্থিরতা ? খুব জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করল কাশেমের কথা, কিন্তু প্রকাশ করল না। জিগ্যেস করল, তোমার কী ইচ্ছে ?

আমি তো তোমার সঙ্গে বেরিয়েছি। কোথাও যাবার না থাকলে, চলো ফিরে যাই।

না, না, দাঁড়াও।

এখানে বেশিক্ষণ গাড়ি দাঁড় করাতে পারব না। নিয়ম নেই।

জানি, আমিও গাড়ি চালাই।

তাহলে চটপট করো।

আচ্ছা, আগে ব্রীজ পার হও, তারপর বলছি।

গাড়ি ওয়াটারলু ব্রীজের দিকে ছুটিয়ে দিল সাকিনা। ব্রীজের কাছে এসে বলল, এরপর ?

ইউস্টনের দিকে চলো তো, তারপর দেখা যাবে।

বেলাল ভাবতে লাগল, কোথায় যাওয়া যায়। সাকিনা যে কতক্ষণের জন্যে বেরিয়েছে তাও জানা নেই। সারাদিনের জন্যে হলে অনেক দূরে যাওয়া যেত। সারাদিন আজ তার ইচ্ছে করছে সাকিনার সঙ্গে থাকতে। আর সেই সম্ভাবনায় এই প্রথম তার মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ভেতরেও তাপ ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বেলাল বলল, গাড়িটা আমার হাতে দাও।

আমি চালাতে পারি না ?

আমি চালাতে চাই।

তার মানে বলবে না, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

আমি নিজেই এখনো জানি না, শুধু জানি, তোমার সঙ্গে থাকতে চাই। আজ সারাটা দিন। আজ, আজীবন। তোমাকে যদি তোমার বাড়ি ফিরতে না হতো।

সাকিনা হঠাৎ হেসে উঠল।

হাসলে যে ?

কিছু না। কিছু না। তুমি চালাবে ? আচ্ছা।

সাকিনা গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে ঘুরে এলো বাঁদিকে, বেলাল গাড়ির ভেতরেই আসন বদল করে ড্রাইভিং সিটে বসল।

গাড়ি যখন চলতে শুরু করল, সাকিনা জিগ্যেস করল, গান শুনবে ?

নিজেকে রাজার মতো মনে হলো তখন বেলালের। মনে হলো, সাকিনার সঙ্গে তার সংসার শুরু হয়ে গেছে। কৃতজ্ঞ গলায় সে বলল, শোনাও।

আমি ? আমি শোনাবো না। শুনতে চাইলে ক্যাসেট চালিয়ে দিতে পারি।

না, শুনব না।

কিছুক্ষণ পরে সাকিনা বলল, তুমি না শোনো, আমি শুনব। এই বলে সে নিচু হয়ে একটা ক্যাসেট খুঁজে চাপিয়ে দিল। অচিরে ছড়িয়ে পড়ল নাচের সুর।

বেলাল বলল, এটা গান নয়।

BanglaBook.org

তোমার কথাও রাখলাম, আমার কথাও থাকল। তাই অর্কেস্ট্রা দিয়েছি।

সুরের তালেতালে খুব আবছা করে হাঁটু দোলাতে লাগলে সাকিনা।

নাচতে ইচ্ছে করছে ?

না।

নাচ জানো ?

এখানে এসে শিখেছিলাম। কেন, তুমি তো আমাকে নাচতে দেখেছ। বাবুলের ওখানে একবার নতুন বছরের রাতে জমেছিল সবাই। মনে নেই ?

না, মনে নেই। বেলাল একটু পরেই যোগ করল, আর এতেই বুঝবে তোমাকে কখনো আলাদা করে, বিশেষ করে, দেখি নি, প্রথম দেখাতে প্রেমে পড়ি নি।

এই, এই, কোনদিকে যাচ্ছো ?

বলব কেন ?

তাহলে আমি নেমে যাচ্ছি।

নামতে দিলে তো ?

বলো না কোথায় যাচ্ছো ?

বেলালের ভালো লাগল সাকিনার গলায় মিষ্টি অনুনয়টুকু। আরো আপন মনে হলো তাকে; স্টিয়ারিং থেকে বাঁ হাতটা সরিয়ে সাকিনার হাঁটুর ওপর রেখে বলল, আমাকে যে ভরসা করতে পারো তার প্রমাণ কাল রাতে পেয়েছ। পাও নি ? এখন দিনের বেলায় ভয় করছ ?

মোটেই ভয় করছি না। আমার কোনো ভয় নেই।

তাহলে চলো আমার সঙ্গে। আমরা এখন মোটরওয়ে নেব। অনেকদূর যাবার পর যে জংশন ভালো লাগবে— নেমে ছোট সড়ক নেব। তারপর চোখে যে হোটেল ভালো লাগবে সেখানে থামব। সেখানে আমরা দুপুরে খাবো। তারপর ঘরে গিয়ে তোমার সঙ্গে গল্প করব, আবার যখন বলবে, তোমাকে ফিরিয়ে দেব তোমার বাড়িতে।

১৩

দরোজায় কেউ এসেছে। টুংটাং করে বেল বাজছে। কাশেম একবার ভাবল, সাকিনা ফিরে এসেছে, কিংবা বেলাল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, ওদের কাছে তো চাবি আছে। বেল বাজাবে কেন ?

দরোজা খুলে দেখে, বাবুল।

কির শালা, তরকারি খেয়ে মুখ মুছে না বলে না কয়ে হাওয়া ?

বাবুল কাশেমকে এক রকম ধাক্কা দিয়েই ভেতরে ঢুকলো। পেছন ফিরে চট করে চোখ টিপে জানতে চাইল, বৌ কই ?

চোখ টেপার কারণ ক্রিস্টিনা, না সাকিনা, কাশেম একবার দ্বিধায় দুলে উঠল।

বাইরে গেছে।

দুস শালা।

তুই হঠাৎ ? রেস্তোরাঁ নেই ?

BanglaBook.org

আছে। ভাবলাম, কাল রাতে কী করলি শুনেও আসি, ব্যবসার কথাটা পাকাও করে আসি।

বসবার ঘরে টেলিভিশনের ওপর রাখা সাকিনার ছবি। তার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখে বাবুল বলল, বল, এবার কী হলো কাল রাতে। ন্যাকা সাজছিস যে ?

না, তুই বোস। ভাবতেই পারি নি, ব্যবসার কথাটা তুই সিরিয়াসলি নিবি।

তাহলে কাল ঠাট্টা করছিলি

না, আমি তো সিরিয়াস। সেই জন্যেই তোর কাছে গেলাম। তুইও দেখলাম পুরনো বন্ধুকে ভুলে যাস নি। ব্যবসা আমাকে করতেই হবে। লেখাপড়া আর হবে না। বয়সও হয়ে গেছে, এখন গুছিয়ে না বসলে, বসব কবে

তোর মতো গাধা বলেই বিয়ে করেছি- আর বই নিয়ে গুঁতোচ্ছিস। তা ব্যবসা করবি, সাকিনা কী বলে ?

ও আবার কী বলবে ?

তবু, ওর কোনো মতামত নেই ?

কাশেমের একটু সন্দেহ হয়। হঠাৎ করে সাকিনার মতামতের কথা তুলছে কেন ? সাকিনা টের পায় নি তো যে, সে বাবুলের সঙ্গে ব্যবসা করতে যাচ্ছে, আর তাই আজ সকালে বেরিয়ে বাবুলকে সাবধান করে এসেছে ?

সাকিনার কথা রেখে দে। ও আছে ওর রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে। কী খাবি বল ? হুইস্কি আছে। তোর তো চলে।

এই দুপুর বেলায় আবার হুইস্কি ? দে। বসি একটু। সাকিনা থাকলে ভালো হতো।

সাকিনার কথা বারবার তুলছে কেন বাবুল ?

হুইস্কি ঢালতে ঢালতে আড়চোখে তাকিয়ে কাশেম বলল, ব্যবসার কথা পাকা করবি বলছিলি।

সব হবে। আগে তুই বোস এসে। কাছে বোস, শালা। শুনি সব। ক্রিস্টিনাকে নিতে পারলি ?

কাশেম একটু হাসল খুব সংক্ষিপ্ত করে।

ভেরী গুড। কেমন লাগল ?

কাশেম আবার নিঃশব্দে হাসল।

কংগ্র্যাচুলেশন। জানতাম শালা, তোরই সঙ্গে শোবে। ঘরে ঢুকেই তোকে দেখে আমাকে বলে, ইয়োর ফ্রেন্ড লুকস রড স্টাইগার। শালা তখনি জানি।

কাশেম বলল, বাদাম-টাদাম কিছু নেই ঘরে। রোববারে এদিকে একটা ইন্ডিয়ান দোকান খোলা থাকে। নিয়ে আসি ?

বোস, বোস। বৌ সংসার দেখে না বুঝি ?

দেখবে না কেন ?— দেখে। কাশেম আবারো চিন্তিত হয়। বাবুল কেন ঘুরে ফিরেই সাকিনার প্রসঙ্গ তুলছে ? আরো একটা ভুল করল সে। গান শুনবে কিনা জিগ্যেস করতেই বাবুল বলে উঠল, তোর বৌও তো গান গায়। আজকাল গায়-টায় না ? না. তোরই জন্যে শুধু ? শালা, আমাদেরও ভাগ দিস।

ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল কাশেম। লম্বা এক চুমুক হুইস্কি নিয়ে সে বলল, কাল বড্ড বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছিলাম, বুঝলি।

আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বল। বাবুল সোফার ওপর এগিয়ে বসলো। দু'হাঁটুর মাঝখানে

BanglaBook.org

গেলাশ রেখে দোলাতে দোলাতে বলল, আমরা না হয় বদমাশ অ্যান্ড ব্যাচেলর ; আমরা করি, তার একটা অর্থ হয়। তোরা ম্যারেড, বৌ সুন্দরী, জীবনে মেয়েমানুষের উরু দেখিস নি, মানে বৌয়ের ছাড়া, তোর হঠাৎ শখ চাগিয়ে উঠল কেন ?

কাশেম নিঃশব্দে আরো একবার হাসল।

বুঝেছি শালা, এই হাসি দেখিয়েই বৌ পটিয়েছিলি। আমি ছাড়ছিনে, জবাব চাই। কাল রাত থেকে শালা আমি এই কথাটাই ভাবছি, যে কাশেমটার হলো কী ? ব্যবসা করবে, মেয়েবাজি করবে। নিশ্চয়ই সামথিং রং

কীসের রং ? সব শাদা। বলে, নিজের রসিকতায়, নিজেই হেসে উঠল কাশেম।

বাবুল সিলকের রুমাল বের করে নাক ঝেড়ে বলল, তুই বললেই বিশ্বাস করব ? না হয় বিয়ে নাই করেছি, আল্লা দুটো চোখ দিয়েছেন তো ? এদেশে এই যে আজকাল ওয়াইফ-সোয়াপিং চলছে, বলে কয়ে জানিয়ে শুনিয়ে এক রাতের জন্যে এর বৌ ওর কাছে যাচ্ছে, ওর বৌ এর কাছে আসছে, এ কেন ? ম্যারেড লাইফে যদি রং কিছু না থাকবে তো এত ভেলকি কেন, বাবা ?

এক ঢোঁকে গেলাশের সবটুকু শেষ করে বাবুল ইঙ্গিতে আরো কিছুটা চাইল।

কাশেম বলল, গেলাশে হুইস্কি ঢেলে দিয়ে, ব্যবসার কথা বল। কালতো ভালো করে কথাই হলো না। আশা ভরসা দিচ্ছিস তো, নাকি পানিতে গিয়ে পড়ব ?

তোর সঙ্গে ব্যবসার কথা আর কী বলব ? ব্যবসা করবি, পেছনে আমি আছি। আমারও ব্যবসা বাড়াতে হবে, তোরও দাঁড়াতে হবে।

কী যে বললি, পাকা কথা আছে ?

ওটা কথার কথা। অনেকদিন তোর এখানে আসি না। সেই শেষ কবে এসেছিলাম মনেও পড়ে না। তোর সঙ্গে তবু দু'একবার দেখা হয়, সাকিনার সঙ্গে দেখাই নেই।

যাক সাকিনার সঙ্গে তাহলে আজ সকালে বাবুলের দেখা হয় নি। নিশ্চিত হলো কাশেম। ক্রিস্টিনার কথা জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু প্রথমে কেমন লজ্জা করল। ইতস্তত করে বলল, সকালে বেরিয়ে যাসবার সময় দেখলাম, তোরা সব বসবার ঘরে শুয়ে আছিস।

উপায় কী ? তুমি গিয়ে আমার ঘর দখল করলে। ক্রিস্টিনাকে শোয়ালে। আমরা কোথায় যাই!

ক্রিস্টিনাও বসবার ঘরে শুয়ে ছিল।

ন্যাকা বোঝাচ্ছ, শালা। সকালে উঠে দেখি, আমার বিছানায় ক্রিস্টিনা আর তুমি শালা হাওয়া। চালাকি পেয়েছ ?

তাহলে ক্রিস্টিনা তার চলে আসবার পর বাবুলের বিছানাতেই শুয়ে পড়েছিল। এখনো শরীরের ভেতরে সেই আনন্দ, সেই প্রবাহিত হবার সুখ থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠছে কাশেমের।

বাবুল বলল, ক্রিস্টিনাকে চাস তো লাগিয়ে দি। কিন্তু বৌ বোঝাবি কী করে ?

বৌকে ভয় পাই নাকি ?

ও, এই ব্যাপার ? তাই বলি, কাশেম মিয়ার হঠাৎ বাইরে পা কেন ? তুই যদি ম্যানেজ করতে পারিস, পাবি ক্রিস্টিনাকে। ওর এখানে থাকা নিয়ে অসুবিধে হচ্ছিল, হোম আপিস ভিসা নিয়ে গণ্ডগোল করছিল, দিইছি ম্যানেজ করে। আমার কাছে গ্রেটফুল আছে। আর আমারও ওর দিকে চোখ নেই। তুই এগিয়ে যেতে পারিস।

BanglaBook.org

কিছু খাবি ?

খাবো মানে ?

দুপুরে নিশ্চয়ই কিছু খাস নি।

আমি কোনোদিনই দুপুরে কিছু খাই না। সাকিনা আসছে না কেন ? দেরি হবে ?

বলতে পারছি না।

ও, সেই বাংলাদেশ সেন্টারে গেছে বুঝি ?

কাশেমের মনে পড়ল, কাল মিথ্যে করে বলেছিল, সাকিনা বাংলাদেশ সেন্টারে বাচ্চাদের বাংলা পড়াতে যায়। এখন বলল, হ্যাঁ, সেখানেই গেছে। বোধহয় দেরি হবে।

সুন্দরী বৌ একা ছাড়তে ভয় করে না ? ওহো, ভুলেই গিয়েছিলাম, তোর আবার মুখ বদলাবার দরকার হয়ে পড়েছে। বৌ আর তোর চোখে পড়বে কেন ?

বাবুল এমন করে চোখ টিপল হঠাৎ যে ভীষণ অশ্লীল মনে হলো কাশেমের। বাবুল কি সাকিনার জন্যে আজ এসেছে ? কাশেমকে অন্য মেয়ের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে তার এত আগ্রহ কি সাকিনাকে বিছানায় নেবার জন্যে ?

দপ করে মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল কাশেমের। যে সাকিনাকে সে নির্মমভাবে আঘাত করেছে আজ ভোরে, যে সাকিনার উপস্থিতিকে অস্বীকার করবার জন্যে সে গতকাল ফেরারি থেকেছে, সেই সাকিনার জন্যে তার এতখানি লাফিয়ে ওঠার ভেতরে যে একটা পরস্পর বিরোধিতা আছে, আদৌ তা এখন চোখে পড়ল না কাশেমের। বাবুলের অস্তিত্বটাকেই মুছে ফেলতে পারলে সে এখন যেন শান্ত হতো।

কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারল না কাশেম। তখন আরো অসহায় মনে হলো নিজেকে। সাকিনার মুখখানা বারবার দুলে উঠতে লাগল চোখের সমুখে। কোথায় গেল সাকিনা ? কোথায় এখন কী করছে সে ?

বাবুল উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করল খানিক। আবার এসে বসল। বলল, নাঃ, তোর বাড়িটা বড্ড খালি খালি। বেলাল আছে এখনো তোর এখানে ?

আছে।

বেরিয়ে গ্যাছে বুঝি ?

হ্যাঁ, বাড়িতে আর থাকে কখন।

ঐ আর এক বুদ্ধিমান ছেলে। তোর মতো নয়। দিব্যি হাত পা ঝাড়া। একবার আমার ওখানে আসতে বলিস তো। অনেকদিন দেখি না। তোর টয়লেট কোথায় ? ওপরে ?

তরতর করে ওপরে উঠে গেল বাবুল। দরোজা খোলা রেখেই প্রস্রাব করতে শুরু করল। নিচে বসবার ঘর পর্যন্ত ভিজে গেল শব্দে।

দুপদাপ করে নেমে এলো বাবুল।

বেশি আর দেরি করে কী হবে ? ও বেলায় রেস্তোরাঁয় হাজিরা আছে। ব্যবসা করতে যাচ্ছিস, মনে রাখবি, নিজে চোখ না রাখলেই ফাঁক। আমি একটা কথা ভাবছিলাম

কী কথা ?

বাবুল চোখ সরু করে তাকিয়ে রইল খানিক কাশেমের দিকে।

সাকিনাকে নিয়ে দু'একদিনের মধ্যে আয় আমার ওখানে। একসঙ্গে বসে সব ফয়সালা করা

BanglaBook.org

যাবে। ব্যবসার কথা আর কী। সাকিনাকেও কাজে লাগাতে হবে। ও যদি আমার রেস্তোরাঁয় বসে, তাহলে তুই আর আমি নিশ্চিন্তে টেকঅ্যাওয়ে কারবারটা গুছিয়ে ফেলতে পারতাম। কী বলিস ? এতক্ষণে কাশেমের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, সাকিনার দিকে চোখ পড়েছে বাবুলের। সে ইতস্তত করতে লাগল।

কী ভাবছিস ? ক্রিস্টিনা ? সাকিনা টেরও পাবে না।

না, সে কথা নয়।

তাহলে ? ইয়োরোপীয়ান মেয়েদের নিয়ে এই এক সুবিধে। জগের পানি গেলাশে ঢালে না। যার যার জায়গায় সে সে থাকো।

নিজেকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত মনে হয় কাশেমের।

ভালো কথা। ক্রিস্টিনা যাবার সময় তোর ফোন নম্বর চাইছিল। বাবুল মিথ্যে কথা বলল।

তুই দিলি ?

ঘাবড়াসনে। বিয়ে করেছিস তো কী হয়েছে। এ মাগিরা দেবার জন্যে তৈরি। বাদামি চামড়া চায়। নে, ক্রিস্টিনার হস্টেলের ফোন নম্বর রাখ। আজই ফোন করিস। নইলে আবার অন্য কেউ ভাগিয়ে নেবে। যখন দরকার আমার ঘরে চলে যাস। আবার চোখ টিপল বাবুল। দরোজার কাছে যাবার সময় কাশেমের চোখে পড়ল, বাবুলের পা টলছে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বাবুল বলল, সাকিনাকে নিয়ে কবে আসবি জানাস।

দুপুরের হুইস্কি কাশেমেকেও চট করে ধরেছিল। সে শুধু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শালা।

১৪

লন্ডন থেকে অক্সফোর্ড তারপরে উডস্টক। ছোট্ট এই গ্রামটায় বহু বছর আগে বেলাল এসেছিল ব্লেইনহাম প্রাসাদ দেখতে, যেখানে চার্চিলের জন্ম হয়েছিল। রোববারের ফাঁকা রাস্তায় ঘণ্টা আড়াই লেগেছিল উডস্টকে পৌঁছুতে।

উডস্টকে 'বেয়ার হোটেলে' দোতলায় একটা ঘরে বেলাল আর সাকিনা পাশাপাশি শুয়ে আছে বিছানায়। একটু আগে নিচে থেকে দুপুরের খাবার খেয়েছে ওরা। বেলাল একটা শ্যাম্পেন আনিয়েছিল। কোমল জ্যোছনার মতো শ্যাম্পেন এখন তাদের শরীরের ভেতরে আনাগোনা করছে।

সাকিনার খোলা স্তনের ওপর শান্ত একটি হাত রেখে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে বেলাল ও সাকিনা। ছাদে কাঠের কালো রঙ করা বরগা, ঘরের খুঁটিগুলো কাঠের। বাঁকা, অসমান, রুক্ষ। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখলেও ক্লান্তি আসে না। ঘরের মেঝেয় লাল টকটকে কার্পেট। কয়েকশ বছরের পুরনো হোটেল। এক সময় ছিল সরাইখানা, এখনো সেই পুরনো দিনের গড়ন আর সাজসজ্জা যত্নের সঙ্গে ধরে রাখা হয়েছে।

অনেকক্ষণ তাদের কোনো কথা হচ্ছিল না। সারা পথ চলছিল বেশ, তারপর উডস্টকে এসে নানা দেশে টুরিস্টের ভিড়েও চপলতা ছিল অক্ষত, এমনকি খাবার টেবিলেও কথার ছিল ভরা বর্ষা। কিন্তু এখন ?— না, বৃষ্টিহীন মরুভূমি নয়, অঝোর ধারে বৃষ্টি হয়ে যাবার পর জল থই-থই স্তব্ধতা।

বেলাল ধীরে ধীরে খুলে দিল সাকিনার ডান স্তনের আবরণ। তারপর দুই স্তনের মাঝখানে

BanglaBook.org

মাথা ঠেকিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল কিছুক্ষণ।

এর আগে কখনো বেলাল স্পর্শ করে নি কোনো মেয়ের শরীর। একটা সময় ছিল, বয়স তখন অনেক কম, তখন বিশেষ কোনো মেয়ে নয়, মেয়ে মাত্রই শরীর ছিল পৃথিবীর শেষ গন্তব্য। ছিল তলোয়ারের মতো উত্তেজনা, ছিল নক্ষত্রের মতো কৌতূহল। এখন আর নেই। অনেকদিন থেকে নেই। অনেকদিন থেকে অনবরত একটি প্রতীক্ষা, এমন কারো জন্যে যার জন্যে আছে ভালোবাসা ; আর ভালোবেসেই যার শরীরের সীমা তাকে অতিক্রম করতে হবে।

সেই শরীর এখন তার বৃত্তের ভেতরে। শায়িতা এবং পাশে এবং তার স্তনের ওপর তার হাত, তার নিঃশ্বাসের চেয়ে নিকটে সেই ভালোবাসা।

বেলাল আবার ফিরে এলো বালিশে, মাথা রাখলো, সাকিনার হাত এনে রাখলো ঠোঁটের ওপরে, চুমো দিল, তারপর বলল, লন্ডন থেকে এখন আমরা অনেক দূরে।

হ্যাঁ। প্রায় শোনা গেল না সাকিনার কণ্ঠস্বর।

সবকিছু থেকে দূরে।

হ্যাঁ।

সমস্ত কিছু থেকে। পৃথিবী থেকে।

হ্যাঁ।

এখন শুধু তুমি আর আমি।

সাকিনা এবার কিছু বলল না। তখন বেলাল তার মুখ নামিয়ে আনল সাকিনার মুখের ওপর। এখন সাকিনা ফিরিয়ে নিল না ঠোঁট। ঠোঁটের ওপর ছোট্ট একটা দ্রুত চুমো দিল বেলাল। এই প্রথম তার ঠোঁটে। মনে পড়ল, সাকিনা তাকে বলেছিল, ঠোঁট তার জন্যে নয়। বলতে চেয়েছিল, ঠোঁট তার স্বামীর জন্যে। এখন ঠোঁটের অধিকার দিয়ে বেলালকে সে কি বোঝাতে চাইল— তুমি আমার স্বামী অথবা তুমিও আমার স্বামী।

তুমিও ? কাশেম ; এবং বেলালও ?

না, সে ভাগ করে নিতে পারবে না সাকিনাকে। যে সাকিনাকে সে আবিষ্কার করেছে, সে সাকিনা তারই, সেখানে কারো অংশ নেই। পরমুহূর্তে মনের মধ্যে তর্ক উঠল তার। এ কি স্বার্থপরের মতো ভাবনা নয় ? এই ভাবনা যে, সাকিনা আমার ? আমি কি তার নই ? কিংবা এমনও তো সে ভাবতে পারত, আমরা আমাদের ? বেলালের মনে হলো, এখনো সে তাহলে সেই সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে ভালোবাসতে পারে নি সাকিনাকে, যখন যে-কোনো 'আমার' তুচ্ছ হয়ে যায়। এখনো তাকে তৈরি হতে হবে, এখনো তাকে আরো নিবেদিত হতে হবে।

তুমি আমাকে কেন ভালোবাসো ?

সাকিনা হঠাৎ পাশ ফিরে বেলালের চুলে হাত দিয়ে জিগ্যেস করল। এক গোছা চুল নিয়ে অন্যমনস্ক খেলা করতে লাগল। তখন বেলাল তার পিঠে হাত রাখল, আলতো করে টেনে আনল নিজের আরো কাছে। সাকিনা উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল বেলালের দিকে।

এর কী উত্তর দেবে বেলাল ? কেন একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে ভালোবাসে ? কেন দরকার হয় দ্বিতীয় একটি অস্তিত্বের এই পৃথিবীতে ?

কী আছে আমার ? সাকিনা আবার প্রশ্ন করল।

তোমার সব আছে। আমি কল্পনায় যাকে দেখতাম, এতকাল দেখে এসেছি, সে তুমি।

তোমার ভুল হতে পারে তো ?

BanglaBook.org

কীসের ভুল হতে পারে ?

আমাকে চিনতে।

ভুল হলেও ভুল আমার সত্যি।

কেন তা সত্যি হতে যাবে ?

জীবনের সব ভুল সংশোধন করা যায় না বলে। হয়ত উচিতও নয়। একেকজনের একেক রকম করে হয়। কারো ভুলের ভেতরে কারো বা সত্যির ভেতরে। তবে, এই মুহূর্তে যদি আমাকে জিগ্যেস করো, ভুল আমার হয় নি। আজ আমার সমুখে তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরীকে এনে দাও, আমি বলব তোমাকেই চাই— তুমি, সাকিনা ; সবচেয়ে বিদুষী, সবচেয়ে গুণান্বিতাকে এনে বলো একে ভালোবাসো, আমি বাসতে পারব না। তোমার দোষগুণ, ব্যর্থতা সফলতা সব মিলিয়ে তুমিই আমার একমাত্র। ভুল যদি কারো হয়ে থাকে, তাহলে ঈশ্বরের ভুল হয়েছে যিনি এমন করে আমাকে পাইয়ে দিলেন, যখন তুমি অন্য কারো।

সাকিনা আকর্ষণ করল বেলালকে। বেলালের জন্যে তার বুকের ভেতরে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। সাকিনা তার হাত দিয়ে আদর করতে লাগল, নিজের শরীরের ভেতরে ঝড়ের নদীতে নৌকোর অসহায় বিক্ষোভ দেখতে লাগল।

সাকিনা বেলালের বুকের ওপরে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

কাঁদছ কেন ?

উত্তর দিল না সাকিনা। বেলালের বুকের ওপর কয়েক ফোঁটা অশ্রু এসে পড়ল।

তুমি কাঁদছ কেন ?

তখন নিজেকে সামলে নিয়ে, উঠে বসে একটা রুমাল খুঁজল সাকিনা। ব্যাগের ভেতরে পেল না। বেলাল হাত বাড়িয়ে পাশের ছোট্ট টেবিলের ওপর রাখা হোটেলের দেয়া টিসু-বকসের ভেতর থেকে একটা টিসু বার করে দিল। চোখ মুছে আরেকটা টিসু চাইল সাকিনা। নাক মুছে নাক ঘষে লাল করল সাকিনা।

বেলাল বলল, আজ সকালে তুমি জিগ্যেস করছিলে কাঁদলে তোমাকে সুন্দর দেখায় কিনা। এখন বলতে পারি, হ্যাঁ দেখায়।

তাই বলে আমাকে কাঁদাবে ?

তুমি কাঁদতে পারো তবু। আমি তো তাও পারি না। নইলে আমার কি কান্না পায় না ? রোজ তোমাকে দেখেছি রাতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ঘরে উঠে যেতে, আমার কি কান্না পায় নি ? তোমাকে দেখেছি কাঁধে মাথা রেখে টেলিভিশন দেখতে, আমার কি তখন একা মনে হয় নি ? আমার কি মনে হয় নি, তুমি আমারও হতে পারতে ? আমরা আমাদের হতে পারতাম ? সাকিনা, তুমি কাঁদতে পারো। আমি যদি পারতাম।

তুমি তো জেনেশুনেই আমাকে ভালোবেসেছ। তাহলে কষ্ট পাও কেন ?

হ্যাঁ, জেনেশুনেই ভালোবেসেছি। তুমি অন্য কারো জেনেও তোমাকে ভালোবেসেছি।

আমি জানি না তুমি কী করে ভালোবাসতে পারো।

সাকিনা আবার শুয়ে পড়ল বেলালের পাশে। তার খোলা বুকের ওপর মাথা রেখে বেলাল বলল, তোমার মতো কেউ আছে বলেই পারি। কাশেমকে আমি ঈর্ষা করি।

কোরো না। ওর তো কোনো দোষ নেই।

BanglaBook.org

তবু ঈর্ষা করি।

বেলালের মাথাটাকে দু'হাতে বেষ্টন করে সাকিনা বলল, আমার ওপর ওর অধিকার আছে বলে ?

হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তাও নয়। আমি শুধু পেতে চাই না, দিতে চাই। আমি চাই আমার ওপর তোমার অধিকার তুমি নাও, যেমন কাশেমের ওপর তুমি নিয়ে থাকো।

কে বললে নিই ?

নাও না ?

বেলাল মাথা তুলতে যাচ্ছিল, সাকিনা তাকে মুক্ত করল না।

আরো দৃঢ় হাতে জড়িয়ে চেপে ধরে রাখল নিজের বুকের ওপর।

বেলাল বলল, তোমার যখন একা লাগে, তুমি খোঁজো না কাশেমকে ? তোমার যখন ইচ্ছে করে, ডাকো না তুমি কাশেমকে ?

কাশেমের নাম উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে বেলালের মনের ভেতরে প্রবল একটা ইচ্ছে মুষলধারে বৃষ্টির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিশ্চিহ্ন করে দিতে ইচ্ছে করল কাশেমের অস্তিত্ব এবং তুলে ধরতে নিজের পতাকা। এই প্রথম সে দুই ঠোঁটের ভেতর তুলে নিল স্তনের বোঁটা। জীবনের প্রথম এই অভিজ্ঞতায় মনে হলো একটা কড়ে আঙুল সে তুলে নিয়েছে যার ভেতরে কোনো হাড় নেই। তারপর, এটা ছেড়ে আরেকটা তুলে নিল সে। তার শুকনো ঠোঁটের ভেতরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মৃদু তাপ।

সাকিনা কাতর ধ্বনি করে উঠল। তার ভালো লাগল, অথচ মনের ভেতরে তারই অবিকল একজন অত্যন্ত দূরে এবং খুব ছোট দেখাচ্ছে তাকে, তার ভালো লাগছে না ; তার ইচ্ছে করছে সরিয়ে দিতে, দৌড়ে কোথাও চলে যেতে, চিৎকার করে উঠতে যে, সাকিনা, এ দুঃস্বপ্ন।

সাকিনা ?

বলো।

সাকিনা।

বলো, তুমি।

সাকিনা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

এই ব্যবহারে-ব্যবহারে মলিন অথচ প্রতিটি মানুষের কাছে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ শেষে উজ্জ্বল আলোর মতো কুমারী এই কয়েকটি কথা কতকাল সাকিনা শোনে নি। এমনকি, এমন করে এর আগে কখনো শোনে নি। তার মনে পড়ে না, কাশেম তাকে শেষ কবে বলেছে, ভালোবাসে।

সাকিনার হাত শিথিল হয়ে এলো, ছড়িয়ে পড়ল দেহের দু'পাশে, স্তনমুখ দিয়ে মনে হলো ক্ষীণ অতিক্ষীণ ধারায় কিন্তু অতি তীব্র গতিতে উৎক্ষিপ্ত হয়ে চলেছে তার অস্তিত্বের নির্যাস।

আবার কাতর ধ্বনি করে উঠল সাকিনা।

ব্যাকুল কণ্ঠে বেলাল বলল, তুমিও কি ভালোবাসো ?

জানি না।

আমাকে বলো, সাকিনা। একবার বলো। তোমার কাছে দুঃখ পেলেও মনে করব তবু তোমার কাছে কিছু পেয়েছি।

মুখ তুলে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল বেলাল, তবু কোনো উত্তর দিল না সাকিনা অনেকক্ষণ।

BanglaBook.org

তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাসো না ? তাহলে কিছুই আমি তোমার কাছে পেতে পারি না ?

পেয়েছো তো।

পেয়েছি ?

তুমি বোঝো না, আমি কেন এখানে ?

এই সহজ কথাটা আদৌ তার মনে পড়ে নি বলে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল বেলাল। আর তার মুখের সেই অভিভাব দেখে খুব মায়া করে উঠল সাকিনার ভেতরটা। কাল যখন সে বারবার জিগ্যেস করছিল বেলালকে, যে কাশেমের কোনো মেয়ে বন্ধু ছিল কী-না, আসলে সে জানতে চেয়ে ছিল বেলালের কথা। সে ঠিকই বুঝতে পেরেছিল বেলাল তাকে ভালোবাসার কথা বলবে। বহুদিন ধরে তার চোখে পড়েছিল বেলালের বিশেষ ব্যবহারগুলো তাকে লক্ষ করে। আর বহুদিন থেকেই তার, সাকিনার, মন একটু একটু করে এগিয়ে আসছিল বেলালের দিকে। সেই এগিয়ে আসবার ওপর নিজের চেয়ে নিয়তির হাত বেশি করে টের পেয়েছিল সাকিনা ; যুক্তি দিয়ে, বাস্তব সত্য দিয়ে নিজেকে ফেরানো তার সম্ভব হয় নি। তবু মানুষ হয়ত যুক্তির আশ্রয় খোঁজে। তাই এতকাল যা সম্ভব হয় নি, আজ সকালে তাই-ই হয়েছে, সে বেরিয়ে আসতে পেরেছে বেলালের সঙ্গে, কয়েকটা ঘণ্টার জন্যে হলেও নিজেকে ছেড়ে দিতে পেরেছে এই মানুষটার হাতে যার সঙ্গে তার সম্পর্কের কোনো অনুমোদন সে আশা করতে পারে না কোথাও। আর ঐটুকুর জন্যেই ছিল দ্বিধা, কিন্তু এই দ্বিধাও খণ্ডিত হয়েছে তার নিজেরই তরবারিতে।

সাকিনা দু'হাতে বেলালের মুখ নিয়ে চুমো দিল।

চুমো দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বেলালের মুখ খুব নতুন চোখে দেখল সে। তারপর বলল, কী চাও তুমি আমার কাছে ?

তোমাকে। তোমার সবকিছু আমি চাই।

সব কিছু ?

হ্যাঁ, সবকিছু। তোমার মন, তোমার শরীর ; তোমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ; সবকিছু আমি পেতে চাই। আর দিতে চাই আমার সব, আমার দুঃখ, ব্যর্থতা ; আনন্দ, স্মৃতি ; আগামী— সব তোমাকে দিতে চাই।

বলতে বলতে বেলাল উঠে এলো সাকিনার শরীরের ওপরে। সমস্ত শরীর দিয়ে তাকে ঢেকে সে শুয়ে রইল।

সাকিনা অবাক হয়ে গেল। ঠিক এমনি করে শরীরে যখন কেউ শরীর রাখে তখন যে কঠিনতার সঙ্গে তার চেনা, বেলালের তা নেই। শিথিল এবং নিশ্চিন্ত তার শিশ্ন। শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম কী ভুলে গেছে বেলালের শরীর ? কতদিন তো এমনও হয়েছে কাশেম ক্রুদ্ধ, বিরক্ত, তবু সেই কাশেম কেবল সাকিনার শরীরের সান্নিধ্যেই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জেগে উঠেছে। আর, বেলাল তো এখন স্পষ্টই বলেছে, সাকিনার শরীরও সে চায়, তবু কেন সে স্নিগ্ধ এবং স্বাভাবিক ?

নিজের অজান্তেই নিজেকে একবার, এক মুহূর্তের জন্যে উত্তল করল সাকিনা।

স্বভাবত শান্ত, কিন্তু একটু অবাধ্য এক শিশুর মতো মনে হচ্ছে তার বেলালকে।

একটা খেলা করতে ইচ্ছে করল সাকিনার। বলল, তুমি তো জানো আমি অন্য কারো। তবু আমাকে ভালোবেসেছ তো ?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, তাই ?

আমাকে সবদিক থেকে পাবে না জেনেও ?

হ্যাঁ, তা জেনেই।

তাহলে শরীর চাও কেন ? দিতে যদি না পারি ?

দেবে না। আমি শুধু তোমার ভালোবাসা চাই।

তাহলে শুধু ভালোবাসাই থাক।

থাক। তবে, ভালোই যদি বেসে থাকো শরীর নিয়ে বাধা কেন ?

শরীর তো ভালোবাসার অনেক নিচে। তুমি বড়টাই তো পেয়ে গেছ।

তবু আমি তোমার সব চাই। তোমার মন, তোমার শরীর।

কেন ?

বড়টাই যদি দিয়ে থাকো, ছোটটা কেন হাতে রেখে দেবে ?

সাকিনা এখনো, তার মনের একপ্রান্ত থেকে অবাক হয়ে ভাবছে, শরীরের উল্লেখেও বেলাল এত শান্ত আছে কী করে ? কিছুতেই এ ভাবনাকে ঠেলে ফেলতে পারছে না, কিছুতেই এর চারদিকে কথার জাল না বুনে পারছে না।

বেলাল সাকিনার পিঠের নিচে নিজের দু'হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমো দিয়ে বলল, ভাবছ, তোমাকে পাবার জন্যে খেপে উঠেছি ? এখন আমি তোমার শরীর ছাড়া আর কিছু চাই না ?

চাও নাকি ?

ভালো করেই জানো।

আচ্ছা, কেউ যদি কাউকে হোটেলে এনে তোলে, বিছানায় নিয়ে শুতে চায়, জামা খুলে দেয়, তাহলে সেই মেয়ে যদি ভাবে তো তাকে তুমি দোষ দেবে ?

না, দেব না। কিন্তু আমি তো যে-কেউ নই, সাকিনা। আমি, যে তোমাকে ভালোবাসি। তুমি যতটুকু দেবে, তাইই আমার প্রাপ্য। যখন দেবে তখন নেব, তার আগে নয়। তাই বলে যখন ইচ্ছে করবে, তখন আশা করব, তুমি আমাকে বলবে, যে তুমি তৈরি।

বলব।

তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, কখনো কাউকে ভালো তো বাসিই নি, কারো সঙ্গে ঘুমোই নিও। অথচ আমার কত বন্ধু আছে, তাদের দেখেছি মেয়ে তুলতে, মেয়ের কাছে পয়সা দিয়ে যেতে, এই লন্ডনে। একজনের সঙ্গে সোহো স্কোয়ারে গিয়ে সে যতক্ষণ মেয়ের কাছে ছিল, বসবার ঘরে টেলিভিশন দেখেছি ; সে বেরিয়ে এসে আমাকে ভেতরে যাবার জন্যে কত হাত ধরে টেনেছে, তবু যাই নি। আমি কল্পনাই করতে পারি না। হয়ত খুব গোঁড়া পরিবারের ছেলে বলে। এই আমার প্রথম, এই এতো কাছে আসা। এক সময়ে মনে হতো, কারো এত কাছে এলে, তার ওপরে ঠিক এইভাবে শুয়ে থাকলে তার খোলাবুকের স্পর্শ পেলে, পাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। এখন, এই এতক্ষণ আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, সাকিনা, আমি অবাক হয়ে নিজেকে দেখছিলাম ; তুমি যতক্ষণ নিজে থেকে আমাকে চাইবে না, আমি একটা জীবন এভাবে তোমার সঙ্গে শুয়ে থাকতে পারব, আমার কিচ্ছু হবে না। আমার শরীর আমার থেকে আলাদা হয়ে নিজেই একটা কাণ্ড করে বসবে না।

BanglaBook.org

সাকিনার তখন কোমল একটা ইচ্ছে হলো, এই যে লোকটি, যে তাকে ভালোবাসে, যে এখন তার শরীরের ওপর শুয়ে আছে সমস্ত প্রশান্তি নিয়ে, প্রতীক্ষা নিয়ে, তাকে প্রথম অভিজ্ঞতা দিতে। আর নিজেকে তার মনে হলো, বেলালের মুখে কথাগুলো শুনতে শুনতে, পুরুষের অভিজ্ঞতা তার হয় নি ; যদিও তার বিয়ে হয়েছে, সে এখনো কুমারী।

বেলালের মুখ আবার দু'হাতে ভেতরে নিয়ে চোখের সমুখে তুলে চোখের ভেতরে ত্রস্তে কী একটা খোঁজার মতো করে চেয়ে থেকে সাকিনা বলল, ওঠো, পর্দা টেনে দাও।

এতক্ষণ পর্দা খোলা ছিল। রোদ এসে পড়েছিল বাইরের। এখন পর্দা টেনে দিতেই ছায়া-অন্ধকার সমস্ত কিছু আলিঙ্গন করে নিল। সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ করে রইল সাকিনা। আর বেলাল যখন তার পাশে শুয়ে জড়িয়ে ধরল, সাকিনা তখন অস্ফুটস্বরে বলল, উঃ, তোমার বেলট।

বেলটের মুখে পেতলের ঈগল, তার বিস্তৃত দুই ডানায় ধাতব-তীক্ষ্ণতা।

তোমার লাগল ?

একটু।

ট্রাউজার খুলে বেলাল শুয়ে পড়ল সাকিনার পাশে। আবার তাকে আলিঙ্গন করল। কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আদর করল তাকে, চুলের ভেতরে আবছা সুগন্ধকে ভালো করে বোঝার জন্যে মুখ ঘষতে লাগল, তারপর তাকে ফিরিয়ে আনল নিজের দিকে।

সাকিনা অবাক হয়ে লক্ষ করল, বেলালের শরীর কী প্রস্তুত এবং অশ্বের মতো স্তম্ভিত কিন্তু অস্থির।

সাকিনা সেখানে হাত রাখল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে গেল বেলাল। এত দ্রুত এলো এই পরিবর্তন যে বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠল সাকিনা। আর বেলাল পিঠের ওপর পাশ ফিরে শুলো, মুখ ফিরিয়ে নিল সাকিনার দিক থেকে।

সাকিনা তখন তাকে আকর্ষণ করল নিজের দিকে। সমস্ত মমতা দিয়ে নিল সে তাকে তার নিজের ওপর। হাত বাড়িয়ে আদর করতে লাগল বেলালের শিথিলতাকে। তারপর যখন মনে হলো, আবার সে প্রস্তুত, তখন আর তার হাতে ছেড়ে দিল না যাত্রার ভার, এই তো প্রথম বেলালের ; সে কী করে জানবে যাত্রার রীতি ?

সাকিনা তাকে নিজের হাতে সুড়ঙ্গের ভেতরে নিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে উঠল তীব্র শিস, পাখি উড়ে গেল, ফুল ঝরে গেল, বিদ্যুৎ চমকের মতো অস্তিত্বের নীলিমা চিরে গড়িয়ে পড়ল শরীরের কষ।

তবু তাকে অভয় দেবার জন্যে, গৌরব দেবার জন্যে সাকিনা আরো অনেকক্ষণ বুকের ওপর আঁকড়ে ধরে রইল তাকে।

তার নিজের কিছু নেবার ছিল না। ছিল শুধু এই লোকটি যে তাকে এমন করে ভালোবাসে সেই তাকে ভালোবাসার অন্তর্গত সবকিছু দেবার ব্যাকুলতা, তার প্রথম অভিজ্ঞতার দিশারী হবার হয়ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

তাই সাকিনার পক্ষে এখন সম্ভব হলো, নিজেকেই দূর থেকে দেখা।

সে দেখল শরীর সেই এক এবং অদ্বিতীয়। এমন কিছু সে দেখতে পেল না, যা আগে দেখে নি ; এমন কিছু ঘটল না, যা আগে ঘটে নি।

BanglaBook.org

সেই প্রতিদিনের একটি দিন।

সাকিনা এখন নির্মমভাবে অনুভব করল, ভালোবাসার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ভালোবাসা এর ঊর্ধ্বেও নয় ; নিচেও নয়। ভালোবাসা এর বাইরে এবং বিযুক্ত।

তাই এই পিচ্ছিলতায় সে গ্লানিতে ডুবে গেল।

নিঃশব্দে দ্রুত সে উঠে গেল বিছানা থেকে।

১৫

সাকিনা ঘরের দরোজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল কাশেমকে। কাশেম নিজেই আসছিল দরোজা খুলে দিতে। সাকিনা জানে না, কাশেম সারা বিকেল আর সন্ধে উৎকর্ণ হয়েছিল সাকিনার গাড়ির শব্দের জন্যে। কতবার আজ সে অন্যের গাড়ির শব্দ শুনে দরোজার কাছে এসেছে তা শুনলে যে কেউ মনে করত পারত অভিসারে আসবার কথা আছে কারো।

বাইরে থেকে ফিরে অন্য যে কোনোদিন সাকিনা যেমন মাথা একটু নিচু করে হেসে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়, আজো তার ব্যতিক্রম হলো না। বরং অন্যান্য দিন, সোজা আপিস থেকে ফেরার দরুন ঠোঁটের হাসিতে যে করুণ ক্লান্তি ফুটে ওঠে, আজ তার চিহ্নমাত্র নেই।

সেটা লক্ষ করে বড় নিশ্চিন্ত হলো কাশেম।

তোমার জন্যে ভাত রান্না করে রেখেছি। আমারও বড্ড খিদে পেয়েছে। সারাদিন কিছু খাই নি।

খিদে তো পাবেই। রাত এখন আটটা।

সাকিনা বলল, সারাদিন খাও নি, সে কী ?

সাকিনার একটু অনুতাপ হলো, আজ দুপুরে সে 'বেয়ার হোটেলে' কী সুন্দর ফরাসি লাঞ্চ খেয়েছে— কমলা দিয়ে হাঁসের রোস্ট।

কাশেমের মুখের দিকে তাকিয়ে ভারী মায়া হলো সাকিনার। যেন কতকাল দেখে নি তাকে। যেন কতকাল পরে সে আবার তার নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে।

কাশেম যদি জিগ্যেস করে সে কোথায় ছিল সারাদিন— যেমন সে নিজে আজ ভোররাতে জিগ্যেস করেছিল কাশেমকে ?

তোমাকে বড্ড ক্লান্ত লাগছে। কাশেম বলল। দেখি, মুখখানা দেখি। ইস, তোমারও নিশ্চয়ই খাওয়া হয় নি। রাগ করে খাও নি তো ?

না, না।

একেবারে অন্য মানুষ মনে হচ্ছে কাশেমকে। কতকাল সে কাশেমকে এ রকম দেখে নি। কতকাল সে তার মুখ ধরে বলে নি, খুব খাটুনি গেছে বুঝি ?

চটপট হাত মুখ ধুয়ে নাওতো। আমি ভাত বাড়ছি।

সাকিনার পিঠে হাত দিয়ে ঠেলে, এটাও বহুদিন পরে, তাকে পাঠিয়ে দিল বাথরুমে। ফিরে এসে দেখে কাশেম সব সাজিয়ে হাসিমুখে বসে আছে। ভাত রেঁধেছে, ডাল করেছে, মুরগির মাংস রান্না করেছে, সবজি করেছে।

এত কখন করলে গো ? সাকিনা চোখ গোল করে বলল।

BanglaBook.org

শুধু কি এই ? খাবার পরে মিষ্টিও পাবে।

মিষ্টি ?

সে মিষ্টি নয়, সেটা পরে।

যাঃ।

ছানার পায়েস করেছি।

তুমি করেছ ?

কেন মনে নেই, আমার কাছেই রান্না শিখেছিলে এদেশে এসে ? এখন আমার রান্নার কথা শুনেই অবাক হচ্ছো ? নাও, খেতে শুরু করো।

বিয়ের পরপর ঠিক এই রকম ছিল দিনগুলো। সময় যেন একটা যাদুবলে পেছনের দিকে মুখ করেছে। যে কাশেমকে সে রেখে আজ সকালে বেরিয়ে পড়েছিল, সেই কাশেম এভাবে বদলে যাবে, তার না-বলে বাইরে থাকায় মুখ আঁধার করবে না, ফোঁস ফোঁস করবে না, এ যে কল্পনার অতীত। এখন আরো বেশি বিহ্বল মনে হলো তার নিজের বর্তমান আর নিকট-অতীত। প্রায় দুঃসহ মনে হলো শরীরের ভেতরকার গ্লানি, এখনো পিচ্ছিল মনে হলো।

বেলালটা কই ?

খুব স্বাভাবিক গলায় কাশেম প্রশ্নটা করলেও চমকে উঠল সাকিনা। আর একটু হলেই বিষম খেতো। কিন্তু নিজেকে সামলে নিতে পারল সে।

আর এই প্রথম, যেন আরেক অভিজ্ঞতা তার প্রথম, আজ যেমন আরেক আবিষ্কার তার প্রথম, উপলব্ধি প্রথম, তিনটি প্রথমের পর, এবারো প্রথম সে মিথ্যে কথা বলল।

আমি কি জানি ? সকালে টিউব স্টেশনে নামিয়ে দিয়েছি।

বেলালের গাড়ি আছে, সে কেন রেলগাড়ি ব্যবহার করবে ; এ প্রশ্ন কাশেম করলে কী উত্তর দেবে সে ? একটা মিথ্যে বললে যে তার পেছনে আরো দশটা মিথ্যে বলতে হয়, এই কথাটা করুণভাবে টের পেল এখন সাকিনা। কিন্তু কাশেম তাকে রেহাই দিল। বেলালের প্রসঙ্গ আর সে তুলল না। সাকিনা জানে না, কাশেমের মাথায় এখন সে ছাড়া, তাকে তুষ্ট করা ছাড়া, তার সঙ্গে ভাব করে নেয়া ছাড়া আর কোনো ভাবনা নেই।

উডস্টক থেকে ফেরার পথে সময় লেগেছিলো ; যাবার তুলনায় কম। মাত্র দেড় ঘণ্টাতেই লন্ডনের ভেতরে এসে গিয়েছিল তারা।

আর তখন সাকিনা তাকে বলেছিল, তুমি কোথাও নেমে যাও। আমার সঙ্গে ফিরছ, আমি চাই না।

বেলাল একে সতর্ক ব্যবস্থা বলেই ধরে নিয়েছিল বলেছিল, ছেলেমানুষ তো নই ? তোমার সঙ্গে ফিরতে দেখলে কাশেম বলবে কী ?

তখন, সারাপথ যে কথাটা বলবে বলে মনকে তৈরি করছিল সাকিনা, সেই কথাগুলো উত্তেজনায় থরথর করে বলে ফেলেছিল। আর কখনো তুমি আমাদের বাসায় ফিরবে না। তোমাকে আর আমি আমাদের বাসায় দেখতে চাই না। তোমাকে ভালোবেসেই বলছি। তুমি বিশ্বাস করো, আমি খারাপ মেয়ে নই, বেলাল। একটা দিনের সুখের জন্যে আমি পথে নামি নি। তুমি বুঝবে ? তুমি বুঝতে পারছ আমাকে ? তোমাকে ভালোবাসি বলেই এভাবে তোমাকে চলে যাবার কথা বলতে পারছি। তুমি বুঝতে পারছ ?

BanglaBook.org

আর তুমি ফিরে যাবে তোমার স্বামীর কাছে ?

তুমি তো সব জেনেই আমাকে ভালোবেসেছ ?

আমিও তোমার স্বামী হতে পারতাম।

তুমি তারো ওপরে বেলাল। একটা মেয়ে এরচেয়ে বড় আর কী বলতে পারে, তুমি বোঝো না ?

বুঝি, আবার বুঝি না।

তুমি জানো, তোমার কাছেই আমি আজ বুঝেছি ভালোবাসা কী ? অন্তর থেকে কথাগুলো বলেছিল সাকিনা আর ভাবছিল বেলাল কি তার কথা বিশ্বাস করতে পারছে ? আমাকে এভাবে কেউ কখনো ডাকে নি, কাশেমও না। তবু সেই কাশেমের কাছেই আমি ফিরে যাব, আর তোমাকে আমি আজ থেকে ফিরিয়ে দেব। তোমার ভালোবাসা আছে, কাশেমের তাও নেই। ও আমাকে ভালো না বাসুক, আমি তো বেসেছি। না, ওর জন্যে আমার যা তাকে আর ভালোবাসা বলব না, সেটা সম্পূর্ণ অন্য। সেই সম্পূর্ণ অন্য কিছুর সঙ্গে বাস করা যায়, ভালোবাসার সঙ্গে হয়ত যায় না। ভালোবাসা হয়ত এই একটি দিনের মতো আসে আর সেই একটি দিন জীবনের অন্য সবকটা দিনকে মলিন করে দিয়ে যায়। আমি তোমাকে কিছুই বুঝিয়ে বলতে পারছি না হয়ত, ভরসা আছে তুমি তোমার ভালোবাসা দিয়ে আমার কথাগুলো বুঝতে পারবে। আর যদি আমাকে ভালোই বেসে থাকো তো অন্তরে অন্তরে জানবে আমার যা তুমি পেয়েছ আর কেউ তা পায় নি, কখনো পাবে না।

পাগলের মতো মনে হচ্ছিল নিজেকে। মাথাটা যেন ফেটে যাবে। শরীরে যেন এক্ষুণি বড় বড় ফোসকা পড়বে। ইচ্ছে করছিল বেলালের মুখ চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়, কিন্তু জোর করে পাথর করে রেখেছিল সে নিজেকে। দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল সময়। সময় কী দ্রুত এবং নিষ্ঠুর ফুরিয়ে যায়, সাকিনা অসহায় হয়ে দেখছিল আর ভাবছিল, মানুষের জীবন কেন একাধিক নয় ?

তুমি কিছু বলছ না ; তুমি কিছুই বলবে না ? তুমি একটুও বুঝবে না ?

তোমাকে ভালোবাসি বলেই তোমার কথা আমি রাখব। আমি আর তোমার বাড়িতে ফিরব না।

কষ্ট পেও না।

কষ্ট আমি পাচ্ছি না। কে বলল আমি কষ্ট পাচ্ছি। আমি কী ভাবছিলাম জানো, সাকিনা ? জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে পৃথিবী, গাঢ় সুগন্ধ ফুল ফুটেছে বাগানে, ঘরের ভেতরে সোনার পাত্রে জ্বলছে ঘিয়ের বাতি, বিছানায় অনিন্দ্য সুন্দর যুবতী স্ত্রী, পাশে পুত্র, ঘুমন্ত, স্বপ্নে প্রশান্ত— নিঃশব্দে সমস্ত কিছু ফেলে সংসার ত্যাগ করে চলেছেন গৌতমবুদ্ধ। ছবিটা তুমি কল্পনা করতে পারো, সাকিনা ? যার আছে, সে-ই ত্যাগ করতে পারে। যার নেই সে ত্যাগ করবে কী ? না, আমার কোনো কষ্ট নেই, সাকিনা।

কাশেম সবসময় তাড়াতাড়ি খেয়ে ওঠে ; শেষদিকে চিরকাল একা খেতে হয় সাকিনাকে। আজ কাশেম সাকিনার জন্যে বসে রইল। সাকিনার খাওয়া হয়ে গেলে নিজেই থালা কেড়ে নিয়ে রান্নাঘরে রেখে দিল

থাক, আজ আর ধুতে হবে না। কাল সকালে আমি ধুয়ে দেব।

সাকিনার তখন কান্না পাচ্ছিল ভীষণ, তার নিজের জন্যে নয়, বেলালের জন্যে নয়, কাশেমের জন্যে নয়, কেবল কান্না পাচ্ছিল। জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন 'সপ্রাণতা'— নির্মম এই অবস্থাটির জন্যেই মানুষের কান্না পায়।

সাকিনাকে কাশেম সোফার ওপর বসিয়ে নিজে কার্পেটের ওপর জোড়াসন হয়ে বসে। উৎফুল্ল

BanglaBook.org

মুখে বলে, আমার কথাগুলো বিশ্বাস করেছিলে নাকি ? সব মিথ্যে কথা, সব আমি মিথ্যে বলেছি, বানিয়ে বলেছি। জার্মান মেয়ে-টেয়ে সব বাজে কথা। ব্যবসা করব বাজে কথা। রাগ করে বলেছি। তুমি ছাড়া আর কার কাছে যাব ? এখন থেকে আমি মন দিয়ে পড়ব। তুমি দেখে দিও। সকালে রাগ করে বেরিয়ে গেলে। মেয়ের কথা, সব মিথ্যে কথা।

কাশেম সাগ্রহে হাত রাখল সাকিনার হাঁটুতে।

সাকিনার মন একবার জোনাকির মতো খুশি হয়ে উঠল, আবার ম্লান হয়ে গেল। সত্যি বা মিথ্যে, সে নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে দেখল, কিছুই আর তাকে স্পর্শ করছে না।

কাশেম উঠে দাঁড়িয়ে সাকিনার হাত ধরে টেনে তুলল সোফা থেকে।

চল্লো ঘরে যাই। কাল তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। আজ আমাকে আদর করতে দেবে তো ?

বিছানায় শুয়ে কাশেম যখন চুমো দিতে গেল তাকে, ঠোঁট ফিরিয়ে নিল সাকিনা।

একটু চুপ করে থেকে কাশেম যখন হাত রাখল সাকিনার নাভির নিচে তখন তার, সাকিনার, মনে হলো বর্ধিষ্ণু ক্ষতের ওপর হাত পড়েছে। অস্তিত্বের মর্মমূল পর্যন্ত নিঃশব্দ যন্ত্রণায় সে শিউরে উঠলো। মিনতি করে কেবল বলতে পারল, থাক, আজ না।

১৬

বেলালকে দরোজায় দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মি. চাণক্য সেন। প্রবলবেগে হ্যান্ডশেক করে চললেন তো করেই চললেন।

আরে, আসুন আসুন, বেলাল বাবু। মরে ভূত হয়ে দেখা দিতে আসেন নি তো মশাই ? পাড়াগাঁর ছেলে, আমি আবার ওসব বিশ্বাস করি। কতকাল দেখা নেই। কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য।

মি. সেনের ঐ এক দোষ, পারতপক্ষে কাউকে কথা বলতে দেন না। তারই ভেতরে বেলাল কোনরকমে এটুকু বলতে পারল যে, 'এদিকে দিয়ে যাচ্ছিলাম।' আসলে সে হোবর্নের চৌরাস্তায় সাকিনার গাড়ি থেকে নেমে যাবার পর ভাবছিল কোথায় যাওয়া যায়। ফুটপাতের ওপরেই হোবর্নটিউব স্টেশন। সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। হঠাৎ দেয়ালে সাঁটা টিউব ম্যাপে শেফার্ডস বুশ স্টেশনটা চোখে পড়তেই চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরে দ্বিতীয়বার তার মনে পড়ে গিয়েছিল মি. সেনের কথা। সঙ্গে টেলিফোনের বইটা নেই, আগে থেকে ফোন করা আর হয় নি, সোজা টিকিট কেটে উঠে পড়েছে গাড়িতে।

আপনি মশাই লাকি লোক। রোববারে আমার ঘরে থাকবার কথাই না। কোনো রোববারেই থাকি না, শুঁড়িখানায় বসি, হেঁটে বেড়াই, নটিং হিল গেটে লেটনাইট মুভি দেখি, রাত দুটো তিনটের সময় এসে বিছানায় দেহ ফেলে দেই, ব্যাস। জীবন থেকে একটা দিন ডিসমিস। এখন মশাই লাইফে স্টেক না থাকলেও লাইফটা বেমক্কা বেমক্কা চলে যাক, সেটাও তো কিছু কাজের কথা নয়। বিয়ে করি নি, সংসার করি নি বলেই কি নিজের দেহের ওপর মায়া নেই ? শরৎচন্দ্র পড়ে দেখবেন। অত যে বাউণ্ডুলে শ্রীকান্ত, তিনিও কিন্তু ঘিয়ে ভাজা লুচি ছাড়া খান না। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, বেলাল বাবু। আজকাল ইংরেজরা খেপে গেছে মশাই। ইন্ডিয়ান দেখলেই পেটাচ্ছে, বোতল মেরে মাথা ফাটাচ্ছে, চাকু মারছে। বিশেষ করে শনি-রোববার তো ওদের পেটাবার পরব। দেখলেন না, এইতো লাস্ট উইকে আটজনা বাঙালি, আপনাদের

BanglaBook.org

সিলেটের মশাই, ইংরেজ ছোকরাগুলো তাদের মেরে পোম্বা উড়িয়ে দিল। তাই আজ রোববার আর বেরোই নি। বসে বসে বাখ-এর ভায়োলিন সোনাটা শুনছি। জানেন তো বাখ আবার ভায়োলিন নিয়ে বিশেষ কাজ করেন নি। তবে, যা দিয়ে গেলেন, অমৃত ; মশাই, জীবনমৃত্যু এক হয়ে যায়। তা বলুন, দেব কি ? কী চলে আপনার আজকাল ? অনেককাল তো দেখা নেই, খবরও রাখি না।

একটু জিরোন দিলেন মি. সেন।

ঘরে আবার সাম্রাজ্য বিস্তার করল ইহুদি মেনুহিনের বাজানো বাখ-এর ভায়োলিন সোনাটা। বরফ পড়ছে। পাহাড়ের প্রশস্ত কোল ভরে গেছে বরফে, যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে ধবল সমুদ্র। সেই বরফের ওপর একাকী এক নারী। স্বর্গের পাখির মতো অবিরাম নেচে চলেছে।

আজ বারবার জ্যোৎস্নায় প্লাবিত পৃথিবী কেন তার চোখের ভেতরে ভেসে উঠছে ?

সন্ধে থেকে জিন অ্যান্ড টনিক খাচ্ছি। দিই আপনাকে ?

না, আজ কিচ্ছু খাবো না।

হা হা করে হেসে উঠলেন মি. সেন। বলবেন না যে ছেড়ে দিয়েছেন। মেয়েমানুষের চেয়েও বড় ঝোঁক মশাই এই মদ। ওটা ছাড়া যায়, কিন্তু এটা ছাড়াতে চাইলেও ছাড়ানো যায় না। আপনি অবশ্য একসেপশনাল লোক, বেলাল বাবু। হয়ত সত্যি সত্যি ছেড়ে দিয়েছেন। তাহলে এখন কী দিয়ে আপনাকে আপ্যায়িত করি বলুন তো। বড় বিপদে ফেললেন।

একসেপশনাল বলছেন কেন ?

একসেপশনাল নন ? রেকর্ডটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেটাকে সযত্নে তুলে রেখে, প্লেয়ার বন্ধ করে মি. সেন বললেন, মনে আছে আপনার, সেই যে আপনাকে আর অমিতকে বলেছিলাম, বিলেতে বাঙালি যে ছেলে পড়তে এসে গাফিলতি করে, তার জীবনে তিনটে ফেজ ?

হ্যাঁ, মনে আছে। স্পষ্ট মনে আছে।

আপনি কিন্তু তার একটাতেও রইলেন না, বেলাল বাবু। আমার থিয়োরি আপনাতে এসে ফেল হয়ে গেল।

তার মানে ?

পড়াশোনা করলেন না, পড়াশোনার জন্যে দেশে গিয়ে বৌ করে আনলেন না, কোনো অনুতাপ হলো না। দিব্যি পড়া ছেড়ে কাজে ঢুকে গেলেন। এখন পর্যন্ত ব্যাচেলার রইলেন। আমার সব কটা ফেজ ফাঁকি দিয়ে বুক চিতিয়ে খাড়া রইলেন। আপনি একসেপশনাল। সে জন্যেই মাঝে মাঝে আপনার কথা বড্ড মনে হয়। আসবেন, নইলে ডাকবেন। যোগাযোগ রাখবেন। আপনার মতো দেখি নি মশাই বেলাল বাবু।

বেলাল বলল, দিন একটু জিন অ্যান্ড টনিক।

খাবেন ? ছেড়ে দেন নি তাহলে ? তাই বলুন। বড় ভাবনা হচ্ছিল, আজকাল বিলেতে ইন্ডিয়ান সব গুরুমশাইদের ভিড়, দীক্ষাটিক্ষা নিলেন না তো ? দিই তাহলে জিন অ্যান্ড টনিক। হাত পা ছড়িয়ে বসুন মশাই। কাছেই টেক-অ্যাওয়ে চাইনিজ আছে, আনিয়ে খাবোখন। আপনার তাড়া নেই তো ?

না। কোনো তাড়া নেই। আমি এসেছি আপনার কাহিনী শুনতে। দুম করে বলে ফেলল বেলাল।

হাঁ হয়ে গেলেন মি. সেন।

BanglaBook.org

আমার কাহিনী মানে ?

কেন আপনি বিয়ে করেন নি ?

আপনি কি আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, বেলালবাবু ? কোন পত্রিকায় ঢুকেছেন বলুন তো ? লন্ডনে তো ব্যাঙয়ের ছাতার মতো বাঙালিদের কাগজ।

বেলাল স্পষ্ট বুঝতে পারল এক মুহূর্ত অপ্রতিভ হয়ে যাবার পর মি. সেন তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চাইছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে।

আজ আমি সত্যি শুনব কিন্তু আপনার কাহিনী। সেই জন্যেই এসেছি।

কেন বলুন তো ?

মি. সেনের গলা হঠাৎ বড় অসহায় শোনালো। বেলালের হাতে জিনের গেলাশ তুলে দিয়ে বড় উদ্ভিগ্ন ভঙ্গিতে আসনে বসলেন।

বাঃ, এতকাল ধরে আপনাকে চিনি, অথচ আজ হঠাৎ খেয়াল হলো যে আপনার বিষয়ে কিছুই জানি না।

সায়েব হলে কিন্তু খুব খেপে উঠত আপনার ওপর। পার্সোনাল কোশ্চেন করছেন বলে।

আপনি যে সায়েব নন তা আমি জানি।

ভুল জানেন। হানড্রেড পার্সেন্ট আমি সায়েব মশাই। সাধে শেফার্ডস বুশে বাড়ি নিয়েছি ? মাইকেল মধুসূদন দত্ত থাকতেন এখানে— যার রঙটাই ছিল ময়লা, চামড়ার নিচে পাক্কা সায়েব।

তাহলে আমাকে স্নেহ করেন, সেই ভেবেই না হয় বললেন ?

এই তো মুশকিলে ফেলে দিলেন। স্নেহটাই বুঝি না। ওসব সর্দি আমার থাকলে দেশ ফেলে বিদেশে পড়ে থাকতাম না।

কাউকে ভালোবেসেছেন ? বেলাল গেলাশে চুমুক দিতে দিতে সরু চোখে লক্ষ করল মি. সেনকে।

নাহ।

কিন্তু যেভাবে তিনি 'নাহ' বললেন তাতে বেলালের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে, মি. সেন একদিন কাউকে ভালোবাসতেন। আজ হোবর্ন স্টেশন থেকে গাড়িতে চেপে এই সন্দেহটাই বেলালের মনে উঁকি দিচ্ছিল। তার জেনে নিতে ইচ্ছে করছিল, ভালোবেসে কাউকে না পেলে কি সে মি. সেন হয়ে যায় ? বেলালও কি আজ থেকে দশ বছর পরে চাণক্য সেনের মতো শুঁড়িখানায় শুঁড়িখানায় চষে বেড়াবে আর লোক ধরে ধরে খাওয়াবে, তাদের উপদেশ দেবে, রেকর্ড শুনবে আর কবিতা লিখবে ?

বেলাল জেদ করে বলল, নিশ্চয়ই কাউকে ভালোবাসতেন। আপনার কবিতা পড়লেই বোঝা যায়। কবিতার পেছনে কেউ আছে ?

এই তো মুশকিলে ফেললেন, মশাই। কবিতা, কবিতা লেখার জন্যে রক্তমাংসের একটা মেয়েমানুষ দরকার হয় না। আসলে কি জানেন, বেলাল বাবু, বেঁচে থাকার জন্যেও আরেকটা রক্তমাংসের মানুষের দরকার নেই। লোকের ওটা মহাভুল।

কেন বলছেন ?

BanglaBook.org

কেন শুনবেন ? মানুষ আসলে ভালোবাসে নিজেকে। নিজের মতো কাউকে সে খোঁজে। হয় নিজের মতো, আর নইলে নিজে সে যা হতে চেয়ে ছিল ঠিক সেই রকম কাউকে। এই কথাটা আমি সার বুঝেছি। তাই যদি হয়, তাহলে নিজেকে ভালোবাসলেই হলো, ল্যাটা চুকে গেল। তাহলেই আর না পাবার কষ্ট নেই, আঘাত পাবার সম্ভাবনা নেই, বিট্রেড হবার ভয় নেই। বলুন, মানেন কিনা ? আপনি এখনো ছেলেমানুষ। বুঝবেন, একদিন বুঝবেন। আর তখন মনে করবেন চাণক্য সেনের কথা। আমার কথা শুনতে চাচ্ছিলেন। শুনুন তাহলে। এক চুমুকে গেলাশ শেষ করে ঠক নামিয়ে রেখে মি. সেন বলতে লাগলেন, এমন কিছু অসাধারণ কাহিনী নয়। এক মেয়ে মশাই। তাকে যা ভালোবাসতাম সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তার ভেতরে বিশ্ব দেখতাম।

কোথায় তখন আপনি ? দেশে ?

দেশে কোথায় ? এখানে। দেশে কি প্রেম হয় মশাই ? দেশে হয় বিয়ে। আপনি বলবেন, কেন অমুকে প্রেম করে বিয়ে করল। আমি বলব খোঁজ নিয়ে দেখবেন, পয়লা যে মেয়েকে দেখেছে সেই মেয়েকেই ভালোবাসি ভালোবাসি বলে গান শুনিয়েছে, তাকেই বিয়ে করেছে। এদেশে মশাই হাজারটা মেয়ের সঙ্গে অহরহ আলাপ, তার ভেতরে সজ্ঞানে একটিকে পছন্দ করলেন, মনে ধরল— সে আলাদা মশাই। তা যাকগে। সেই মেয়ে তার ভেতরে জীবন দিয়ে বসে আছি, সেও আমাকে বলে যাচ্ছে— চাণক্য, তোমায় ভালোবাসি ; আমিও গাছের গোড়ায় মহা উৎসাহে জল ঢেলে চলেছি।

তারপর, একদিন সেই মেয়ে দুম করে বিয়ে করে বসল। না, না, আমাকে নয়। আমার চেয়েও এক হতভাগাকে। তাও শুনে রাখুন বেলাল বাবু, মেয়ের জন্মদিনে তাকে দামি প্রেজেন্ট দিয়ে এসেছি, মেয়ে আমার গালে চুমো দিয়ে বলেছে, চাণক্য, বাড়ি কেনো, তোমায় বিয়ে করব, তার সাতদিন পরেই শুনি মেয়ে ছাঁদনাতলায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ মশাই, লন্ডনেও বাঙালির বিয়েতে ছাঁদনাতলা দেখা যায়। কলাগাছের নয়, টবে পোঁতা রবার গাছের। হাঃ হাঃ হাঃ।

বেলাল বলল, সেই থেকে আপনি ভালোবাসা শেষ করে দিলেন ?

দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান। সারা বিকেলের জিন অ্যান্ড টনিকে রক্তচক্ষু হয়ে উঠেছেন মি. সেন। বিয়ের পরও তাকে আমি ভালোবাসতাম। এখনো যদি জিগ্যেস করুন, তো এখনো বাসি। তবে এখন একটা সাটল ডিফারেন্স আছে। গুলিয়ে দিলেন তো মাঝখানে কথা বলে ? এই দেখুন, কী যেন বলছিলাম ?

তার বিয়ে হয়ে গেল।

হ্যাঁ, তার বিয়ে হলে গেল। আমি মনে করলাম, বিয়ের উর্ধ্বে আমার প্রেম। বিয়ে হয়েছে বলে কি ভালোবাসার দেবী গঙ্গায় বিসর্জন দেব ? ভালোবেসে চললাম। সেই মেয়েও আমাকে বিয়ে করেছে বলে দূরে ঠেলে দিল না। আমাকেও ধরে রাখল, স্বামীটিকেও রাখল। একদিন টের পেলাম, কেবল আমি নই, আমার মতো গুচ্ছের আরো কিছু প্রেমিক আছে তার। কিন্তু প্রেমের চশমা তখন আমার চোখে, দেখেও কিছু দেখি না। চোখের সমুখে দেখতে পাচ্ছি আমাকে ডিসিভ করছে, আমি স্বীকার করছি না। তার শতেক দোষ লোকে আমায় এসে এসে বলে যাচ্ছে— লোকের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই মশাই, এসব তাদের পবিত্র দায়িত্ব— আমি হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েও বিশ্বাস করছি না। সামনে তাকে পূজো করে যাচ্ছি। তারপরে, একদিন, সে এক কাণ্ড বেলাল বাবু।

BanglaBook.org

এইখানে মি. সেন থামলেন। শূন্য গেলাশের দিকে সরোষে তাকিয়ে রইলেন খানিক, কিন্তু কী ভেবে গেলাশে আর ঢেলে নিলেন না।

কৌতূহল এখন এতটাই বেলালের যে নিজের ভালোবাসার কথাটা পর্যন্ত সে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে।

সে এক কাণ্ড ; ভরা ডিসেম্বর মাস। গিয়েছি স্কটল্যান্ডে, হাই কমিশনেরই একটা কাজে, তখনো আমি হাই কমিশনেই কাজ করি। সেই স্কটল্যান্ডে মশাই বরফ। সে কী বরফ। শুধিয়ে দেখবেন, অমন বরফ পঞ্চাশ বছরে পড়ে নি। সেই বরফে সব শাদা হয়ে গেছে। বাড়িঘর, পথঘাট, গাছ, সাইনবোর্ড, সব শাদা। মহাদেবের হাসির মতো শুভ্র। সে দৃশ্য আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না, বেলাল বাবু, আমার মনের ভাবটাও আপনাকে ঠিক কথায় ধরিয়ে দিতে পারব না। কিন্তু সেই আমার চোখ খুলে গেল। সেই আমি বুঝতে পারলাম যে আরে, আমি তো আর কাউকে নয়, ভালোবাসি আমার নিজেকেই। একেবারে প্রাঞ্জল হয়ে গেল বুঝলেন মশাই বেলাল বাবু।

চাণক্য সেন সত্যিই কবি। বেলাল আশা করেছিল, স্কটল্যান্ডে নিশ্চয়ই মি. সেনের সঙ্গে গিয়েছিল মেয়েটি, সেখানে কোনো নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু বললেন, তিনি বরফের কথা।

বেলাল বলল, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বুঝতে পারলেন না ? এরই মধ্যে নেশা হয়ে গেছে ? বোঝার ফ্যাকালটি ঘুমিয়ে পড়েছে ? আচ্ছা ভেবে দেখুন তো, বরফ যদি না থাকত কী দেখতেন ? রাস্তার কালো কুচকুচে পিচ, পথের নোংরা, টালি খসা ছাদ, ভাঙ্গা দেয়াল, গাছের মরা ডাল। দেখতেন কিনা বলুন ? কত কুৎসিত আপনার চোখে পড়ত। কিন্তু বরফ, বরফ এসে সব ঢেকে দিয়ে গেল, সব শাদা হয়ে গেল, আপনার মনে হলো স্বর্গ, আপনার মনে হলো পবিত্র। আমরা যে ভালোবাসি, সেই ভালোবাসাটা বরফের মতো পাত্রীটিকে ঢেকে দিয়ে যায়, তাকে পবিত্র করে তোলে, তার সব কুৎসিত লুকিয়ে রাখে। এবার বুঝতে পারলেন ? না, পারলেন না ? সেই ভালোবাসাটা তো আমারই মনের সৃষ্টি। তো আমিই যদি তার স্রষ্টা হই তো আরো উর্ধ্বে উঠে গিয়ে ঈশ্বর হয়ে যাই না কেন ? ঈশ্বরের মতো একা আর সম্পূর্ণ। আপনার আপত্তি আছে ?

তার কথা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিল বেলাল। এখন শুধু এটুকু সে বলতে পারল, তাই বলে একা থাকা যায় ? সারাটা জীবন ? তার কণ্ঠ বড় ব্যাকুল শোনালো। এখন তো নিজেই সে দেখতে পাচ্ছে, শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সে নির্মমভাবে একা এবং বুকের ভেতরে অপ্রাপনীয়া একজনকে ভালোবাসার ভার।

কেন যাবে না শুনি ? দোকা হবার দরকারটা কোথায় ? বংশবৃদ্ধি তো ? শুনুন তাহলে। বংশবৃদ্ধির জন্যে মেয়েমানুষের সঙ্গে শোয়ার রীতিটাও ইউনিক কিছু নয়। নারী-পুরুষের কারবারটা বড় জোর একশো কোটি বছর ধরে চলছে। এরও দু'শো কোটি বছর আগে বংশবৃদ্ধি হতো নিজেকেই দু'ভাগ করে নিজের অবিকল আরেকটি তৈরি করে। আপনি বলবেন, প্রকৃতি সে পথ ছেড়ে দিল কেন ? নারী-পুরুষের মিলন দরকার হলো কেন ? সেও আরেক কাণ্ড। শুনে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে, বেলালবাবু বুঝলেন, নারী-পুরুষের ব্যাপারটা একটা এমার্জেন্সি মেথড মাত্র। ঐ যে একক কোষ থেকে নতুন কোষের জন্ম, একদিন হয়ত দেখা গেল, একটি বিশেষ কোষ তার কিছু খুঁৎ আছে, ঠিক তেমনি খুঁৎ আছে আরেকটি

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

কোষের, তখন দুয়ে মিলে নতুন কোষ সৃষ্টি করালেন প্রকৃতি দেবী। অবশ্য একদিনে নয়, মাঝখানে একশো কোটি বছর গেছে। এই যেমন দুটো গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করেছে, একটির সামনের দিক গ্যাছে, একটির পেছনের দিক ; আপনি অনায়াসে দুটো গাড়ির ভালো পার্টস নিয়ে নতুন একটি গাড়ি তৈরি করতে পারেন। পারেন কি-না ? প্রকৃতি দেবীও তাই করেছিলেন। আবার একশো কোটি বছর পরে হয়ত দেখবেন এই আমরা, এই যে আমরা, প্রেম-প্রেম করে চ্যাঁচাচ্ছি, আমরাই হয়ত নিজেই নিজের দ্বিতীয় জন্ম দিতে পারব। শুধু নিজের একটা লাইফ নিজের পঞ্চাশ ষাট কি সবকটা বছর নিয়ে পৃথিবী মাপতে যাবেন না। সামনের দিকে তাকান, মশাই, সামনের দিকে তাকান। ওয়াইন খাবেন ? চমৎকার ওয়াইন আছে ঘরে। ব্ল্যাক টাওয়ার। রাইন এলাকার ওয়াইন। চিল্ড করাই আছে ফ্রিজে ? খান, কোথাও থেকে ঘা খেয়ে এসেছেন তো ? মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি।

বেলাল অবাক হয়ে গেল মি. সেনের শেষ কথাটিতে। একবার লুকোতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু পর মুহূর্তেই হেসে ফেলল লজ্জিত হয়ে। তাকিয়ে দেখল, চাণক্য সেনের মুখে প্রশ্রয়ের হাসি যেন এক্ষুনি একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বসবেন।

প্রশ্ন করলেন চাণক্য সেন।

কি, ওয়াইন দেব ? না, দেব না ?

বেলাল বলল, দিন। আর সেই সঙ্গে আজ রাতে শোবার মতো একটু জায়গাও যে চাই।